সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দুইমামা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাড়ের নস্যির ডিবে। আগে কখনো দেখিনি। পুরী থেকে স্পেশাল আমদানি। বড় মামার এক রোগী পুরী থেকে এনে প্রেজেন্ট করেছে, পুরস্কার। ভদ্রলোক একদিন বেদম হাসছিলেন। চোয়াল আটকে হাঁ হয়ে গেল। কোনো ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না। শেষে বড় মামা। বড় মামা সেই সময় বাড়িতে সিল্কের লুঙ্গি পরে পেয়ারের কুকুর লাকিকে ওঠ-বোস করাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক হাঁ করে রিক্সা থেকে নেমে এলেন। ভদ্র-লোকের অবস্থা দেখে বড় মামাও হাঁ। ভদ্রলোকের বাড়িতে সেদিন মাংসের ঝোল হয়েছিল। চোয়াল আটকে গেলে খাওয়া যায় নাকি? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝোল জুড়িয়ে জল। এখন শেষ ভরসা বড় মামা।

লাকিও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে হাঁ। আশে পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হাঁ। বড় মামা মিনিট খানেক কি ভাবলেন! তারপর ঠেসে এক চড় ভদ্রলোকের গালে। খুট্ করে একটা শব্দ হল। ভদ্রলোকের চোয়াল নিমেষে খুলে গেল। এক মুখ হাসি। বড় মামাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! বড় মামা যত বলেন, 'ছাড়ুন ছাড়ুন, কাতুকুতু লাগছে', আদর যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে! শেষে লাকি যখন রেগে গড় গড় করে উঠল ভদ্রলোক তাঁর উচ্ছ্বাস সংযত করলেন।

'মশাই, পাঁচকড়ি বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে আমার মাংস আমারই চোখের সামনে খেয়ে যাবে, বলুন সহ্য করা যায়!' পাঁচকড়ি ভদ্রলোকের বেকার ভাই। বড় মামা বললেন, 'আজকের দিনটা লিকুইড খেলেই ভাল হয়।' 'লিকুইডই তো, মাংসের ঝোলটাই তো বেশি, পাঁচশো মাংস আর ক'টা টুকরো বলুন। ঝোলের সঙ্গেই গিলে নেবো।' কড়কড়ে আটটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েই পাঁচকড়ির দাদা সাতকড়ি রিকসায় উঠলেন। চড় মারার ফি। সেই সাতকড়ি বাবুই নস্যির ডিবেটা দিয়েছেন।

নস্যির ডিবেটা সিল্কের লুঙ্গি দিয়ে পালিশ করতে করতে বড় মামা বললেন, 'তুই আমার কাছে শুবি। ফাস্ ক্লাস তিন তলার ঘর। বড় বড়

www.BanglaBook.org

জানালা। ফুর ফুর করে হাওয়া খেলে যাচ্ছে। দুজনে মজা করে পাশাপাশি শোবো। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো।' বড় মামা একটিপ নস্যি নিলেন সশব্দে। মেজো মামা জানালার কাঁচ পালিশ করছিলেন। মেজো মামার হল পরিষ্কার বাতিক। সব সময় কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছেন। আসা-যাওয়ার পথে এটা ওটা সেটা ঝাড়ছেন। সিঁড়ির হাতল, খাটের মাথা, টেবিল, ফুলদানি। তখন পড়েছিলেন জানালার কাঁচ নিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোবে শোও, তবে অপঘাতে মরলে আমাদের দোষ দিও না।' আমি অবাক হয়ে বড় মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বড় মামা ইশারায় নিজের মাথার উপর একটা আঙুল বার কতক গোল করে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মেজোর মাথার গণ্ডগোল আছে। জানালার কাঁচে বড় মামার হাত ঘোরানো মেজো মামা দেখতে পেয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মাথার গোলমাল তো হবেই, তোমার মাথাটা খুব ঠিক আছে, তাই তো। বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছো! ছটা গরু, কোনোটার দুধ নেই। খাচ্ছে দাচ্ছে, নাদা নাদা হাগছে। মশার চোটে বাড়ি টেঁকা যাচ্ছে না। চার চারটে কুকুর, ঠাকুর ঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে একঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে।' বড় মামা খুব রেগে গেলেন, 'তাতে তোর কি, তোর কি অসুবিধে হয়েছে?' মেজো মামার কাঁচ পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল, 'আমার কি? আমার কি তাই না? তোমার লাকি সকাল বেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝাপটা মেরে আমার চোখের চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বড় মামা আবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'লাকি, লাকির পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগ সোপ মেখে চান করে। তুই তো সাত জন্মেও চান করিস না।' মেজো মামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপরই বিস্ফোরণ—'ওঃ গোলাপ জল, তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পার তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে। কার্পেট তুমি পরিষ্কার করবে, আমি পারবো না।'

www.BanglaBook.org

'আমার সময় কোথায়, জানিস আমার গর্জমান প্র্যাকটিস।' বড় মামা রোরিং-এর বাঙলা করলেন গর্জমান। প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন বাংলা বলবেন 'পিওর বাংলা' যখন ইংরেজী তখন 'খাঁটি ইংলিশ'।

'তোমার প্র্যাকটিস আমার জানা আছে, যত চড়-চাপড় মেরে বুদ্ধু লোকের কাছ থেকে টাকা বাগাও।' মেজো মামা সেই সাতকড়ির চোয়াল আটকে যাবার কেসটা বললেন।

'তুই ডাক্তারির কি বুঝবি। এ কি তোর ফিলজফি!' বড় মামা মেজো মামার দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

'তোমার গরু যদি কাল আমার বাগানে ঢোকে, আমি খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবো।' মেজো মামা এইবার গরু দিয়ে বড় মামাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন।

'ঠিক আছে, খাঁটি ক্ষীরের মত দুধ হলে তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো।' বড় মামা লোভ দেখালেন।

'দুধ!' মেজো মামা একখানা নাটকীয় হাসি ছাড়লেন। 'কার দুধ? লক্ষ্মীর দুধ। ওর পেটে দুধ ভরে বাঁটের কাছে একটা কল ফিট করে দিলে তবে যদি দুধ পড়ে, বুঝেছো? ছ বছরেও যে দুধ দিলে না, তার দুধ তুমিই খেও। ডুমুরের ফুল দেখেছো, সাপের পা দেখেছো, সোনার পাথর বাটি দেখেছো, কুমিরের চোখে জল দেখেছো!' মেজো মামা মনে হয় উপমার বন্যা বইয়ে দিতেন যদি না সেই সময় ঘরে ছোটো মাসী ঢুকতেন!

ছোটো মাসীর হাতে একটা শাড়ি। মেজাজ একেবারে সপ্তমে। 'বড়দা এটা কি হয়েছে?' শাড়িটার একটা দিক টুকরো টুকরো। মনে হয় কেউ চিবিয়েছে। বড় মামা নস্যির ডিবেটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ছিঁড়ে ফেলেছিস?'

বারুদে যেন আগুন লাগলো, 'আমি ছিঁড়েচি! তোমার খরগোসের কীর্তি।'

'যাঃ খরগোসে তোর শাড়ি চিবোতে যাবে কেন?' বড় মামার অবিশ্বাস।

'যাবে কেন? তোমার খরগোস কোনো কিছু আস্ত রেখেছে। স্টেনলেস স্টিলের বাসনগুলোও চেষ্টা করেছিল, পারে নি।' মেজো মামা মনে হল বেশ

www.BanglaBook.org

খুশী। মেজো মামা বললেন, 'খরগোসের পেটে সব কিছু যাবার আগে রোষ্ট করে ওগুলোকে পেটে পুরে দে।' বড় মামা যেন শিউরে উঠলেন। 'কাপড় তুই যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস কেন, কেয়ারলেসের মত?' 'যেখানে সেখানে!' মাসীমা তেড়ে এলেন, 'বাসকেটে রেখেছিলুম ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে, সেখানে গিয়ে ঢুকেছে শয়তানগুলো।' 'বাসকেটে কেউ কাপড় রাখে?' বড় মামা দোষটা মাসীমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন। 'ছাড়া কাপড় বাসকেটেই রাখে বড়দা, চিরকাল তাই রাখা হয়।' বড় মামা হাল্কা চালে বললেন, 'আর রাখিস নি। ছাড়া কাপড় একটু উঁচুতে রাখিস।' 'কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবো, কিম্বা মাথায় করে নিয়ে ঘুরবো এবার থেকে।' মাসীমা রেগে বেরিয়ে গেলেন।

মেজো মামার আবার আক্রমণ, 'তোমার খরগোস সেদিন আমার চটি জুতো খেয়েছে। বলো, চটি এবার থেকে মেখেতে খুলে না রেখে মাথায় করে ঘুরে বেড়াস?' বড় মামা ফাইন্যালি একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'দেখ মেজো, আমার বাবার বাড়িতে আমি যা খুশী তাই করতে পারি, তোদের পছন্দ না হয় আমার কিছু করার নেই। গরু আমার থাকবে, কুকুর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বেটার ছ্যান মেন, পাখি আমার দাঁড়ে ঝুলবে, খরগোস আমার নেচে নেচে ঘুরবে। পৃথিবীর পশু জাতি আমার বন্ধু, আমার ফ্রেণ্ড।' মেজো মামা কি বলবেন একটু যেন ভেবে নিলেন, তারপর ছাড়লেন তাঁর উত্তর—'বাড়িটা তোমার একলার নয়, বুঝেছো। জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে একটু মিলে মিশে থাকতে হয়। এরপর তুমি একটা কেঁদো বাঘ আমদানী করবে, তারপর একটা বিটকেল ভাল্লুক। একদিন বাড়ি ফিরে দেখলে আমরা সব ক'টা চলে গেছি পেটে, হাড় ক'খানা পড়ে আছে। তোমার বাঘ ভাল্লুক বসে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তখন কি হবে! বলো কি হবে!'

'ঘোড়ার ডিম হবে', বড় মামার নির্বিকার উত্তর। 'বাঘ ভাল্লুক কেউ পোষে না, কথার কথা বললেই হল, না! আসলে তোরা ভীষণ মিন মাইণ্ডেড, আত্মসুখী, তোদের কোনো ক্যারেকটার নেই।'

'কি বললে? আমরা চরিত্রহীন! তোমার ভারি চরিত্র আছে, না? জোচ্চোর ডাক্তার। তুমি আর কথা বোলো না। রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন

www.BanglaBook.org

জানো, 'ডাক্তার আর উকিলরা কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' মেজো মামা এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলে গেলেন। বলে যেন বেশ তৃপ্তি পেলেন।

বড় মামা একটিপ নস্যি বেশ সশব্দে নাকে গুঁজে বললেন, 'পশু-পক্ষী নিয়েই আমি থাকবো। তোরা হলি বিষাক্ত সাপ।' তারপর আমাকে বললেন, 'তুই আমার একমাত্র ভাগ্নে। তুই এইসব নোংরা আদমীদের সঙ্গে একদম থাকবি না, আমার তিন তলার ঘরে আরামে ফুরফুরে হাওয়ায় আমার পাশে ঘুমোবি, সকালে আমার সঙ্গে বেড়াবি। বিকেলে লাকির সঙ্গে খেলবি।' মেজো মামা কান খাড়া করে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, 'ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাব। তুমি বেচারাকে তিন-তলার ঘরে পুরে সারারাত ফুটবল খেলবে, তা হবে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আই প্রোটেষ্ট।'

'তোর প্রোটেষ্ট?' বড় মামা হাসলেন, 'তোর মত অমানুষের হাতে একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

অমানুষ বলায় মেজো মামা ফিউরিয়াস। 'অমানুষ কাকে বলে জানো? পশুদের কাছাকাছি যারা থাকে তারাই অমানুষ। পশুদের নিয়ে এ বাড়িতে কে থাকে? তুমি থাকো। সুতরাং অমানুষ তুমি, আর তাই ছেলেটা তোমার হেফাজতে যাতে চলে না যায়, আমাদের দেখতে হবে!'

এইবার বড় মামার হাসবার পালা, 'তুই দেখবি! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই দেখবি! তুই সারা বাড়ির ধুলো আর নোংরা ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাস না, আগের জন্মে বোধহয় ধাঙড় ছিলিস।' মেজো মামাও ছাড়বার পাত্র নন, 'তোমার মত অপদার্থরা বাড়িতে থাকলে আমাদের মত পদার্থওয়ালাদের তো খাটতেই হবে। তোমার পাখি, তোমার পেয়ারের কুকুর, তোমার শুকনো গরু, তোমার বোকা রুগীর দল চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িটাকে ডাষ্টবিন বানিয়ে যাচ্ছে। আমি আছি বলে বাস করতে পারছো, চলে গেলে বুঝবে ঠ্যালা। Cleanliness is next to Godliness, বুঝছো। আমি হলুম সেই God.'

'God!' বড় মামার বিস্ময়। 'তুই হলি গিয়ে God আর আমরা হলুম Demon', বড় মামার সে কি প্রাণখোলা হাসি। 'গায়ত্রী জপ করতে

www.BanglaBook.org

জানিস? গলায় তোর পৈতে আছে? সেটাকে তো বহুকাল ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস।' বড় মামার কথা শেষ হবার আগেই মাসীর তাড়া খেয়ে সবচেয়ে বড় খরগোসটা, যেটাকে আমরা পালের গোদা বলি, সেটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেজো মামা সঙ্গে সঙ্গে ফেদার ডাস্টার তুলে সেটাকে পেটাতে যাচ্ছিলেন। বড় মামা খরগোসটাকে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই যে God. জীবে দয়া করার কথাটা বুঝি তোর শাস্ত্রে লেখা নেই। শুধু জিভে দয়াটাই বুঝেছিস, না?'

বড় মামা এক বগলে খরগোস অন্য বগলে আমাকে নিয়ে বাগানে চলে এলেন। বড় মামা জুট মিলের ডাক্তার। মিলের দুটো জোয়ান ছেলে বড় মামার চাকর কাম এডি-কং কাম কনফিডেনসিয়াল এডভাইসার। একজনের নাম রতন আর একজনের নাম প্রফুল্ল। রতনের মুখের ডানদিকে একটা গভীর কাটা দাগ লম্বা হয়ে ভুরুর কাছ থেকে দাড়ি অবধি নেমে এসেছে। মিল এলাকায় কে যেন ছোরা মেরেছিল বছর ছয়েক আগে। বড় মামা খুব জোর চোখটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রতনের ভগবান বড় মামা। প্রফুল্লরও তাই। প্রফুল্লর একবার কার্ডিং মেশিনে হাত ঢুকে প্রায় ছিঁড়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে ঝুলে গিয়েছিল। বড় মামা খুব কায়দা করে জোড়া তালি মেরে হাতটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজো মামার সখ ফুল বাগান। বড় মামার ফল বাগান। রতন আর প্রফুল্ল তার মালি। শ'খানেক নারকেল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কেরালার গাছ। মাথায় বেশি বড় হয় না। ছোটো ঝাঁকড়া গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব নেমে এসেছে। রতন তারই একটায় উঠে, পাতার আড়ালে ঢুকে ছিল, পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্ল ছিল বাগানে। কোদাল পেড়ে মাটি কোপাচ্ছিল। বড় মামার বাগানে আসা মানে তিনটে কুকুরও পেছন পেছন এসেছে। এর মধ্যে লাকি সবার আগে, কারণ সে হল পেয়ারের কুকুর। তার সাত খুন মাপ।

বড় মামা বললেন, 'ওই ছাখ, রতন তোর জন্যে ডাব পাড়ছে। এক একটা ডাবের কতটা জল জানিস, ফুল দু গেলাস, আর ইয়া পুরু নারকেল। তোর মেজো মামার ক্ষমতায় কুলোবে, পারবে তোকে কেরালার ডাব

www.BanglaBook.org

খাওয়াতে? ওই তো বাগানের ছিরি, ক'টা দোপাটি, কলা ফুলের ঝাড়।
'প্রফুল্ল'—বড় মামা হাঁক ছাড়লেন। প্রফুল্ল কোদাল ফেলে, মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে এল, 'শোন, শিগ্‌গির মোল্লার হাটে যা, দু কেজি ফাস্ ক্লাশ মাংস নিয়ে আয়, আর আনবি দই। জানিস কে এসেছে, হামারা ভাগনে।' প্রফুল্ল দৌড়োলো হুকুম তামিল করতে। বড় মামার এক মুখ হাসি, 'এখান থেকে যখন ফিরে যাবি, তোর ওজোন চার কেজি বাড়িয়ে তবে ছাড়বো। তোকে মাল্‌টি ভিটামিন খাওয়াবো, ফেরাডল খাওয়াবো, বোতলে ভরা নেবুর রস খাওয়াবো, দুধটা এবার খাওয়াতে পারবো না, গরুগুলো খুব শয়তানি করছে।' তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'মেজোটার নজর লেগে দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তার বদলে তোকে মোল্লার চকের দই খাওয়াবো।'

রতনের দাঁতে ছুরি কোমরে দড়ি বাঁধা, হনুমানের লেজের মতো ঝুলে এসেছে। কাঁদি কাঁদি সবুজ ডাব দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

মেজো মামার যে কেন ঠিক এই সময়ে বাগানে আসার দরকার পড়ে গেল কে জানে। মেজো মামার আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। বিশেষত বড় মামার ব্যাপারে। দোপাটি গাছের চারায় বাঁশের কঞ্চির গোঁজ দিতে দিতে কাকে উদ্দেশ করে বললেন বোঝা গেল না, 'এরা সব দেশের শত্রু, কচি কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালার কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালায় কচি ডাব পাড়া সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুনো হলে নারকেল হয়, ছোবড়া হয়। দেশের কাজে লাগে। তা না, বাবুরা ডাবের জল খাবেন। ডাবের জলে কি আছে। ঘোড়ার ডিম আছে!'

বড় মামা বেশ বড় করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'বুনো ফুলগাছ করেছিস, তাই নিয়ে থাক। ডাব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ডাব আমি বুঝবো।'

'তোমার ডাব মানে? গাছ আমাদের সকলের। জানো, তুমি কি অনিষ্ট করছ? দেশের কত বড় ক্ষতি করছ? নারকেল শুকিয়ে 'ফোপরা' হয়, সেই 'ফোপরা' থেকে নারকেল তেল হয়। নারকেল তেলের কিলো জানো?'

'যা যা, তোর ফোপরা আর তেলের নিকুচি করেছে। ডাবের জল খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়।' বড় মামা একটা কাঁদির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে

www.BanglaBook.org

বললেন। মেজো মামা বললেন, 'মাথা জোড়া যার টাক সে আর তেলের কি মর্ম বুঝবে! ছোবড়া থেকে কতরকম শিল্প হয় জানো? বিদেশে রপ্তানি করে কত টাকা রোজগার করা যায় জানো?'

'আমার জেনে দরকার নেই। আমাতে আর আমার ভাগ্নেতে মিলে গেলাস গেলাস জল খাবো, দুরমো নারকেল খাবো ফুলো ফুলো মুড়ি দিয়ে।'

মেজো মামা আগাছা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'তাই নাকি? বার করছি তোমাদের ডাব খাওয়া, আমি কোর্ট থেকে ইনজাংসান দেওয়াবো।'

'ইনজাংসান!' বড় মামা হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন, 'পাগলের পাগলামী বাড়িতে চলে বুঝেছিস্, কোর্টে চলে না। ঘাস ওপড়াচ্ছিস ওপড়া, অন্যের চরকায় তেল দিতে আসিস নি।'

রতনের উপর হুকুম হল, 'যা, সমস্ত ডাব তোলায় আমার ঘরে খাটের তলায় নারকোল পাতা বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে আয়। আর এখন থেকে বলে রাখছি তোর মেজোবাবু যদি কোন দিন বলে, রতন পেট-গরম হয়েছে রে, একটা ডাব কাট তো। সোজা বলে দিবি, বাজারে গিয়ে খেয়ে আসুন। গাছের ডাব একটাও দিবি না। আমাকে আইন দেখাতে এসেছে, কোর্ট দেখাতে এসেছে।'

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো কে জানে, হঠাৎ বড় মামার এক রোগী এসে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে নাকে ন্যাপথালিনের বল ঢুকিয়ে ফেলেছে। বড় মামা প্রথমে পাত্তা দিতে চান নি। 'ন্যাপথালিন, আরে ভালই তো, আস্তে আস্তে উড়ে যাবে, ভয়ের কি আছে।' ছেলের মা নাছোড়বান্দা, 'উড়ে যেতে যেতে ছেলের এদিকে প্রাণ যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।' 'হাতের কাছে ওসব রাখো কেন' বড় মামার ধমক। 'উপায় কি না রেখে। আমাদের যে ন্যাপথালিনের কারবার! সারা বাড়িতেই ছড়ানো।' বড় মামা বললেন, 'তাহলে বাড়িতে তো সব সময় একজন ডাক্তার রাখা উচিত, যেই বের করে দিয়ে আসবো পেছন ফিরতে না ফিরতেই তো আবার ঢোকাবে।' ছেলের মা করুণ গলায় বললেন, 'আর একবার ঢুকিয়েছিল, নাকে চিমটে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছিলুম, এবার আর বেরোচ্ছে না, আপনি একটু দয়া করুন, ছেলেটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বড় হলে তারপর আনবো।'

www.BanglaBook.org

পাড়ার কলে বড় মামা সিল্কের লুঙ্গির উপর একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেই বেরিয়ে পড়েন। রতন পাঞ্জাবি আর ডাক্তারি ব্যাগটা নামিয়ে আনলো। বাড়িরই সাইকেল রিক্শা রেডি ছিল। রহমতুল্লা চালায়। বড় মামা কলে বেরিয়ে গেলেন। বাগানে আমি একা। লাকিটা তখন শুঁকে শুঁকে আমাকে টেস্ট করছে, আমার স্বভাব কি রকম। শুনেছি কুকুররা নাকি শুঁকেই বলে দিতে পারে মানুষটা চোর না সাধু।

মেজো মামার আবার কুকুর দু চক্ষের বিষ। নিজের ফুলবাগান থেকে হেঁকে বললেন, 'এদিকে আয়।' 'একলা আসবি, ওই শয়তানটাকে আনবি না।' কুকুর যদি সঙ্গে সঙ্গে আসে আমার কি দোষ! মেজো মামা এক দাবড়ানি দিলেন, 'তোকেও এবার কুকুরে পেয়েছে!' 'আমি কি করবো? পেছনে পেছনে আসছে যে!' 'ঠিক আছে তুই ওইখান থেকেই শোন, তুই কার দলে?'

কি উত্তর দেব, বললুম, 'নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রও বলতে পারেন।'

'নিরপেক্ষ তো বড়র পেছন পেছন ঘুরছিস কেন?' একটু ভেবে বললুম, 'ঘোরাচ্ছেন তাই ঘুরছি।' মেজো মামা বললেন, 'ঘুরবি না, চুপ করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে।' এমন জানলে কে আসতো মামার বাড়িতে! দরকার নেই বেশি, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন দলে যাই। মাসীর কাছে যে ভিড়বো তারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্রসংগীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাঝে মাঝে সময় পেলেই খরগোসে লাথি। লাথি মারার মত খরগোসের অভাব বড় মামা রাখেননি।

সকালের খাওয়া যেমন গুরুপাক হল, রাতের খাওয়াও কিছু কমতি হল না। দুপুরে আবার গোটা দুই ডাবের জল! সব মিলিয়ে টইটম্বুর ভরা নদীর মত অবস্থা। রাতের খাবার পর একটা বিশাল দাঁড়ানো টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে মেজো মামা মোটা একটা দর্শনের বইয়ে ডুবে গেলেন। সংসারে তখন কে কার! দুবার পাশে ঘুর ঘুর করলুম, মনে হল মেজো মামা যেন চেনেনই না। দিশি কাপড়ের কোঁচার খুঁট কারপেটে লুটোচ্ছে। বড় মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটা সোফার তলায় শরীর ঢুকিয়ে কোঁচার খুঁট চিবোচ্ছে। মেজো

www.BanglaBook.org

মামাকে বললুম। গ্রাহ্যই করলেন না। শেষে বললেন, যা বললেন তার মানেও বুঝলুম না, সংসারে কিছুই চিরকাল থাকে না। শরীরটাই যখন চলে যাবে তখন তুচ্ছ কোঁচার খুঁট। আবার সকালেই চায়ের টেবিলে মেজো মামার অন্য রূপ দেখবো। কাঁধে ঝাড়ন। এটা ঝাড়ছেন ওটা ঝাড়ছেন। তখন এই চিবানো কাপড় নিয়ে বড় মামার সঙ্গে ধুম লেগে যাবে। মাসীকে হুকুম হবে আজই খরগোসের রোষ্ট বানা।

রাত ১১টা নাগাদ বড় মামা বললেন, 'চল এবার শোয়া যাক। আমি একটা সোফার উপর ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঘুম চোখেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিন তলায় উঠে এলুম। পিছন পিছন লাকি। বড় মামার হাতে পাঁচ শেলের একটা টর্চ। বড় মামার ঘরটা বেশ বড়ই। বিশাল একটা খাট। খাটের তলায় ডাবের গোডাউন। চারিদিকে বড় বড় জানালা। দুটো জানালা ছাদের দিকে। সারা ছাদ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। পিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলেন। 'বন্ধ করছেন?'

'তোর তো আবার সর্দির ধাত।' বড় মামার উত্তরে অবাক হয়ে গেলুম, 'কে বললে আমার সর্দির ধাত?' বড় মামা বললেন, 'আমি জানি। জানিস আমি ডাক্তার।' তা জানি কিন্তু আমার সর্দিকাশি বহু বছর হয়নি। আমি একটু প্রতিবাদ করে ফেললুম। বড় মামা বললেন, 'দেখি তোর নখ।' অবাক হয়ে হাতের দশটা আঙুল টর্চের আলোর তলায় মেলে ধরলুম। 'এই দেখ', বড় মামা দেখালেন, 'দেখছিস নখের উপর সাদা ফুল। ক্যালসিয়ামের অভাব। সর্দি তোর হবেই, হতে বাধ্য। দাঁড়া, আমার গরুর দুধ হোক। দুধ খাইয়ে তোর সর্দি সারিয়ে দেবো।'

বিছানার উপর কেমন চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ছিল। জানালা বন্ধ করে বড় মামা চাঁদের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। 'কেমন চাঁদের আলো আসছিল সমুদ্রের জলের মত', আমি খুঁতখুঁত করে উঠলুম। 'চাঁদের আলো!' বড় মামা চমকে উঠলেন, 'চাঁদের আলো গায়ে লাগলে কি হয় জানিস!' কি হয় কে জানে! বড় মামার ব্যাখ্যা, 'চাঁদের আলো বেশি গায়ে লাগলে চর্মরোগ হয়।' তর্ক না করে শুয়ে পড়লুম। পাতলা মশারি নেমে এল।

www.BanglaBook.org

দুটো বালিশের মাঝখানে টর্চলাইট। লাকি চলে গেল ঘরের কোণে তার নিজের জায়গায়।

বড় মামার হাই উঠলো। 'ঘুমোলি নাকি'? 'না'। 'ভূতের ভয় আছে!' গা-টা একটু ছম ছম করে উঠলো। 'ভয় নেই, আমি আছি, টর্চ আছে।' 'ভূত আছে নাকি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম। 'থাকতে পারে, তাই তো ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলুম।' বড় মামার আর একটা হাই উঠলো। 'আজ তুই পাশে আছিস, ভূত এলে দুজনে লড়বো। অন্যদিন একলা থাকি তো, একটু ভয় ভয় করে। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ আর খাইনি।'

বড় মামার কথায় ঘুম চমকে গেল। টর্চটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম। ভূত তাড়াবার দাওয়াই। আমার ঘুম আসার আগেই, বড় মামার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। বেশ মিঠে ডাক। ফুড়ুত, ফুড়ুত, ফুড়্, ফুড়্, ফুড়ুত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নিজেই জানি না। হঠাৎ কোঁক করে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের উপর দুম করে এটা কি পড়ল! ভয়ে ভয়ে হাত দিলুম। বড় বড় লোম। কি এটা! ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যাবার জোগাড়। শেষে আবিষ্কার করলুম বড় মামার হাত। হাতটাই দমাস করে বুকে পড়েছে। হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলুম। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম কি আর আসতে চায়! ছাদে যেন একটা খড় খড় আওয়াজ হল। ক'টা বাজল কে জানে! চোখ চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি! হঠাৎ বড় মামার হাতটা উপরে উঠলো, এইবার পড়ছে, পড়ছে, উরে বাবা, আমার বুকের দিকে নেমে আসছে, তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে খাটের সীমানায় সরে গেলুম। হাতটা দুম্ করে পাশে পড়ল। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলুম। এরপরই দুম্ করে বড় মামা একটা পা ছুঁড়লেন। নেহাৎ সীমানার বাইরে ছিলুম। তা না হলে ফুটবল হয়ে যেতুম।

আড়ষ্ট হয়ে, সেই খাটের সীমানায়, বড় মামার হাত আর পায়ের ধাক্কা থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে আবার কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোনো এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপরে শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে

www.BanglaBook.org

ছুরির ফলার মত কি যেন ঘাড়ের কাছের নরম জায়গায় খোঁচা মারছে। ঘুম ভেঙে গেল। এ কি! আমি কোথায় শুয়ে আছি। মাথা উঁচু করতে গেলুম। উঃ! মাথা ঠুকে গেল! ঘরের ছাদটা মাথার এত কাছে নেমে এল কি করে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। আমি পড়ে আছি খাটের তলায়। ডাবের গাদার উপর। নারকেল পাতার খোঁচা লাগছে ঘাড়ের কাছে। বড় মামার বিশাল একটা পা মশারি ভেদ করে খাটের পাশে ঝুলছে। মানে, বেশ মোক্ষম লাথিই আমাকে খাট থেকে ডাবের গাদায় ফেলে দিয়েছে।

খাটে ওঠার আর চেষ্টা করলুম না। বড় বিপজ্জনক জায়গা। বড় মামার দুটো হাত আর পা'র মহড়া নেবার মত শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে কেরালার ডাবের উপর শুয়ে থাকাই ভাল। একটু অসমতল। তা আর কি করা যাবে। ভোর হতে আর কতই বা দেরী। বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার। মাথার উপর খাটের ছাদে বড় মামা সারা রাত অদৃশ্য শত্রুর সংগে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন। আমি তখন ছাদে হাওয়া খাচ্ছি।

হাড়ের নস্যির ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিতে নিতে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘুমালি বল, ফাসক্লাশ।' লাকি বেড়ে লেজটা দুবার নাচিয়ে দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২

বড় মামা সাইকেলের বল বেয়ারিং-এ তেল দিচ্ছিলেন। মেজো মামা রকে জলচৌকির উপর আয়না রেখে ছোট মত একটা কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন। আমি একটা বেতের মোড়ায় বসে বড় মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটার অপকর্ম দেখছিলাম। সেটা একটা জুতো পরিষ্কার করার বুরুশ কুড় কুড় করে খাচ্ছিল। ভেবেছিলাম সরিয়ে নেবো। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হবে না। এ বাড়ির পশুদের স্বাধীনতায় বাধা দেবার মত ডিকটেটার যখন কেউ নেই, আমি তো একটা নেহাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।

তেল দেওয়া শেষ। বড় মামা চাকা দুটোকে বাঁই বাঁই করে বারকতক ঘুরিয়ে সাইকেলটাকে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রাখলেন। তেল দেবার কেলে ডিবাটাকে পাঁচিলের ফোকরে রাখতে রাখতে বললেন—'সাইকেল চাপবে সব ব্যাটা, তেল দিয়ে মরবে সুধাংশু ব্যাটা। কেন? কেন শুনি!' বুঝলাম কথাটা বলা হচ্ছে মেজো মামাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। মেজো মামার হাতের কাঁচির কুটকুট শব্দ থেমে গেছে। কানে দুটো খাড়া খাড়া। কাঁচিটা চৌকির উপর রেখে বললেন—'তেল ছাড়াই সাইকেল চলে। তেল দেওয়া যাদের অভ্যাস তারা কিছু না পেলে সাঁতি সকালে সাইকেলেই তেল দেবে। মানুষের নেচার। নেচার তো আর পাল্টানো যাবে না।'

কিছুদূরে কলতলায় বড় মামা হাতে সাবান ঘষতে ঘষতে কথাটা শুনলেন। শুনে সাবান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'গোঁফ ছাঁটচিস ছাঁট। সুধাংশু মুকুজ্জের চরকায় তেল দিতে আসিস নি। সুধাংশু মুকুজ্জে কবে কাকে তেল দিয়েছে রে! আই অ্যাম এ সেলফ্‌মেড ম্যান।'

মেজোমামা কাঁচিটা হাতে তুলে নিলেন। ফুঁ দিয়ে কুঁচো ওড়াতে ওড়াতে বললেন—'মিথ্যে বল না। এইমাত্র সাইকেলে তেল দিচ্ছিলে। বরং বলতে পার আমি একটা লোক যে কাউকে তেল দেয় না, এমন কি সাইকেলেও নয়।'

মেজো মামার কথার কেরামতির সামনে বড় মামা প্রায়ই একটু অপ্রতিভ মত হয়ে পড়েন। ঠিক পেরে ওঠেন না। আজও তাই হলো। সত্যই তো তেল দিচ্ছিলেন সাইকেলে। এই মাত্র, একটু আগে। নিজেই মেজোকে

www.BanglaBook.org

শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—'তেলের ব্যাপারটা তাঁরই।' বড় মামা কলের তলায় হাত পেতে চারদিকে ছেলেমানুষের মত খানিক জল ছিটোলেন তারপর তারে-ঝোলা তোয়ালের এক কোণে হাত মুছতে মুছতে দেরিতে হলেও জবাবটা যেন খুঁজে পেলেন: 'তুইও একটি জায়গায় তেল দিস এবং ভাল করেই দিস।'

মেজো মামার হাতের কাঁচি আবার থেমে গেল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—

'আমি! আই নেভার টাচ অয়েল।'

'হ্যাঁ, তুমি।' বড় মামা গলাটা একটু বিকৃত করে বললেন, 'তুমি রোজ সকালে চানের আগে তোমার নাইকুণ্ডুলে আধবাটি তেল ঢাল। সকলে জানে। জিজ্ঞেস করে দেখ তুমি সকলকে।'

'সে তো নিজের শরীরে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। এ তেল কি সে তেল নাকি। অয়েলিং মাই ওন মেশিন।' —'ওই হল রে। নিজেকে নিজে যারা তেল দেয় তারা ভয়ঙ্কর লোক। ভয়াল, ভয়ংকর অজগর সর্প।' বড় মামা মুখটাকে হাঁ মত করে হাত-পা নেড়ে মেজো মামার ভয়ঙ্কর চরিত্রটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার বড় মামার নজর পড়ল আমার দিকে। মোড়ার উপর পা গুটিয়ে বসে বসে মজা দেখছিলাম। খরগোসটা জুতো-ঝাড়া বুরুশটাকে টানতে টানতে প্রায় পায়ের কাছে এনে তিনের চার অংশই মেরে দিয়েছে। গোঁফের সঙ্গে বুরুশের চুল জড়িয়ে আছে।

'তুই এখানে বসে বসে চোরের মতো কি করছিস? তোকে আমি সেই সকাল থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি।'

'আমি তো সারা সকাল এখানেই বসে আছি। দেখতে পান নি।'

'দেখার কি উপায় আছে। অতবড় একটা পর্বতের আড়ালে বসে আছিস। তিন ঘণ্টা ধরে শুধু গোঁফই ছেঁটে যাচ্ছে। গোঁফের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

মেজো মামা হাঁটু খুলে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে একটু টাল খেয়ে পড়ে যাবার মত হলেন। অনেকক্ষণ পা মুড়ে বসে থাকার জন্যেই বোধ হয়। সেই টাল খাওয়া অবস্থাতেই মেজো মামা বললেন, 'তুমি গোঁফের মর্ম কি বুঝবে

www.BanglaBook.org

বল? তোমার তো সব চাঁছা ছোলা—প্লেন। পুরুষের মত পুরুষ যারা তাদের সব ইয়া ইয়া গোঁফ। গোবর, গামা, বড়ে গোলাম আলি, আখতার সিং, অবতার সিং, স্বর্ণ সিং। তুমি সুধাংশু মুখুজ্জে, তোমার না আছে গোঁফ, না আছে দাড়ি।' মেজো মামা বেকায়দা অবস্থা থেকে কথা বলতে বলতে সটান উঠে দাঁড়ালেন, এক হাতে আয়না অন্য হাতে কাঁচি। এতক্ষণ আমার উপর নজর পড়েনি, এইবার পড়ল।

'তুইও আমার মত গোঁফ রাখবি! গোঁফ না রাখলে পুরুষ মানুষকে মেনি বেড়ালের মতো দেখায়।'

বড় মামা জুতো পরছিলেন। এক পায়ে জুতো, অন্য পা রকের কোনায় ঘষে ঘষে ধুলো ঝাড়ছিলেন। মেজো মামার মন্তব্যে উত্তর না দিয়ে পারলেন না' 'ডাক্তারদের তোর মত গুঁপো হলে চলে না বুঝেছিস। আমার মুখ দেখে রোগীদের আদ্দেক অসুখ সেরে যায়। আমার মুখখানা দেখেছিস! অনেকটা যিশুর মত! এ মুখ দেখলে মানুষ ভরসা পায়, তোর মুখ দেখলে ভিরমি যায়।'

মেজো মামা একটা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, তারপর একখানা সংস্কৃত ছাড়লেন—'অমৃতং বাল ভাষিতং।' দুম্ দুম্ করে এগিয়ে গেলেন কলের দিকে, যাবার সময় একহাতে দিয়ে তার থেকে তোয়ালেটা টেনে নিলেন। গোটা কয়েক হ্যাঙার ঝুলছিল। পাকা আমের মত টপাটপ পড়ে গেল। বড় মামার কুকুর লাকি এক পাশে মৌজ করে শুয়েছিল। একটা পড়ল তার ঘাড়ে। সে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। খরগোসটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল।

জুতো পরা শেষ। বড় মামা বললেন—'চল।' তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলুম। 'কোথায় যাবেন?'

'চল চল। কলে যাবো। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবি তো?'

'কেন পারবো না?'

মেজো মামা মুখে জল থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, 'কেন ছেলেটাকে খানায় ফেলবে। তোমার তো ব্যালেন্স নেই। বেশ বসে আছে চুপচাপ। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে।'

বড় মামা আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন—'যাবি না তুই?'

www.BanglaBook.org

মহা বিপদে পড়লাম। কার কথা শুনি। আমি কিছু বলার আগেই মেজো মামা বললেন, 'না না, তোমার সঙ্গে ও কোথায় যাবে? ওর জীবনের দাম আছে।'

বড় মামা গম্ভীর গলায় বললেন—'উত্তরটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনতে চাই। নট ফ্রম এনি থার্ড পার্সন।' বড় মামা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আশু ময়রার বাড়িতে কল আছে। এই বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবে। একলা আর কত খাবো। তুই তবু কাছে থাকলে খাওয়ার ব্যাপারে একটু হেল্প্ করতে পারবি। চল, উঠে পড়। রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

মোল্লার চকে আশু ময়রার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। লোভ সমালানো মুশকিল। উঠে পড়তে হল। মেজো মামা বললেন, 'ডাক্তার আমি অনেক দেখেছি, তবে পেটুক ডাক্তার বড় একটা দেখা যায় না। সেদিক থেকে তুমি অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু। ডাক্তার না হয়ে বামুন হওয়াই উচিত ছিল।'

'ডিসপেপসিয়ায় সারা জীবন ভুগলে সুস্থ মানুষকে পেটুক বলেই মনে হবে। তোর দোষ নেই রে, তোর ডাক্তার দোষ। সারা জীবন ঘুমিয়েই কাটালি। একটু ব্যায়াম করলি না। বদ হজমে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আর পাগলে? পাগলে কিনা বলে। বাকিটা তুই বল?' বড় মামা আমার ডান কানটা একটু মুচড়ে দিলেন।

ছাগলে কিনা খায়—বলে পাদ-পূরণের সাহস হল না। মেজো মামাকে ছাগল বলাটা খুব গর্হিত কাজ এই বুদ্ধিটা অন্তত আমার আছে। বড় মামা ইতিমধ্যে সাইকেলটাকে হাঁটাতে হাঁটাতে বাড়ির বাইরে বাগানে গিয়ে পড়েছেন। সামনের রডে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগ। গলার দুপাশে বুকের উপর ঝুলছে বুক-দেখা যন্ত্র। লম্বা চওড়া ফরসা চেহারা। মুখে সব সময় একটা হাসি লেগেই আছে।

বড় মামা পকেট থেকে কাগজে মোড়া দুটো পিপারমিন্ট লজেন্স্ বের করলেন। একটা আমাকে দিলেন। মোড়ক খুলে অন্যটা নিজের মুখে ফেলে দিলেন, 'বুঝলি, সব সময় নিজেকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত রাখবি। একদম আইড্ল্ থাকবি না। যখন কোন কাজ নেই তখন লজেন্স্ খাবি। নে উঠে বস। দুপাশে পা ঝুলিয়ে দে আর কেরিয়ারের সামনের

www.BanglaBook.org

সিটের পিছনের এই প্যাঁচানো লোহার গোলটা শক্ত করে ধরে ব্যালেন্স্ রেখে বস। ছটফট করবি না। বারে বারে ঘাড় ঘোরাবি না।'

বড় মামার সাইকেল চলল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। ঝাঁকুনিতে হ্যাণ্ডেলের বেলটা টিন টিন শব্দ করছে। মাঝে মাঝে সাইকেলটা লগবগ করে উঠছে। বড় মামা বলছেন, 'ভয় পাবি না একদম।' দূরে রাস্তা জুড়ে একটা গরুর গাড়ি আসছে। দুপাশে বিশাল নর্দমা। আমি একটু মিনমিনে গলায় বললুম, 'বড় মামা নর্দমা।' বড় মামা বললেন, স্টেডি থাক, দেখ-না নর্দমার পাশ দিয়ে কায়দা করে সুট্ করে বেরিয়ে যাবো। তুই বরং চোখ বুজে থাক।'

চোখ বুজিয়েই মেজো মামার কথা মনে পড়ে গেল—'কেন ছেলেটাকে মারবে।' বড় মামা বললেন, 'পা দুটোকে ছড়াসনি, গরুর গাড়ির চাকায় ঘষে যাবে, ক্লোজ করে রাখ।' পাশ দিয়ে হাওয়ার মত কি একটা বেরিয়ে গেল। চোখ বুজলাম। গরুর গাড়ি পেরিয়ে এসেছি। সামনে ফাঁকা রাস্তা সটান বেরিয়ে গেছে। বড় মামা সাইকেলে স্পিড দিলেন। বললেন, 'দেখলি তো, একে বলে সাইকেল চালানো। আমিও চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। আমার ঠাকুমা শিখিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আপনি চোখ বুজিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ রে। তা না হলে তো খানায় পড়ে যেতুম। ঠাকুরমার শিক্ষা আজো ভুলিনি।'

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সাইকেলের পিছনে বসে রইলুম। ঠাকুমা কি মারাত্মক শিক্ষা বড় মামাকে দিয়েছিলেন! বড় মামা এখন গুন গুন করে গান গাইছেন, 'কি রে ঘুমোলি নাকি?'

'সাইকেলে বসে কেউ ঘুমোয় নাকি?'

বড় মামা হাসলেন, 'আমি তখন তোর মত ছোটো। বাবার সাইকেলের পেছনে বসে তুই যেমন চলেছিস আমিও চলেছি বাবার সঙ্গে করে। সময়টা কেবল তফাৎ। সকাল নয় রাত্রি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হাত আলগা হয়ে ধপাস! ওদিকে বাবাও চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। টের পাননি আমি পড়ে গেছি। বাবার আবার ভীষণ ভুলো মন। রুগীর বাড়ি গিয়ে খেয়ালই হয়নি যে আমি সঙ্গে ছিলুম। রুগীটুগি দেখে ঘুর পথে বাবা বাড়ী

www.BanglaBook.org

চলে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন - 'ন্যাড়াকে কোথায় রেখে এলে?' বাবা তখন খেতে বসতে যাচ্ছেন। লাফিয়ে উঠলেন —'তাই তো?'

ঝগড়া করতে করতে দুটো কুকুর সাইকেলের সামনে চলে এসেছে। বড় মামা কায়দা করে কাটাতে গেলেন। ভীতু কুকুরটা পালাল। মোটা কেলে কুকুরটা সামনের চাকায় এসে পড়ল। তারপর কি হ'ল বোঝা গেল না, কুকুরটার একটা পা জড়িয়ে গেল স্পোকের সঙ্গে। বড় মামা, আমি এবং কুকুর তিন জনেই ডিগবাজী খেয়ে রাস্তার ধারের ঘাসের উপর পড়ে গেলুম। সাইকেলটা ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়েই বড় মামা বললেন—'আমার দোষ নেই। দেখলি তো কেলে ব্যাটা চাকায় জড়িয়ে গেছে। তুই বলতে পারবি না যে আমি ফেলে দিয়েছি।' বড় মামা প্রথমে উঠলেন ধুলোটুলো ঝেড়ে। আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। সাইকেলের চাকায় পা জড়ানো অবস্থায় কুকুরটা তখন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে চলেছে।

রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে বড় মামা কুকুরটার অবস্থা ভাল করে দেখলেন। আমি বড় মামার চেয়ে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ডান পা'টা চাকার স্পোকে পাকিয়ে গেছে, 'বড় মামা?'

'বল?'

'দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ তো ছাড়ানো যাবে না। ছাড়াতে গেলেই কামড়ে দেবে।'

'হুঁ, বলেছিস ঠিক। এ রকম ঘটনা আগে কখনো দেখেছিস?'

'না বড় মামা। এ জিনিস দেখা যায় না। পা'টা বোধ হয় অ্যামপুট করতে হবে।'

বড় মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, 'কি যে বলিস? ডাক্তার হয়েছি কি করতে? দেখছিস কুকুরটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে?'

'তুমি ওর চিৎকারটা বন্ধ করতে পার?'

বড় মামা উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে আবার দুটো লজেন্স বেরোলো। একটা আমার। একটা বড় মামার। লজেন্সটা চুষতে চুষতে বড় মামা বললেন—'আমার কেরামতিটা একবার দেখ।'

www.BanglaBook.org

'হাত দেবেন নাকি ?'

'দোবো, তবে একটু পরে।'

সাইকেল থেকে ডাক্তারি ব্যাগটা খুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে বেরোলো ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ, ওষুধের অ্যাম্পুল। শুনেছি কুকুরে কামড়ালে পেটে ইঞ্জেকসান নিতে হয়। ভাবলুম, বড় মামা বোধ হয় আগেই নিজের পেটে ছুঁচ ঢুকিয়ে তারপর কুকুরটাকে ধরবেন। কারণ ধরা মাত্রই কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে দেবে।

না। বড় মামা করলেন কি, কুকুরটার পাছায় পুট্ করে ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন।

'কি লাগালুম বল তো ? মরফিয়া, কুকুরটা ঘুমিয়ে পড়বে দেখবি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটা লটকে পড়ল। বড় মামা আস্তে আস্তে পা-টা বের করে আনলেন। শোচনীয় অবস্থা। পা-টা পেঁচিয়ে গেছে।

'একটা গাছের ডাল ভেঙে আনতে পারিস ?'

দূরে একটা বেড়ার ধারে জিংলা গাছ হয়েছিল। একটা ডাল তৎক্ষণাৎ ভেঙে নিয়ে এলুম। বড় মামার ব্যাগ থেকে চওড়া ব্যাণ্ডেজ বেরোলো। ডাল দিয়ে টাইট করে কুকুরটার পা ব্যাণ্ডেজ করা হল।

'নে, ধর।'

চ্যাংদোলা করে একটা ঝোপের ধারে কুকুরটাকে শুইয়ে দেওয়া হল। কখন জ্ঞান হবে কে জানে। বড় মামা বললেন—'চড়া ডোজ দিয়েছি। বিকেলের আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গিয়েছিল। সামনের চাকার উপর ঘোড়ার মত বসে দু'হাত দিয়ে বড় মামা হ্যাণ্ডেলটা ঠিকঠাক করলেন। সাদা প্যাণ্টে খাবলা খাবলা ধুলো। বড় মামাকে তখন ডাক্তার নয়, মিস্ত্রীর মত দেখাচ্ছিল।

'বিকেলে আবার কুকুরটাকে দেখে যেতে হবে। জায়গাটা মনে রাখিস। কালভার্টের ধারে ভাঁট ফুলের ঝোপ।'

সাইকেলে উঠতে উঠতে বড় মামা বললেন—'ইস, ভীষণ দেরি হয়ে গেল রে, আমার রুগী বোধ হয় এতক্ষণে টেঁসে গেল।'

www.BanglaBook.org

বড় মামার সাইকেল এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হুড়মুড় করে চলল। আমি ভয়ে সিঁটকে বসে রইলুম। একবার আছাড় খেয়েছি, আর একবার খেতে কতক্ষণ! হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে, বেশ জ্বালা করছে। ঘাড়টা মটকে গিয়ে ভীষণ ব্যথা করছে।

'তোর কোথাও লেগেছে নাকি রে?'

হাসি হাসি গলা করে বললুম—'না বড় মামা। খুব একটা লাগেনি।'

'লাগবে কি করে বল, আমরা তো আস্তে আস্তে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লুম, তাই না? মেজোকে কিন্তু একটা কথাও বলবি না। বললে হৈ হৈ করে বাড়ি মাথায় করবে।'

একটা লাল রকওলা বড় বাড়ির সামনে বড় মামা সাইকেল থেকে নামলেন। মার্বেল পাথরের ফলকে লেখা, 'পক্ষী লজ'। রকের পাশে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে আমের আঁটি চুষছিল বড় মামাকে দেখে, 'ডেক্তার এসেছে, ডেক্তার এসেছে'—বলে বাড়ির ভেতর দৌড়োল। বড় মামা সাইকেলটা ঢোকাচ্ছেন, বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মিশকালো বিশাল মোটা এক ভদ্রলোক। বেঁটে, মাথার চুল কাঁচাপাকা, পালোয়ানের মত ছাঁটা। পাকা পুরুষ্টু দু'জোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপর কাঠবিড়ালীর ল্যাজের মত বসে আছে। পরনে লুঙ্গি গামছা, গায়ে একটা হলদেটে রঙের টাইট ফতুয়া। ভুঁড়িটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। খালি পা।

'এস এস, ডাক্তার এস,' গরিলার থাবার মত দুটো হাত তুলে বড় মামাকে সাইকেল সুদ্ধ প্রায় জড়িয়ে ধরেন আর কি! বড় মামা কোনো রকমে রক্ষে পেলেও আমি পেলুম না।

'খোকাটি কে?' যেই বড় মামা বললেন, 'ভাগ্নে', ভদ্রলোক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জমি থেকে ফুটখানেক উপরে তুলে দুম করে ছেড়ে দিলেন। 'কোনো ওজন নেই ডাক্তারবাবু। একেবারে দুবলা। খায়-টায় না নাকি!'

সাইকেলটা উঠোনের কোণে দাঁড় করাতে করাতে বড় মামা বললেন, 'আর বলবেন না, আমাদের বংশের কলঙ্ক। খাচ্ছে দাচ্ছে, কোথায় যে সব যাচ্ছে। গায়ে কিছুই লাগছে না। ব্যাটার পেটে বোধ হয় ক্রিমির বংশ আছে। দাঁড়ান না, আমার পাল্লায় পড়েছে, ক্রিমির বংশ ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

'ক্রিমি।' আশুবাবু শব্দটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন তাঁর পায়ের কাছেই গোটা কতক ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'রোজ সকালে এক গেলাস করে নিমপাতার রস খাওয়ান না। আমার ছোট নাতিটার হয়েছিল। সারাদিন খাই খাই করত, এখন রোজ দশটার বেশি সন্দেশ খায় না।'

আশুবাবুর সারা গায়ে একটা টকটক ছানার জলের গন্ধ। ছানার জিনিস সুস্বাদু, কিন্তু গন্ধটা সহ্য করা শক্ত।

'কার অসুখ, আশুবাবু!' এবার ডাক্তারের মত গম্ভীর গলা বড় মামার!

আশুবাবু হাত কচলে অপরাধীর মত গলায় বললেন, 'আমার অসুখ।'

চলমান পাহাড়ের মত আশুবাবুর গামছা আর ফতুয়া পরা শরীরের দিকে বড় মামা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। আশুবাবু বড় মামার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন, ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করছেন না।

উঠোনের চারদিকে চওড়া লাল রক, চকচকে তেলা। একদিকে গোটাকতক দামী পুরু সোফা। আশুবাবু বড় মামা আর আমাকে নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন। বসতে বসতে বড় মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, হয়েছে কি?'

'মেয়েরা বলছে ভূতে ধরেছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে অন্য রকম। ওরা সব রোজাও এনেছিল। ওই ব্যাটা দক্ষিণ পাড়ার পরশুরাম। অনেক টাকার ধার খেয়ে রেখেছে আমার দোকান থেকে। সেই ঝালটাই আমার উপর রোজা সেজে ঝাড়ল। কি ঝাঁটাই যে পিটেছে আমার পিঠে, এই দেখ ডাক্তার।' আশুবাবু ছলছলে চোখে পিঠ খুলে বড় মামাকে দেখালেন। কালো কুচকুচে চওড়া পিঠে দাগড়া দাগড়া ঝাঁটার দাগ।

'ঝাঁটাটা নতুন ছিল, না পুরানো?' বড় মামার অন্য ধরনের প্রশ্ন।

'পুরোনো ঝাঁটা ডাক্তার। একেবারে মুড়ো খ্যাংরা। আমার নিজের পরিবার উঠোনের কোণ থেকে নিজ হাতে করে সেই শয়তানটার হাতে তুলে দিলে। এও এক প্রতিশোধ।'

পিছনে দরজার পাশে চুড়ির শব্দ হল প্রথমে, তারপর শোনা গেল একখানা গলার মত গলা। মনে হল, আট রকমের বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে আট রকমের সুরে বাজছে, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। প্রতিশোধের কি

www.BanglaBook.org

হয়েছে। আত্মায় ভর করল, ভালর জন্যে রোজা ধরে আনলুম। কথা দেখ! বলে যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

'শোনো ডাক্তার, তুমিই এর বিচার কর।'

আশুবাবু চোখের জল মুছে তেড়ে মেড়ে উঠলেন, 'তুমি তিথি করতে যাবার জন্যে টাকা চেয়েছিলে—হ্যাঁ কি না।' সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেল।

বড় মামা বিচারকের আসনে।

উত্তর এল দরজার পাশ থেকে—'হ্যাঁ'।

'আমি কি বলেছিলুম?'

'হাতে টেকা নেই, তিথি এখন মাথায় থাক। গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে জল ঢাল। তারপর গুন গুন গ্যান গেয়েছিলে—গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি ক্যাশী ক্যাঞ্চি কেবা চায়।'

'তুমি কি বলেছিলে?'

'কিপটে বুড়ো, মলে ট্যাকা কি সঙ্গে যাবে?'

'আর কি বলেছিলে?'

'আর কিছু বলিনি।'

'বল নি? মিথ্যেবাদী! এই নারায়ণের মাথায় হাত রেখে বল তো, আর কিছু বলিনি।' আশুবাবু সোফা থেকে আমাকে খামচে তুলে ধরে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন। অন্য সময় হলে রেগে যেতুম, যেহেতু নারায়ণ বলেছেন।

দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বলেছিলুম চোরের ধন বাটপাড়ে খায়!'

'আমি চোর!'—আশুবাবু সপ্তমে চিৎকার করে উঠলেন। বড় মামা চোখ বুজিয়ে ছিলেন। আচমকা চিৎকারে চমকে উঠলেন। হাত থেকে বুক-দেখা যন্ত্র ছিটকে পড়ল। বড় মামা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে বললেন —'বাস্, বাস্, নো মোর।'

বিচারকের গলায় ইংরেজী শুনে আশুবাবু শান্ত হলেন। আমি দরজার কাছে ভোঁদার মত দাঁড়িয়ে ছিলুম। বড় মামা ডাকলেন, 'চলে আয়।' বড় মামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারী ব্যাগ খুললেন। বেরোলো অ্যালুমিনিয়ামের

www.BanglaBook.org

চকচকে একটা কৌটো। আশুবাবু আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পান নাকি ডাক্তার, জর্দা দেওয়া ?'

বড় মামা খুব রেগে আছেন মনে হল, কোন উত্তর নেই।

কৌটো হাতে আবার সোফার উপর চেপে বসলেন। পান খাবার লোভে আশুবাবুর চোখ চকচক করছে।

'একটা দেবে নাকি ডাক্তার ?'

কৌটো খুলতে খুলতে বড় মামা বললেন, 'দেবার জন্যেই তো এসেছি।'

কৌটো থেকে পান বেরোলো না, বেরোলো ইঞ্জেক্সানের সিরিঞ্জ। আশুবাবু যে এত ভাল দৌড়তে পারেন জানা ছিল না। নিমেষে একটা কালো তাল উঠোনের ও মাথায় বাথরুমের দিকে গড়িয়ে গেল। দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। বড় মামা সিরিঞ্জের পেছনে ধীরে ধীরে পিস্টনটা পরালেন। মুখে একটা লম্বা ছুঁচ ফিট করে উঠে দাঁড়ালেন। বড় মামার চোখ দেখে মনে হল যেন বাঘ শিকারে যাচ্ছেন। দরজার দিকে মুখ করে বেশ ভারী গলায় আশুবাবুর পরিবারের উদ্দেশে বললেন, 'কথাটা শোনা আছে নিশ্চয়—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। ইঞ্জেকসানটা তাহলে আপনাকেই নিতে হচ্ছে। কত্তা তো ভয়ে বাথরুমে পালালেন।' বড় মামার কথা শেষ হবার আগেই দুটো মোটা হাত দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের গতিতে ছিটকিনি খুলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বড় মামা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'নাউ হোয়াট টু ডু ? সহজে ছাড়ছি না। ডাক্তার ডেকে ইয়ার্কি ! এক ইঞ্জেক্সানে ভূত ছাড়িয়ে দোবো।' বড় মামা বন্ধ বাথরুমের দরজার কাছে সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে গেলেন। আশুবাবু বাথরুমে বন্ধ। দরজায় একটা টোকা মেরে বড় মামা বললেন, 'কতক্ষণ বসে থাকবেন ? আমিও রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে. ইঞ্জেক্সান আপনাকে নিতেই হবে।'

'আমার কিছু হয়নি ডাক্তার। মিছিমিছি বলেছিলুম।'

'কি বলেছিলেন শুনি ?'

'ওই পরিবারকে জব্দ করার জন্যে। একমাস কথা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন ? তাই তো বলেছিলুম।'

'কি এমন বলেছিলেন যে রোজা ডাকতে হল ভূত ছাড়াবার জন্যে ?'

www.BanglaBook.org

'বলেছিলুম, রোজ রাতে ঘর অন্ধকার করে শুলেই কে যেন কানের কাছে বলে, আশু, আর কেন, তোর দিন তো শেষ হয়ে এল রে! আর বলেছিলুম, কানের কাছে অষ্ট প্রহর কে যেন কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সব মিছে কথা ডাক্তার। ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিলুম।'

'সব বুজেছি, এখন দয়া করে বেরিয়ে আসুন, পিঠের যা অবস্থা, পাঁচলাখ পেনিসিলিন ঠুকে না দিলে বিষিয়ে মারা যাবেন!'

'ইঞ্জেকসান আমি নেবো না ডাক্তার, তোমার পায়ে পড়ি। ইঞ্জেকসানে আমার ভীষণ ভয়। আমার বাবা ওইতেই মারা গিয়েছিলেন।'

'তা বললে তো চলবে না। দেখেছি যখন আমায় ডাক্তারের কর্তব্য করতেই হবে।'

'তোমাকে আমি ডবল ফী দোবো ডাক্তার। একমাস বিন পয়সায় বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবো, যত পার।'

'ঘুষ আমি খাই না আশু দা।'

আশুবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, 'দয়া কর ডাক্তার। তোমার আর কি? তুমি আছ ফাঁকা হাওয়ায়, আমি এদিকে গরমে গন্ধে মারা যেতে বসেছি।'

'সেই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। বেরোনো মাত্রই ফ্যাঁস।'

আশুবাবুর আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বড় মামা আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। বাথরুমের ভেতর ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল।

'কি হল বল তো!'

'বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।'

'হার্ট ফেল করেনি তো!'

'দেখতে তো পাচ্ছি না বড় মামা, তবে ভয়ে অনেকে হার্টফেল করে।'

'সে কি রে? পুলিস কেস হয়ে যাবে যে! চল্ পালাই।' বড় মামা ছুটে সাইকেলের কাছে গেলেন। আমিও ছুটলুম পেছনে পেছনে।

বড় মামার সাইকেল ছুটেছে হাওয়ার বেগে। ঝড় ঝড় ঝড় ঝড় শব্দ

www.BanglaBook.org

করছে। ইটে পড়ে মাঝে মাঝে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছে। কোনো রকমে কেরিয়ারে ঝুলে আছি।

কিছু দূরে গিয়ে বললেন, 'কোথায় যাই বল তো! চল্ পালাই। একটু পরেই তো পুলিস আসবে। তার পর অ্যারেষ্ট। ওরে বাবারে!' বাবারে বলা মাত্রই বড় মামা টাল সামলাতে না পেরে সাইকেল সুদ্ধ উল্টে পড়ে গেলেন। আমিও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লুম।

ধুলোর উপর শুয়ে শুয়েই বড় মামা বললেন, 'চল থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি। তুই আমার সাক্ষী। উল্টোপাল্টা কিছু বলবি না। আমি যা বলবো তাইতেই সায় দিয়ে যাবি। বেধড়ক মারলেও অন্য কিছু বলবি না।'

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল, গলা ছেড়ে মেজ মামা-আ বলে চিৎকার করি।

থানা অফিসার টেবিলে মোটা রুল-কাঠ ঠুকতে ঠুকতে বড় মামার বক্তব্য শুনলেন। কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে আগা-গোড়া নিজেই একবার বলে গেলেন—'আশু ময়রা বাথরুমে ঢুকেছে। বেশ, ঢুকলো। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ছুটে গেল কেন? ও বুজেছি। ভীষণ বেগ এসেছিল। আসতেই পারে, আমারও আসে, সকলেরই আসে। ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনলেন? ভারী, ভারী।' ভারীর জায়গাটায় এসে অফিসার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তা দেখে আমরাও কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

হঠাৎ অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, 'বুজেছি। বেগ যখন প্রবল তখন শব্দও তো ভারী হবে। দুই আর দুয়ে চার। সেই শব্দ শুনে ব্যাগ-ট্যাগ ফেলে আপনি দৌড়ে চলে এলেন থানায়। কেন এলেন?'

বড় মামা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আশুবাবু ইজ ডেড।'

'ডেড! অফিসার হো হো করে হেসে উঠলেন, 'বাথরুমে আশু ডেড! বেশ ডেড। ধরে নিলুম ডেড। এতে আশুর অপরাধটা কোথায়? অ্যারেষ্ট করার মত অপরাধটা সে কি করেছে? আমি তো মশাই কিছুই বুজছি না। এতে পুলিশ আসে কোথা থেকে?'

www.BanglaBook.org

বড় মামা বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ কোনো তরফেই কোনো কথা নেই। শেষে অফিসার হাসি হাসি মুখে বললেন, 'পাবেন না, কিচ্ছু খুঁজে পাবেন না। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের কোথাও লেখা নেই—বাথরুমে ছুটে যাওয়া অপরাধ, কিম্বা, শব্দ করে মল ত্যাগ করা অপরাধ। ইনডিসেন্ট বলতে পারেন। তাই বা বলি কি করে। নেচারস্ কল।' অফিসার উঠতে যাচ্ছিলেন, বড়মামা বললেন, 'আর একটু। আর একটা কথা।' অফিসার বসে পড়লেন. 'বলুন। তবে যা-ই বলুন, যে ভাবেই বলুন, কোর্টে প্রমাণ করতে পারবেন না। আশুকে জব্দ করতে চান, অন্যভাবে করুন, বাথরুম থেকে কায়দা করে বের করে এনে রাস্তায় করান, পাঁচ আইনে ফেলে দোবো।'

বড় মামা বললেন. 'সে কথা নয়। ধরুন, কেউ এসে বলল, আশুবাবুকে আমি মেরে ফেলেছি। তা হলে?'

অফিসার রুল নাড়া বন্ধ করলেন—'সে তো মশাই সাঙ্ঘাতিক কথা! না, দাঁড়ান, হঠাৎ লোকে এমন কথা বলবে কেন? আর বললেই বা আমি বিশ্বাস করব কেন? আমরা কি কান-পাতলা লোক?'

'না, ধরুন যদি বলে?'

'বললেই হল! আচ্ছা, যদি বলল। তখন আমরা ইনভেসটিগেশানে যাব। দেখবো কি ভাবে খুন করেছেন। পোষ্ট-মর্টেমে পাঠাবো। ফরেনসিক রিপোর্ট আসবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট নেবো। সেই প্রিন্টের সঙ্গে আপনার হাতের প্রিন্ট মেলাবো। মার্ডারের জায়গায় দেখবো খুনী কিছু ফেলে গেছে কিনা! মার্ডার কি মশাই ছেলেখেলা নাকি! অনেক জল ঘোলা করে তবে খুন হয়। অত সোজা নয় মশাই। ও সব আপনার কম্ম নয়। ভুলে যান ওসব।' কথা শেষ করে অফিসার একটা হাঁক ছাড়লেন, 'রাম খেলোয়ান!' দূর থেকে উত্তর এল, 'যাই হুজুর।'

'টিফিন কেরিয়ার লে আও, আমি ফ্রাঙ্কলি বলছি মশাই, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, খেতে বসব, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

বড় মামা অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠে দাঁড়ালেন—'একটা কথা।'

'একটা একটা করে অনেক কথা সেই থেকে বলে গেলেন, আর একটাও কথা নয়।'

www.BanglaBook.org

'না না, কথা নয়। একটা পারমিশান। আমরা এই থানার কাছে ঘুরে বেড়াতে পারি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরুন না, যত খুশি ঘুরুন। কত চোর ছ্যাচোড় ঘুরছে, আপনারা তো সৎ নাগরিক।'

আমরা দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। কিছু দূরেই একটা বটতলা। বটতলায় এসে আমরা পাশাপাশি বসলুম। পাশে সাইকেলটাকে দাঁড় করানো রইল। বড় মামা আমার কানে কানে বললেন, 'কোনো আশা নেই রে। নির্ঘাত প্রমাণ হয়ে যাবে। আমার ব্যাগটা আশুর বাড়িতে ফেলে এসেছি।' আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমারও চটি দুপাটি ফেলে এসেছি।

'বড় মামা, এখানে বসে থেকে কি হবে?'

'তুই বুঝছিস না। যে কোনো মুহূর্তে আশুর বাড়ির লোক থানায় এসে যেতে পারে। এলেই আমি অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। এতে সাজা অনেক কমে যাবে।' বটতলায় বসে বসে দেখছি, লোকজন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি বেরোচ্ছে ঢুকছে। সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। বড় মামার পকেটে লজেন্সও আর নেই। সূর্য ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ল। বটের ডালে ডালে পাখিদের কিচির-মিচিরও থেমে গেল।

'বড় মামা, আর কতক্ষণ?'

'আর একটু দেখি রে! বলা যায় না। প্রথমে দরজা ভেঙে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তারপর ওই পিঠে ঝাঁটার দাগ! দেখবি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে। সাংঘাতিক জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। একটা দিন একটু কষ্ট কর না আমার জন্যে। আমি ওই গারদে ঢুকলেই তুই চলে যাবি। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় কোর্টে।'

থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। আমি বোধহয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বড় মামা বোধহয় ঢুলতে ঢুলতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। পেটা ঘড়ির কানফাটানো শব্দ আর মেজো মামার ডাক ও ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসলুম। প্রথমে ঘুম-চোখে বুঝতেই পারছিলুম না কোথায় আছি। বড় মামা ভেবেছেন ভোর হয়েছে, শুয়ে শুয়েই চোখ না খুলে বললেন—'রেখে যা।'

'কি রেখে যাবো?'

www.BanglaBook.org

'তুই চা নিয়ে এলি কেন? কষ্ট করে তোকে আবার কে আনতে বললে?'

'চা নয়, চা নয়, উঠে বোসো।' মেজো মামা ধাক্কা মারলেন।

বড় মামা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'সারেণ্ডার।' মেজো মামার কাছে সারেণ্ডার করায় মেজো মামা খুব খুশী হলেন। আমি তো জানি ব্যাপারটা কি?

মেজ মামা বললেন, 'সারেণ্ডার করে ভালই করলে; কিন্তু তোমার আক্কেলটা কি? বটতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ, এদিকে আমরা ভেবে মরি। আশু ময়রা সেই দুপুরবেলাই লোক দিয়ে তোমার বাগ ফী'র টাকা, এক চ্যাঙারি ইয়া বড় বড় সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। লোকটি বললে, ডাক্তার-বাবুর বড় বাইরে পেয়েছে বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। তোর চটি দুপাটিও দিয়ে গেছে। কি হয়েছিল তোমাদের? থানায় ডায়েরী করতে এসেছিলুম, অফিসার বললেন, খুঁজে নিন কাছাকাছিই আছেন, বড়টির মাথাটা গেছে, ছোটোটাকে বোবা বলেই মনে হল।'

বড় মামা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আশু বেঁচে আছে?'

বেঁচে আছে মানে? বহাল তবিয়তে আছে। আসার সময় দেখে এলুম গরম গরম রসগোল্লা ছাড়ছে। বেশি না, গোটা আষ্টেক খেলাম। বেশি মিষ্টি খাওয়া ভাল নয়। সকালে ওই সন্দেশ থেকে গোটা আষ্টেক খেয়ে ফেলেছি খাবো-না খাবো-না করে।'

বড় মামা করুণ চোখে তাকালেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে মেজো।'

'চল, বাড়ি চল, কিছু জোটে কিনা দেখি।'

বড় মামা জুতো খুলে রেখেছিলেন। দাঁড়াবার আগে পা গলাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার জুতো!' ঝুঁকে পড়ে আমরা সবাই দেখলুম, জুতো নেই, মিসিং! এর পরের লাফটা আরো বড়, 'আমার সাইকেল!' বটতলাটা গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করা হল, সাইকেলও নেই।

'বুঝেছি!' বড় মামা বললেন, আমরা না বুঝে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মেজ মামা বললেন, 'কি বুঝলে? উত্তর পাওয়া গেল না, বড় মামা হনহন করে থানায় গিয়ে ঢুকলেন। আমরা পেছনে পেছনে। অফিসার চেয়ারে একটা পা তুলে ভীষণ চিৎকার করে ফোনে কথা বলছিলেন—'দুটোর

www.BanglaBook.org

মাথা ঠুকে দে। পেটে গোটাকতক রুলের গোঁত্তা মার।' কথা আর শেষ হতেই চায় না। ফোন নামাতেই বড় মামা বললেন, 'আমার জুতো আর সাইকেলটা দিন স্যার, এইবার বাড়ি যাই।'

অফিসারের মুখের নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। জীবনে আমি কাউকে এমন অবাক হতে দেখিনি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তারপর বড়মামার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কালই ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। দয়া করে আমায় মুক্তি দিন। সকালে ছিল খুন, এখন জুতো আর সাইকেল। আমাদের সারাদিন বড্ড খাটতে হয়, সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।'

বড় মামা অফিসারের বিনয়ে একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না, ঠিক ইয়ারকি নয়, সাইকেল আর জুতোটা পাচ্ছি না। ঘুমোচ্ছিলুম তো, তাই ভাবলুম যদি তুলে রেখে থাকেন।'

'আমাদের কি দায় পড়েছে মশাই ধরে ধরে লোকের জিনিস তুলে রাখবো? কাল সকালে এসে খুঁজে নেবেন। আজ অন্ধকার তো।'

বড় মামা বললেন, 'তাই হবে।'

থানার বাইরে এসে বড় মামা বললেন, 'জুতোটা না হয় বুঝলুম ছোটো জিনিস। কুকুরেও নিতে পারে। কিন্তু সাইকেল একটা বড় জিনিস। সেটা কেন খুঁজে পাচ্ছি না? কাল ভোরে এসে দেখতে হবে।' উত্তরে মেজ মামা খুক্ খুক্ করে একটু কাশলেন।

বড় মামা খুব নিরীহের মত প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? কতদিন তোকে বারণ করেছি পুকুরে স্নান করিসনি। বড়দের কথা শুনবি না তো।'

মেজ মামা বললেন—'ঠাণ্ডা নয়। গলাটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। অনেক মিষ্টি খেলাম তো সারাদিনে।'

ছ'ফুট লম্বা বড় মামা আগে চলেছেন খালি পায়ে। আমরা পেছনে। মেজ মামা বললেন, 'নেবে নাকি আমার এক পাটি জুতো? তোমার ডান পায়ে কড়া, আমার বাঁ পায়ে। ভালই হয়েছে। ভাগাভাগি করে পরি।'

'দে তাই দে। বড্ড লাগছে।' বড় মামার করুণ গলা। দু'মামা ভাগাভাগি করে জুতো পরলেন। বড়র ডান পায়ে, মেজোর বাঁ পায়ে জুতো।

www.BanglaBook.org

'তোকে তখনই বলেছিলুম, বলিনি সকালে, বাড়িতে থাক, কথা শুনলি না। শুনে রাখ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মেজ মামার উপদেশ শেষ হওয়া মাত্র বড় মামা ফুঁসে উঠলেন, 'যাবার পথে আশুকে আমি দেখে নেবো।'

'থাক, খুব হয়েছে। একবার তো দেখেছ, এখন ক্ষান্তি দাও। সে বেচারা দোকান বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। যাই বল, আশু হল জাত শিল্পী। যেমন রসগোল্লার হাত, তেমনি সন্দেশে। আমাদের পেনেটি গ্রামের গর্ব। হাত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত।'

'রাখ রাখ।' বড় মামা অন্ধকার থেকে উত্তর দিলেন।

'সুধাংশু মুকুজ্জের নাম ক'টা লোক মনে রাখবে? আমাদের আশু ময়রা অমর।'

মনে হল, বড় মামার চলার গতি বেড়ে গেল। এক পায়ে জুতো, এক পা খালি। হাঁটাটা তাই অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

বড় মামা মিলের হাসপাতালের ডাক্তার। রসুল সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়। বড় মামার ডান-হাত বাঁ-হাত। প্রাইভেট সেক্রেটারি। যেমন ইঞ্জেকসান দিতে পারে তেমনি ভাল কাটলেট ভাজতে পারে। ফোঁড়াও কাটে। কচাকচ মুরগীও কাটে। মিল এলাকায় মুরগীর ছড়াছড়ি। বড় মামার ইদানীং আবার মুরগীতে অরুচি। হিসেব করে দেখেছেন হাজারখানেক মুরগী খেয়েছেন। এখন একটু মালপো-টালপোয় রুচি এসেছে! গোবিন্দভোগ চালের ভাত। একটু পাওয়া ঘি। আলুভাতে। ঘন দুধ। আমসত্ত্ব। আচার। পায়েস। একটু বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভাব। রসুলের মহা দুঃখ। ডাক্তারবাবু মুরগী খাবেন বলে মিল কোয়ার্টার থেকে আগে যখন তখন একটা করে ধরে এনে জবাই করত। এখন সে উপায় নেই। রসুল বলছে, 'কেন এমন হলো ডাক্তার-বাবু? একটু ওষুধ-টষুধ খেয়ে দেখুন না। মুরগী না খেলে শরীর থাকবে কি করে?'

বড় মামা বললেন, 'দূর বেটা, তুই এসবের বুঝবি কি? আমি বৈষ্ণব হয়ে

www.BanglaBook.org

গেছি। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুনের নাম আমার কাছে করবি না। পারিস তো এক টিন ভাল গাওয়া ঘি যোগাড় কর। দেখ কে দেহাতে যাচ্ছে, আমার নাম করে বলে দে।' রসুল মনমরা হয়ে লম্বা টেবিলের কাছে গিয়ে চা বানাতে শুরু করল। ডাক্তারবাবু সারাদিনে বার পঞ্চাশ চা খান।

বড় মামা এইমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস অ্যাটেণ্ড করে নিজের চেম্বারে এসে বসেছেন। আজকাল মেডিকেল লিটারেচার খুব কমই পড়েন। ড্রয়ারে একটা ঢাউস ভাগবত রেখেছেন। সময় পেলেই টেবিলের তলায় পা নাচাতে নাচাতে ভাগবত পড়েন। হাসপাতালের ওয়ার্ডে যে ক'টা বেড়াল ঘোরে সব-কটাই বড়মামার বন্ধু। তাদের একটার গোটা চারেক বাচ্চা হয়েছে। বেড়ালটা সবকটাকে বড় মামার চেম্বারে এনে তুলেছে। কোণের দিকে ওষুধের একটা খালি পেটি ছিল। সেইটা হয়েছে বাসা। বাচ্চা ক'টার চোখ ফুটেছে। অনবরত মিউ মিউ করে। মা'টার দেখা পাওয়াই ভার। সব সময় রান্নাঘরের সামনে ওত পেতে বসে আছে। বাচ্চা সামলাবার ভার বড় মামার! চোখ ফুটেছে। জগৎ দেখতে শিখেছে। প্যাকিং বাকস ভাল লাগবে কেন? প্রায়ই খচখচ করে গা বেয়ে বেয়ে একটা ছুটো করে মেঝেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে। সারাঘরে থৈ থৈ সাদা বেড়াল। খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। যেন বেড়ালদের নার্সারী। বড় মামা পা নাচিয়ে নাচিয়ে ভাগবত পড়ছেন। রসুল দুধ গুলছে। বাচ্চা চারটে টেবিলের তলায় বড় মামার পায়ের কাছে গুলতানি করছে। মোটা মোটা দুটো বুড়ো আঙ্গুলের ওপর তাদের নজর। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে আঙ্গুলের মাথাটা কুড়কুড় করে কামড়াচ্ছে। যেই বড় মামার সুড়সুড়ি লাগছে অমনি পাটা ঝাড়া দিয়ে বলছেন, 'ডোণ্ট ডিসটার্ব'। বেড়ালগুলো ছিটকে মিউ মিউ করে উঠছে। বড় মামা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আহা লাগল নাকি? রসুল, সবকটাকে এক চামচে করে দুধ দে।' রসুল সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে আবার নতুন করে দুধ গুলছে। এই রকম বার চারেক হবার পর রসুল বিরক্ত হয়ে বাচ্চা চারটেকে প্যাকিং বাকসে ভরে ঢাকা বন্ধ করে দিল যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে। বাচ্চাগুলো তারস্বরে মিউ মিউ করছে। বাকসর ভেতরটা আঁচড়াচ্ছে। বড়মামা ভাগবতে মশগুল হয়ে বলছেন, 'রসুল, দুধ দে, দুধ দে।' রসুল চারবারের চেষ্টায় এই একবার দুধে চায়ে এক করতে

www.BanglaBook.org

পেরেছে। সে বলছে, 'দিয়েছি তো, দিয়েছি তো।' 'দিয়েছিস তো চেঁচাচ্ছে কেন? আরো দে।'

'দুধে হবে না বাবু, মাকে চাইছে।'

'রাসকেলটার কান ধরে নিয়ে আয়।'

'কামড়ে দেবে যে।'

'কামড়ায় কামড়াক। তুই একটা এ-টি-এস নিয়ে যা। আয়, দিয়ে দি।'

'না কামড়াতেই এ-টি-এস!'

'তুই তো বলছিস কামড়াবে! কতরকম কথা বলিস বেটা?'

রসুল বড় মামার টেবিলে চায়ের কাপ ধরে দিতে দিতে বললে, 'বেঠিক কিছু বলিনি বাবু! খেয়ে দেয়ে তার যা চেহারা হয়েছে! ইয়া তাগড়া।'

বড় মামা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘাগরা আবার কি হবে?'

'ঘাগরা নয়, ঘাগরা নয়, তাগড়া।'

'কে তাগড়া?' বড় মামা আগের কথা ভুলে গেছেন। বড় মামার এই বড় দোষ। এমনি একটু অন্যমনস্ক, তার ওপর ভাগবতে মন!

রসুল বেশ জোরে জোরে ঘরফাটানো গলায় বললে, 'বেড়ালটা খেয়ে খেয়ে এই কদিনে ইয়া তাগড়া হয়েছে!'

বড় মামা বই থেকে মুখ তুলে রসুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চেঁচাচ্ছিস কেন রাসকেল? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি কালা?'

রসুল গলাটা আগের চেয়ে একটু খাটো করে বললে, 'আপনি যে শুনছেন না।'

'শুনছি না? সব শুনেছি। তুই জানিস না। বেশি মোটা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। হার্ট উইক হয়ে যায়। দেখিসনি গুপ্তবাবুর কি হয়েছে? জেনেশুনেও যখন মোটা হচ্ছিস, হয়ে যা! আমার কি? আমার কাঁচকলা। মরবি ব্যাটা তুই।' বড় মামা ফড়াস করে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার ভাগবতের পাতায় চোখ নামালেন।

www.BanglaBook.org

রসুল বললে, 'খুব শুনেছেন। আমি মোটা হব কেন? আমি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে। দেখুন না, আমাকে কেউ মোটা বলবে?'

বড় মামা মুখ না তুলেই হুঁ হুঁ করে একটু হেসে বললেন, 'আজ মঙ্গলবার, কারুর চেহারায় নজর দিতে নেই, তবু যখন জিজ্ঞেস করলি বলতেই হচ্ছে, তুই যখন চাকরিতে ঢুকলি এই রোগা লিকলিকে ছিলিস, এখন?' বড় মামা আবার একটু হাসলেন, 'এখন তুই রিয়েলি ফ্যাট। ফ্যাট রসুল। রুগীদের খাবার চুরি করে করে আর দুধ সাবড়ে সাবড়ে ইয়া কেঁদো বাঘ। তুই ভাবিস আমি কিছু দেখি না, না? ওরে আমার চোখ সবসময় খোলা। চারিদিকে আমার চোখ। মাথার পেছনেও আমার চোখ।'

রসুল বললে, 'কি মুশকিল! হচ্ছে অন্য কথা, আপনি বলছেন আর এক কথা।'

বড় মামা বললেন, 'কার কথা? তুই কি বলতে চাস আমি মোটা হচ্ছি! তুমি চুরি করে করে কিচেন থেকে খাবার সাবড়াবে আর মোটা হব আমি, তাই না রাসকেল! তোদের সব অপকর্মের ভাগ আমার! ভুল ওষুধ দিবি, দায় আমার। হান্টার মাসকুলার ইঞ্জেকসান হান্টার ভেনাস করে দিবি, দায় আমার। আজ বলছিস, তুই চুরি করে খাবি মোটা হব আমি! মামার বাড়ি পেয়েছিস, তাই না? দিস ইজ হসপিটাল, দিস ইজ নট ইওর মামার বাড়ি।'

রসুল বললে, 'যাঃ বাবা।'

বড় মামা রসুলের কথার উপর দিয়েই মেল ট্রেনের মত কথা চালিয়ে দিলেন, 'আমি মোটা হচ্ছি আমার নিজের পয়সায়। নিজের রোজগারের পয়সায় ঘি খেয়ে মোটা হচ্ছি। তাতে তোর এত চোখ টাটাচ্ছে কেন? বেরো! গেট আউট? দূর হয়ে যা রাসকেল।'

রসুল বললে, 'ঠিক আছে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি। একেবারে ফার্স্ট থেকে বলছি, তা না হলে আপনি সারাদিন চেঁচাতেই থাকবেন। আমি চা করছিলুম।' বড় মামা ভাগবত থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'কে তোকে চা করতে বলেছিল হতভাগা? আমি জানি না ভাবো? তুমি দুধ খাবার লোভে চা করতে আস। এক টিন দুধে ক কাপ চা হয় বল্ রাসকেল!'

'সে হিসেব পরে হবে সাহেব, আমি আগে ফার্স্ট থেকে বলি। প্রথমে

www.BanglaBook.org

আমি চা করছিলুম। জল ফুটছে! আমি দুধ গুলছি, এমন সময় চারটে বাচ্চা বাকস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সায়েবের পায়ের আঙ্গুল নিয়ে খেলা করছে। সায়েব মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেই না পা ছুঁড়ছেন বাচ্চাগুলো মিউ মিউ করে উঠছে। সায়েব অমনি বলেছেন রসুল দুধ দে। আমি অমনি যেটুকু দুধ গুলেছিলুম দিয়ে আবার চায়ের জন্যে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন, বাচ্চাগুলো আবার মিউ করে উঠল, সায়েব আবার দুধ দিতে বললেন, আমি দিলুম, আবার নতুন করে গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন বেড়াল বাচ্চা মিউ করে উঠল, সায়েব বললেন দুধ দিতে, আমি আবার দুধ দিলুম, দিয়ে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম।'

বড় মামা একটু একটু করে মুখ তুলছিলেন এবার পুরো মুখ তুলে রসুলকে ধমকে উঠলেন, 'তুই আমার খাটাল দেখেছিস, তাই না! তোর মামার বাড়ির দুধ। আমিও বললুম, তুইও দিয়ে দিলি! অতবার দুধ খাইয়ে বেড়ালগুলোকে মারবার তাল করেছ। জানিস না বেশি দুধ খেলে বাচ্চাদের ইনফ্যানটাইল লিভার হয়।'

রসুল বললে, 'জানি বলেই তো বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে প্যাকিং বাকসে ঢুকিয়ে দিয়েছি। যাতে বেরোতে না পারে তার জন্যে মাথায় ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি। তখন থেকেই শুরু হয়েছে মিউ মিউ। ওই যে শুনুন এখনো মিউ মিউ করছে।'

বড় মামা কান খাড়া করে শুনলেন। শুনে বললেন, 'সত্যি তো, ভীষণ মিউ মিউ করছে। একটু দুধ দে।'

রসুল বললে, 'না। দুধে হবে না। আগেও আপনি ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম দুধে হবে না বাবু, ওদের মাকে চাই।'

বড় মামা বললেন, 'ঠিক বলেছিস! কোথায় সে রাসকেল? বেটাকে কান ধরে নিয়ে আয়!'

রসুল বললে, 'তখনো আপনি এই কথা বললেন। আমি বললুম, সেটা খেয়ে খেয়ে অ্যায়সা তাগড়া হয়েছে কান ধরে টেনে আনতে গেলেই আঁচড়ে কামড়ে দেবে। তখন আপনি সব গুলিয়ে ফেললেন। কে মোটা, কেন মোটা,

www.BanglaBook.org

বেড়ালের মোটা থেকে আমি মোটা, আপনি মোটা, তারপর আমাকে চোর বলেছেন, গেট আউট করে দিয়েছেন, সাতবার রাসকেল বলেছেন।'

বড় মামা খুব চিন্তিত হলেন। চিন্তা-টিন্তা করে রসুলকেই প্রশ্ন করলেন, 'কেন এসব বলেছি বল তো! যে ভাগবত পড়ে, যে আজ একমাস মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ স্পর্শ করেনি, তার মুখে এসব কথা কেন? তার জানা উচিত কাউকে চুরি করতে না দেখে চোর বলা ভীষণ অপরাধ। তোকে তো আমি চুরি করতে দেখিনি। আমি শুনেছি রসুল চুরি করে। সেই শোনা কথা রাগের মাথায় তোর ওপর চালান করলুম কেন? এত রাগ তো ভালো নয়। যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে গেছে। কিছু মনে করিস নি বাবা। এখন কড়া করে দু'কাপ চা কর। আর বিসকুটের টিনটা খোল। যা ঝামেলায় ফেলেছিলি, সব জুট পাকিয়ে গিয়েছিল। এর চে ডাক্তারি সোজা রে!'

বড় মামা আবার ভাগবতে চলে গেলেন। রসুল চলে গেল চায়ে। এদিকে প্যাকিং বাকসের ভেতরে দক্ষযজ্ঞ চলেছে। চারটে বাচ্চার মধ্যে দুটো হুলো। সে দুটো মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় মিয়াও, মিয়াও করে উঠছে। বাকসর ধারগুলো খরচ মচর করে আঁচড়াচ্ছে। ডালাটা খোলার জন্যে গোঁত্তা মারছে। বড় মামা আর থাকতে না পেরে করুণ গলায় রসুলকে বললেন, 'একটা কিছু করনা রে। আর তো পারা যায় না। কানের পোকা বের করে দিলে। তুই দেখ না চুক চুক করে লোভ দেখিয়ে, দুধের লোভ দেখিয়ে মা'টাকে যদি ধরে আনতে পারিস।'

রসুল চা আনছিল। কাপটা রাখতে রাখতে বললে, 'এ মা সে মা নয় সায়েব। বরং এক কাজ করি, বাকসটাকে বাইরে মাঠে ফেলে দিয়ে আসি দূর করে।'

বড় মামা আঁতকে উঠলেন, 'না না না! চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে! মরে যাবে রে!'

'কিন্তু স্যার ডাক্তারখানায় বেড়ালছানার ডাক খুব ভাল শোনায় না। এই নিয়ে কিন্তু কমপ্লেন হতে পারে।'

'কমপ্লেন!' বড় মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কে কমপ্লেন করবে রে! কার

www.BanglaBook.org

ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে! জানিস আমি ডক্টর-ইন-চার্জ! মানুষ রুগী হতে পারে, বেড়াল পারে না!'

'পারে। তবে তার জন্যে তো পশু হাসপাতাল আছে স্যার। সেই কথা যদি কেউ বলে?'

'বললে মারবো মুখে এক থাবড়া। এখানে দশ মাইলের মধ্যে পশু চিকিৎসালয় কোথা রে? তুই যখন কমপ্লেনের ভয় দেখালি বেড়াল আমার চেম্বারেই থাকবে, যদ্দিন না বড় হয় তদ্দিন থাকবে। আর তোর মত ওয়ার্থ-লেসের দ্বারা চা-ই হতে পারে, বেড়াল মানুষ হতে পারে না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওদের মায়ের খোঁজে। করপোরেশান সাঁড়াশী দিয়ে পাগলা কুকুর ধরতে পারে আর আমি ডাক্তার হয়ে একটা বেড়াল ধরতে পারব না! চ্যালেঞ্জ।'

এক চুমুকে চা শেষ করে বড় মামা উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লেন। বসে পড়ে বললেন, 'রসুল, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি তাই না?' রসুল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু হয়েছেন বটে।'

'কেন হলুম?'

'ওই বেড়াল স্যার! অনবরত চেল্লাচ্ছে।'

'না, ঠিক নয়। সামান্য বেড়াল আমাকে উত্তেজিত করছে। ভেরি ব্যাড। ভাগবতের কোনো ফল পেলুম না রে! দপ করে রেগে যাচ্ছি কথায় কথায়। রাগটা যেন আগের চেয়ে বেড়েই যাচ্ছে। এটা ঘি খেয়ে হচ্ছে বোধ হয়। ডাক্তার, কাল থেকে তোমার ঘি বন্ধ।' বড় মামা নিজেই নিজের ঘি বন্ধ করে আবার ভাগবত নিয়ে বসলেন।

রসুল বললে, 'এই যে বললেন বেড়াল ধরতে যাবেন!'

'বেড়াল ধরতে যাব মানে? ইয়ারকি পেয়েছিস! ডাক্তারের কাজ বেড়াল ধরা রাস্কেল?'

বড় মামা আবার রেগে গেলেন! রসুল বড় মামাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। রসুল কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। সে বললে, 'এমনি বেড়াল নয়। মা বেড়াল। বেড়ালের মা। বিললী কা মাতাজী!' প্রায় সব ভাষাতেই রসুল বোঝাতে চাইল। ইংরেজীটাই বাকী রইল। বললেই পারত, ক্যাটস্ মাদার বা মাদার অফ কিটেনস।

www.BanglaBook.org

বড় মামা বললেন, 'দেখেছিস মাথার কি অবস্থা হয়েছে। এই বলছি, এই ভুলে যাচ্ছি! ঘি খেলে আগে মানুষের স্মৃতিশক্তি বাড়ত। এখন উল্টোটা হয়, কমে যায়। ঘিয়ে ভেজাল আছে রে রসুল। লাগা আজ, লাগিয়ে দে বেশ ঝোল ঝাল।'

বড় মামার কথায় রসুলের চোখ চকচক করে উঠল। গত দু'মাস ভোরবেলা মুরগীর ডাকই খালি শুনছে, একটা ঠ্যাঙও চিবোতে পারছে না। রসুল লাফিয়ে উঠল, 'ইয়াসিন একটা দিয়েই রেখেছে স্যার। কাজে লাগাতে পারছিলুম না। প্রেসার-কুকারে মরচে ধরে গেল। আমি তাহলে এখুনি শুরু করে দি? একবার মল্লার হাটে চলে যাই। ফাইন বাসমতী নিয়ে আসি। কিলোটাক আলু। মশলাও কিছু লাগবে। এখন আরম্ভ করলে সন্ধ্যে সাতটা-আটটার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে।' রসুল ধড়ফড় করে পালাচ্ছিল।

বড় মামা বললেন, 'রোককে! আগে বেড়াল তারপর অন্য কাজ।'

'বেড়াল তো আপনি ধরবেন স্যার? সেই রকমই তো বললেন।'

'ভুলে গেছিস বোধহয় তুই আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমি যা করব সব সময় তুই আমার পাশে থাকবি পাঁঠা।'

বেড়াল ধরার সাজসরঞ্জাম অনেক। বড় মামার হাতে অফিসের ওয়েষ্ট পেপার বাসকেট। রসুলের হাতে দুটো বিস্কুট, ক্লোরোফর্মের শিশি, একটা বড় ডাস্টার, একটা ইঁদুর ধরা কলে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর। বড় মামার প্ল্যান একরকম, রসুলের প্ল্যান আর একরকম। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বড় মামা ঠিক করেছেন হাসপাতালের কিচেনের কাছে গিয়ে, মিনি, মিনি, আয় মিনি করে চুকচুক করে বেড়ালদের গাদা থেকে আসল বেড়াল-টাকে ডেকে এনে বিস্কুট খেতে দেবেন। বেড়াল যেই খেতে শুরু করবে ঝপ করে বাসকেটটা চাপা দিয়েই, ডাস্টারে খানিকটা ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে ওপরে চেপে ধরবেন। বেড়ালটা অজ্ঞান হয়ে যাবে তখন সেটাকে চ্যাংদোলা করে এনে বাচ্চাগুলোর কাছে চিৎপটাং করে শুইয়ে দেবেন।

রসুলের প্ল্যান অন্য। রসুল ইঁদুরের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ালটাকে ঘর পর্যন্ত টেনে আনবে। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে ডাস্টার দিয়ে চেপে ধরে

www.BanglaBook.org

গলায় একটা দড়ি বেঁধে গ্রিলের সঙ্গে আটকে রাখবে। থাকো বেটা বন্দী হয়ে। ছেলেমেয়ে যদ্দিন না মানুষ হচ্ছে তদ্দিন তোমার মুক্তি নেই।

বড় মামা বলছে, 'মরবি রসুল। বেড়ালের গলায় কেউ কখনো ঘণ্টা বাঁধতে পারেনি। ঘণ্টা আর দড়িতে তফাত কতটুক! তোর জন্যে দেখবি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

দু'জনে দু'রকম প্ল্যান নিয়ে রান্নাঘরের সামনে। ছটা বেড়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বড় মামা বললেন, 'কোনটা বল তো? কোন রাসকেলটা রে?'

বেড়ালটা মাঝে মাঝেই আসে যায়! কেউই তেমন লক্ষ্য করে দেখেনি। ছ'টা বেড়ালের তিনটে সাদা। দু'টো সাদাতে কালোতে। একটা কুচকুচে কালো! কালোটা নয়। সাদা তিনটের যে কোন একটা। কিন্তু কোনটা? বড় মামা আবার রেগে গেলেন, 'তোর মত গাধা আর দু'টো নেই রসুল। তুই একটা বেড়াল চিনতে পারিস না, রুগী চিনিস কি করে?'

রসুল বললে, 'মানুষের নাম আছে, কার্ড আছে। এক একটা মানুষকে এক এক রকম দেখতে। বেড়াল তো সব এক রকম। খালি যা একটু রংয়ের তফাৎ।'

বড় মামা বললেন, 'জিনিস যখন এক, তখন চিহ্ন দিয়ে রাখিসনি কেন? গায়ে অফিসের একটা শীল মেরে দিতে কি হয়েছিল? সবেতেই ফাঁকিবাজি। আমি জানি না, আমার বেড়াল ধরে দাও।'

রসুল ইঁদুর-ধরা কলটা মেঝেতে নামিয়ে একবার চুকচুক করতেই ছটা বেড়াল দৌড়ে এল। একটা ফোঁস ফোঁস করে সামনের জালটা শুঁকছে, একটা কলের ওপরে থাবা মারছে। দু'টো পাছে শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়ে মুখোমুখি বসে ল্যাজ ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। ফ্যাঁ ফ্যাঁ গড়র গড়র গড়র। দুজনেরই পিঠ ধনুকের মত বেঁকে উঠেছে। বড় মামা পায়ে পায়ে পেছোতে পেছোতে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছেন। আর সরবার জায়গা নেই। কিছু করবারও নেই। একমাত্র রসুলকে গালাগাল দেবার জন্যে মুখটাই যা খোলা আছে। দু'টো হাতই জোড়া।

www.BanglaBook.org

বড় মামা বললেন, 'রাসকেল, তখনই বলেছিলুম কাঙালদের শাকের ক্ষেত দেখাসনি। একটা ইঁদুর ছ'টা বেড়াল। সামলা এবার ঠ্যালা ইডিয়েট, তোর মাথায় কবে যে ভগবান একটু বুদ্ধি দেবেন! ও, তোর তো আবার ভগবান নয়, আল্লা।'

রসুল বললে, 'ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখি।'

'তা দেখবে না! নেংটি ইঁদুরের দৌড় জানিস? ছাড়লেই দৌড়োবে, পেছন পেছন বেড়ালও ছুটবে। তখন ধরবি কি করে! এক বালতি জল এনে গায়ে ছিটো তাহলে যদি মারামারি থামে!'

'জল ছিটোলে বেড়ালের ঝগড়া বেড়ে যায় বাবু! ছেলেবেলায় দেখেছি তো, তার চেয়ে ইঁদুরটাকে নিয়ে ঘরে চলে যাই তাহলে লোভে লোভে সব ক'টা চেম্বারে চলে আসবে আমাদের এরিয়ায়, তখন ঠিক ম্যানেজ করা যাবে।'

'পাগল হয়েছিস? এর মধ্যে দু'টো বুড়ো আছে না ইডিয়েট, বাচ্চা চারটেকে সাবাড় করে দেবে। তুই কোয়েশ্চন ছিটো, সবক'টা অজ্ঞান হয়ে যাক। তারপর যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।'

রসুল আর বড় মামা কথা কাটাকাটি করছেন, এদিকে ইঁদুরের সাক্ষী রেখে তিন জোড়া বিড়াল ফুলছে, গোঁ গোঁ করছে, মাঝে মাঝে থাবা তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠছে। বড় মামার এই দুঃসময়ের রণক্ষেত্রে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করলেন হাসপাতালের সিস্টার। সাদা কাপড়, সাদা টুপি। বড় মামার খোঁজে চেম্বার থেকে এই পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। ব্যাপার দেখে মুখের কথা মুখেই আটকে গেছে। রসুল আর বড় মামাকে দেখে মনে হচ্ছে চাঁদে যাবেন। হাতে নানা ধরনের সরঞ্জাম। বড় মামা রসুলকে বলছেন, 'তোর তো মানুষ মারাই কাজ, সাহস করে যে কোন একটা সাদাকে চেপে ধরতে পারছিস না ব্যাটা!' রসুল একপা এগোয় তো দশপা পেছোয়। ইঁদুর কলে ইঁদুরটা ভয়ে সিঁটকে একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে বসে আছে। ছ'টা বেড়ালের গন্ধে আর শব্দে সে ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলেছে—রক্তাক্ত মৃত্যু। সিস্টার বলছেন, 'ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির চলুন, গুপ্তু সায়েবের অবস্থা আবার খারাপের দিকে। শ্বাস নিতে পারছেন না।'

www.BanglaBook.org

বড় মামা বললেন, 'গুপ্তু সায়েবটা কে? একে আবার কোত্থেকে আমদানী করলেন?'

'ওই তো আমাদের ক্যাশিয়ার বাবু।'

'তার নাম তো গুপ্তো বাবু, গুপ্তু বলছেন কেন? ইংরেজীর উচ্চারণ জানেন না বুঝি!'

'আজ্ঞে উনি যে ডবল 'ও' লেখেন।'

'ডবল কেন, চার ডবল লিখলেও গুপ্ত ইজ গুপ্ত। সিঙ্গল ডিমের ওমলেটও ওমলেট, ডবল ডিমের ওমলেটও সেই ওমলেট।'

'গুপ্তু না বললে উনি রেগে যান। এই তো সেদিন যখন জ্ঞান ফিরে এল কে যেন দেখতে এসে বলেছিলেন গুপ্ত সাহেব, উনি চটেমটে বললেন, আই অ্যাম গুপ্তু, নট গুপ্তওও। এত উত্তেজিত হলেন শেষে আপনি গিয়ে সেই আবার ঘুমের ইঞ্জেকসান দিলেন!'

বড় মামা দার্শনিকের মত বললেন, 'গুপ্ত আর গুপ্তু, মুখার্জি আর মুকার্জি, দাশ আর দশ চিতায় উঠলে সব সমান সিস্টার। কিন্তু আমি এখন যাই কি করে! দেখছেন তো আমার অবস্থা! ডু ওয়ান থিং, অকসিজেনের নলটা ঠেসে নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রুম কুলারের ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিন। অত খেলে মানুষ বাঁচে? চারদিক থেকে চর্বি এসে হার্টটাকে চেপে ধরেছে। ডাক্তার কি করবে! গবগব করে খাবার সময় গুপ্তুর খেয়াল ছিল না দিন দিন আড়াইমণী কৈলাশ হচ্ছি। যেতে দিন, যেতে দিন, যো যায়েগা যাউক, যো আয়েগা আউক।'

'আজ্ঞে যায়েগা যাউক বললে, আমাদেরই বিপদ। মাইনে হবে না এ মাসে। ক্যাশিয়ার ছাড়া মাইনে দেবে কে?' বড় মামা এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'পৃথিবীতে ক্যাশিয়ারের অভাব আছে সিস্টার! এক যাবে আর এক আসবে। গুপ্ত গেলে, ঘোষ, বোস, মিত্তির যে কেউ একজন আসবে।'

'তা হলেও হাতের পাঁচ কি ছাড়া উচিত স্যার? একে তো বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই, খাবার জন্যে বাঁচাতে হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ করার জন্যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চলুন দেখি।'

www.BanglaBook.org

যাবার সময় রসুলকে বললেন, 'একটাকে পটকে ফেল তারপর ওই ডাস্টার দিয়ে জড়িয়ে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেন দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেল।'

সিস্টার আর বড় মামা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন। সিস্টার যেতে যেতে শুধু একবার প্রশ্ন করলেন, 'বেড়াল কি করবেন ডাক্তারবাবু?' বড় মামার এক উত্তরে সব কথা বন্ধ, 'আমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে দান করা হবে।'

বড় মামা চলে যেতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। ইয়াসিনের বাড়ি বিহারে। এই হাসপাতালে রাঁধুনীর কাজ করছে বছর দশেক। থেকে থেকে বাংলা শিখেছে। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। গুণ্ডার সর্দারের মত বিশাল চেহারা। ইয়া মোটা লোমঅলা হাত, গর্দান। লাল গুলি গুলি চোখ। খাকি পোশাক, কাঁধে একটা হাত-টাত-মোছা তোয়ালে। ইয়াসিন একটা বিড়ি ধরিয়ে বেড়ালের যুদ্ধ কিছুক্ষণ দেখে রসুলকে জিজ্ঞেস করলে, 'ক্যা শুরু কর দিয়া। আরে মারো না ইয়ার এক লাথ।'

'মারো না এক লাথ'—রসুল ভেঙচি কেটে বললে, 'আর হামারা চাকরি চলা যায়'।

'আই বাপ্। চাকরি তুমহার যাবে কেন? বিললী কো তো এইসি আদমী লাথাতা। দেখেগা হাম ঝাড়েগা একঠো। এক লাথ সে ছেগোকা একসাথ চারদিওয়ারিকা উধার কমপাউণ্ডমে ফেক দেঙ্গে। দেখেগা!' রসুল এমন একটা ভঙ্গী করল যেন হাবিব পেনালটি কিক নিতে যাচ্ছে।

রসুল বললে, 'লাথ মারতা হায় মারো লেকিন ইসমে ডাগদারবাবুকা একঠো সফেদ বিললী হায়, উ চলা যায় তো তুমহারা কেয়া হোগা, আল্লা মালুম।'

ইয়াসিন কোমর থেকে হাত নামিয়ে বললে, 'সাচ!'

'সাচ', রসুল বললে। এদিকে একটা কালো আর একটা সাদায় খুব জমেছে। সাদাটা একটা কোণ পেয়েছে। কালোটা ল্যাজ ফুলিয়ে একেবারে ধনুক। সাদাটাকে দু একবার থাবা চালিয়েছে। কোষা কোষা লোম খসে পড়েছে। নবাবী আমলের মুরগীর লড়াই দেখা পূর্বপুরুষের রক্ত ইয়াসিনের শরীরে। বেড়ালের লড়াই দেখে তার মহানন্দ। মুঠো পাকিয়ে ইয়াসিন

www.BanglaBook.org

কালোটাকে উৎসাহ দিচ্ছে, 'লাগা লাগা, মার এক থাবা! বহুত আচ্ছা। কালো বেটা জিতে যাবে।'

রসুল জানে, যে বেড়াল কোণ নিয়েছে তাকে হারাবার সাধ্য কারুর নেই। সে বললে, 'কালা জিতে তো দশ রুপীয়া বেট।'

ইয়াসিন বললে, 'সাদা জিতে তো বিশ রুপীয়া বেট। চলো, হো যায়।'

রসুল মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'হাঁ হো যায়।'

কালো দশ, সাদা কুড়ি। টাকার লড়াই হচ্ছে। একপাশে রসুল, একপাশে ইয়াসিন। মাঝে মাঝেই দুজনে চিৎকার করে উঠছে, 'ইয়া, লাগা লাগা আওর থোড়া। আ-আ।' ইয়াসিন মাঝে মাঝে গোঁফ চুমড়ে নিচ্ছে। রসুলের সাদাটা ইয়াসিনের কালোটার চোখের কাছে একটা থাবা বসিয়ে দিতেই ইয়াসিন একটু চুপসে গেল। রসুলের ধেই ধেই নাচ, 'লাগা বাহাদুর, লাগা বাহাদুর।' ইয়াসিন কালোটাকে বলছে, 'মছলিকা বড়া দাগা দেগা, মার এক থাবা, এক বাটি দুধ দেগা, মার এক থাবা।' রসুল বললে, 'ইয়াসিন, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। তোমার হাতে রান্নাঘর বলে তুমি মাছের লোভ, দুধের লোভ দেখাচ্ছ। এভাবে জেতালে টাকা পাবে না।' রসুল এমনভাবে বলল বেড়াল যেন মানুষের কথা বোঝে। কালোটা হঠাৎ তেড়ে গেল। ইয়াসিন মছলি মছলি বলে তালান ফাটানো চিৎকার করতেই, রসুল কনডেনস মিল্ক বলে তার সাদাটাকে লোভ দেখাল। রান্নাঘর থেকে এদিকে আরো অনেকে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই রসুলের বিপক্ষে, কারণ ইয়াসিনের জেতার অঙ্ক অনেক বেশি।

কে জেতে কে হারে! সাদাটা কোণ নিয়ে এ্যায়সা বসেছে, কালোটা তেড়ে গেলেও সাদাটার ক্যাঁস আর থাবার ভয়ে ঝটাপটি লটাপটি করতে পারছে না। ঝটাপটি লটাপটি না হলে লড়াইয়ের ফয়সালাও হবে না। এইভাবে চললে সারারাত কাবার হয়ে যাবে। ইয়াসিন সেটা বুঝেছে। ইয়াসিন বলছে, 'উসকো হুঁয়াসে নিকালো।'

'হুঁয়াসে নিকালো?' রসুল প্রতিবাদ করে উঠল, 'কাহে হুঁয়াসে নিকালবে?' মামার বাড়ি পা গিয়া। যে যেই পোজিসানে আছে সেই পোজিসানেই লড়বে।'

www.BanglaBook.org

ইয়াসিন বললে, 'ফুটবলমে পোজিসান চেঞ্জ হোতা নেই ? আভি কালা আয়েগা উধার, সাদা জায়েগা ইধার। নেহিতো দোনো চলা আয়েগা পেনালটি পোজিসানে। এ হামীদ ভাই, উসকো খোঁচাও।'

অ্যাসিসটেন্ট হামীদ সত্যিসত্যিই সাদাটাকে খোঁচাতে গেল। রসুলের মেজাজটা এমনিই ভাল নয়। কথায় কথায় তার হাত ওঠে। রসুল ধাঁ করে হামীদের কলার চেপে ধরে বললে, 'এক পা আগে বাড়ে তো হালত চেঞ্জ কর দেগা।' ইয়াসিন সঙ্গে সঙ্গে রসুলের ঘাড় চেপে ধরে দুবার ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'চোপরাও জমাদার।' এদিকে সাদাটা কালোটাকে আর একটা মোক্ষম থাবা দিয়েছে। রসুল জানে, জিততে হলে এখন তাকে গায়ের জোরে জিততে হবে।

রসুল হামীদের কলার ছেড়ে দিয়ে ইয়াসিনের চিবুকের তলায় একটা ঘুষি ঝেড়ে বললে, 'চোট্টা কাঁহাকা।' আর বেশি কিছু বলার সে সময় পেল না। মাটি থেকে অল্প একটু উঁচু হয়ে, জমির হাত খানেক ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে যে কোণে সাদা আর কালো বেড়াল দুটো বাজির লড়াই লড়ছিল সেই কোণে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে বেড়াল দুটোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্মের শিশিটা ভেঙে শিশির ভাঙা গলাটা বাঁ হাতের তালুতে বিঁধে গেল। সারা দালানে ক্লোরোফর্ম উড়ছে। একপাশে ডাস্টার, অন্যপাশে গড়াচ্ছে ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলকে আর উঠতে হল না। ইয়াসিনের ঘুসি আর ক্লোরোফর্ম যে কোনো একটাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একসঙ্গে দুটো! বেড়াল ছটারও সেই এক অবস্থা। বারকতক ফোঁস ফোঁস করে সবকটাই পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেউ একপা কেউ দু'পা গিয়ে লটকে পড়েছে। ইঁদুরটা খাঁচার মুখে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার লম্বা ল্যাজটা ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

বড় মামা তখন গুপ্তু সাহেবকে নিয়ে হিমসিম। আজীবন নস্যি নিয়ে নিয়ে সাহেবের নাকের ছিদ্র দুটো কামানের নলের গর্তের মত। বড় মামা সিস্টারকে বলছেন, 'এ ছেঁদা ছোটো না করলে অকসিজেন ভেতরে যাবে কি করে। সবই তো লিক করে বেরিয়ে আসবে। চারদিক থেকে প্লাস্টার অফ

www.BanglaBook.org

প্যারিস দিয়ে গোল করে বুজিয়ে আনতে হবে। এ কি আমাদের কম্ম! রাজমিস্ত্রী ডাকুন।'

স্লিপ নিয়ে সিস্টার-ইন-চার্জ এলেন। এমার্জেনসি কেস। তলার চোয়াল ঝুলে গেছে, খুলে গেছে বলেই মনে হয়। বাঁ হাতের তালু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সেনসলেস। ভিকটিম নিজেই নিজেকে অ্যানেসথেসিয়া দিয়েছে। সারা গায়ে মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় বন্য জন্তুর আক্রমণ। অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ান রিপোর্টটাই পড়লেন। পেশেণ্টের নামটা দেখেও দেখলেন না। বড় মামা বললেন, 'চলুন দেখি। সুন্দরবন তো অনেক দূরে। বাঘে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সিস্টার-ইন-চার্জ বললেন, 'বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে মুখটা ফালা ফালা করে দিয়েছে। চোয়ালটা কবজা ভাঙা বাকসর ডালার মত ঝুলে পড়েছে।'

বড় মামা একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'হতেও পারে। সার্কাস কিম্বা চিড়িয়াখানার বাঘ হয়তো।' সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অপারেশন টেবিলে রসুল মুখ ভেঙচি কেটে শুয়ে আছে। ডক্টর মিত্র ইতিমধ্যে বোতল ভাঙাটা বের করে ছোটো বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁচের টুকরো বের করছেন। বড় মামা রসুলের মুখটা দেখেই বললেন, 'রাসকেল, অপদার্থ, তখনই বলেছিলুম ছটা বেড়াল একটা ইঁদুর মারবি রসুল। বেড়াল হল বাঘের মাসী। ইস, চোয়ালটা পর্যন্ত খুলে নেবার চেষ্টা করেছিল। মুখে মাংসের গন্ধ পেয়েছে। সবক'টা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছিল বোধহয়!'

ডক্টর মিত্র বুরুশ দিয়ে কাঁচের টুকরো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মাইনর ক্রুইজগুলো বেড়ালের। চোখটা জোর বেঁচে গেছে। আসল ঘটনা ইয়াসিনের ঘুষি। দৈত্যের ঘুষি। এক ঘুষিতেই চোয়াল খুলে গেছে। ক্লোরোফর্মটা কে ঢেলেছে বুঝতে পারছি না। চব্বিশ ঘণ্টার আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

ক্লোরোফর্মের রহস্য বড় মামা জানেন। বেড়ালের আঁচড়, তাও বুঝলেন। বুঝলেন না ইয়াসিনের ঘুষি। কুক ইয়াসিন রসুলকে ঘুষি মারবে কেন? চোরাই খাবারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নাকি? জুনিয়ার ডক্টর মিত্রকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে বড় মামা কিচেনের দিকে চললেন। আহা কি দৃশ্য!

www.BanglaBook.org

চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীক্ষেত্রের মত বেড়াল ক্ষেত্র। ছ'টা তাগড়া তাগড়া বেড়াল ছ'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে আছে। রান্নাঘরে সকলেই আছে, ইয়াসিন আছে, বিশু আছে, গদাই আছে, একটা বড় রুই মাছ আছে, ছ'টা মুরগী আছে, এক ঝুড়ি ডিম আছে, ঘি আছে, তেল, মশলা, নুন, মাখন সব আছে। তবে কথা বলার মত অবস্থায় কেউ নেই। ইয়াসিন সব্জি-কাটা লম্বা টেবিলে কাঁচকলা মাথায় দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। থামের মত একটা পা কিচেন র‍্যাকের ওপর। চায়ের একটা বড় কেটো, দুটো জ্যামের টিন পায়ের দিকের মেঝেতে গড়াগড়ি। হামিদ ওই দিকেই উপুড় হয়ে আছে। সারা মাথায় চা পাতা। এক এক ভঙ্গীতে সকলেই গভীর ঘুমে। উনুনে কড়ায় একটা কিছু চাপান ছিল। কি বস্তু তা এখন বোঝার উপায় নেই। কড়াটা উনুনের তাতে ফেটে দু'চাকলা হয়ে দুদিকে সরে গেছে।

কাউকে ঘাঁটাবার সাহস বড় মামার হল না। সারা হাসপাতালের রুগী আর হাউস স্টাফের আজ উপবাস। সবকেটাকে দাওয়াই দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে। ক্লোরোফর্ম সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে রান্নাঘরে আসে কি করে, রসুলকে তার জবাবদিহি করার জন্য ফতোয়া জারি করতে হবে। পুরো ব্যাপারটার তদন্তের জন্য কমিটি বসাতে হবে। চেয়ারম্যান বড় মামা—ডক্টর মুকার্জি। সব কিছুর মূলে, বড় মামা—ডক্টর মুকার্জি, তাঁর চারটি বেড়ালছানা আর ছটি বেড়াল।

চিন্তিত বড় মামা বেছে বেছে সাদা একটা বেড়াল বগলদাবা করে চেম্বারে ফিরে এলেন। একটা রবার-স্ট্যাম্প দিয়ে সারাগায়ে দেগে দিলেন। এবার আর গুলিয়ে যাবার উপায় নেই। বেড়ালটাকে মেঝেতে ফেলে মিউ মিউ বাচ্চা চারটেকে ছেড়ে দিয়ে ঘটনার নোট লিখতে বসলেন। রসুলকেও সাসপেণ্ড করতে হবে, নিজেকেও সাসপেণ্ড করতে হবে। বড় মামা একবারও লক্ষ্য করলেন না, মা বলে যে বেড়ালটাকে ধরে এনেছেন সেটা একটা বিশাল হুলো।

www.BanglaBook.org

৪

বড় মামার হঠাৎ যে কি হল। হঠাৎ নয়, জিনিসটা বেশ কিছুদিন মাথায় ঢুকছিল একটু একটু করে। যোগী পূর্ণানন্দের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে মাঝে মাঝেই বলতে শুরু করেছিলেন—জীবনটাকে একেবারে বদলে ফেলতে হবে। আকাশ থেকে শক্তি নামছে, সেই শক্তিকে ধরতে হবে, ধারণ করতে হবে। মৃত্যুকে জয় করতে হবে। তোর মেজো মামার মত বিষয়ী স্বার্থপর লোকদের আমি দেখিয়ে দেবো, যোগের শক্তি কাকে বলে!

—সব ছেড়ে মেজো মামাকে কেন? যোগের শক্তি নেমে এলে সবাই দেখবে। শুধু মেজো মামা কেন বড় মামা!

—সেদিন সামান্য একপাটি চটির জন্যে কি সাংঘাতিক অপমান করল, তুই ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি।

—মেজো মামার মাথার ঠিক ছিল না বড় মামা।

—মেজোর মাথা কবে ঠিক থাকে? সব সময়েই তো বাবুর হট হেড!

—সেদিন কিন্তু আপনার কুকুর ভীষণ অসভ্যতা করেছে।

—কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। মানুষের কাজ কী তোর মেজো মামা কোনও দিন করেছে? কুকুর মানুষ চেনে রে। তোর মেজো মামার মত মানুষদের হাড়ে হাড়ে চেনে।

—কুকুর মানুষ চেনে ঠিকই তবে সবচেয়ে ভাল চেনে জুতো। আপনার চটি আর মেজো মামার চটি পাশাপাশি খোলা ছিল। চিনে চিনে ঠিক মেজো মামার চটিটাই ছিঁড়ে ফালাফালা করল কেন?

—কৃপণদের ওই অবস্থাই হয় রে। কোত্থেকে এক জোড়া কাঁচা চামড়ার চটি কিনে নিয়ে এল। ওয়ান পাইস ফাদার মাদারদের ওই হালই হয় রে। সস্তার তিন অবস্থা।

বড় মামার ঘরের বাইরে দিয়ে মেজো মামা ঠিক এই সময়েই কি কারণে যাচ্ছিলেন কে জানে! শেষ কথাটা ঠিক কানে গেছে। মেজো মামা পর্দা সরিয়ে শরীরের ওপরের অংশটা ঘরে ঢুকিয়ে বললেন:

www.BanglaBook.org

—জুতোর আবার কাঁচাপাকা কী হে! এ কি পেয়ারা! ডাঁসা পেয়ারা পাকা পেয়ারা! মেজো মামা মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছিলেন। বড় মামা ডেকে বললেন—ওহে শোন শোন।

পর্দার বাইরে থেকে মেজো মামা বললেন—কি আর শুনবো? তোমার পক্ষপাতিত্ব আমার জানা আছে। কুকুর ছাড়া পৃথিবীতে তোমার আপনজন কে আছে! কুকুরপ্রেমী সুধাংশু মুকুজ্যে!

—শোনো, শোনো, শুনে যাও। তুমি অধ্যাপক হতে পার, শিক্ষার কিন্তু অনেক বাকি আছে।

মেজো মামা পর্দা সরিয়ে ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি না হয় ওয়ান পাইস ফাদার মাদার, তুমি তো দাতা কর্ণ, তা তোমার পেয়ারের কুকুরদের রোজ একপাটি করে নতুন জুতো চিবোবার জন্যে কিনে দিলেই পার, কৃপণের জুতো জোড়া ধরে টানাটানি না করলেই হয়।

—ও যত জুতোই দাও, কাঁচা চামড়ার জুতো পেলে ওদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

—যে কুকুর জুতো খায় সে কুকুর অতি নিকৃষ্ট ধরনের কুকুর, নীচ জাতের কুকুর, নেড়ীর অধম।

—তাই নাকি, বুলটেরিয়ার, ফক্সটেরিয়ার, এসব হল নীচ জাতের কুকুর, আর তোমার জুতোটা হল উঁচু জাতের!

—কি বলে রে!

বড় মামা সমর্থন পাবার আশায় আমার দিকে তাকালেন। দু মামার সঙ্গেই আমার সমান ভাব। একটু পরেই মেজো মামা আমাকে মর্নিং শোতে ইংরেজী ছবি দেখাতে নিয়ে যাবেন। আবার বিকেলবেলা বড় মামা আমাকে গান্ধীঘাটে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছেন, বড় মামার নতুন মোটর সাইকেলে করে। মহা মুশকিল হয়েছে আমার। কোন পক্ষেই সহজে যাবার উপায় নেই।

মেজো মামা বললেন—জুতোর জাত-ফাত আমি জানি না। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময়ও আমার নেই। জুতো পায়ে দিয়ে ফটাস ফটাস

www.BanglaBook.org

করে হাঁটা যায় এইটুকুই জানি। আর জানি কিছু জুতো আছে, পায়ে লাগে। পরলে কষ্ট হয়। কিছু আছে পায়ে লাগে না।

—অধ্যাপকদের ওইরকম জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। জুতো পায়ে দিয়ে নাকে চামড়ার বদগন্ধ পাও না?

—জুতো থাকবে পায়ে, নাক থেকে পায়ের দূরত্ব মিনিমাম সাড়ে চার ফুট। জুতো তো আর গোলাপ ফুল নয়, নূরজাহানের মত নাকের কাছে কেউ বোঁটা ধরে বসে থাকবে!

—তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারব না। এই দেখ আমার জুতো। দস্তুরমত পয়সা খরচ করে কেনা। পাকা চামড়ার জুতো নাকের কাছে ধর…

বড় মামা জুতোটা পা থেকে খুলে নিজের নাকের কাছে ধরলেন—কোনও গন্ধ পাবে না। রোজ পাউডার দি বলে, একটু পাউডারের গন্ধ পাবে।

বড় মামা জুতোটা নাকের কাছে ধরে আছেন, এমন সময় মাসীমা ঘরে এলেন হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে। মাসীমা ট্রেটা আর একটা টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন—উহু, উহু বড়দা, জুতো দিয়ে চা খেও না। বিস্কুট দিয়ে চা খেতে হয়।

বড় মামা মাসীমার নাকের কাছে জুতোটা ধরে বললেন—কোন গন্ধ পাচ্ছিস কুশী!

মাসীমা মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললেন—একি, একি, পায়ের জিনিস নাকের কাছে কেন?

—একে কি বলে জানিস? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তুই এবার ওর জুতোটা শুঁকে দেখ। আমি এখান থেকে বসে গন্ধ পাচ্ছি। ভাগাড়ের পচা চামড়া দিয়ে তৈরি।

মেজো মামা বললেন—তোমার ঘরে ডেকে এনে সাতসকালে এভাবে অপমান করার কি মানে হয় বড়দা?

—অপমান! এতে মান অপমানের কি হল শুনি! তোমাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি। জ্ঞান দিচ্ছি। যা এই বাচ্চা ছেলেটা জানে, তুই তা জানিস না।

মাসীমা বললেন—তোমাদের দুজনে মুখোমুখি হলেই কি কথা কাটাকাটি!

www.BanglaBook.org

এখন দুজনে শান্তিতে একটু চা খাও দেখি। সাতসকালেই জুতো নিয়ে শুরু হল! এখনও সারাটা দিন পড়ে আছে।

মেজো মামা চট্‌পট্‌ শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার পর্দার কাঠটা খটাখট শব্দ করে উঠল। বাইরে থেকে হেঁকে বললেন —কুশী, আমার চা-টা আমার ঘরে দে। আমার জুতোয় গন্ধ, আমার গায়ে গন্ধ। ওনার কুকুরের গায়ে আতরের গন্ধ।

বড় মামা প্রতিবাদ করে বললেন—মিথ্যে বল না। তোমার গায়ে গন্ধ একথা কিন্তু একবারও আমি বলিনি।

—ওই হল। এরপর তোমার কুকুর যদি আমাকে কামড়ে দেয়, তুমি বলবে তোর গাটা পচা চামড়া দিয়ে তৈরি। তুমি হলে ওয়ান আইয়েড বুল।

--তুমি হলে টু আইয়েড কাফ।

মাসীমা বড় মামাকে একটু ধমক দিলেন—কি হচ্ছে বড়দা! এবার কিন্তু ভীষণ ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে।

—তুই বল কুশী, কাঁচা চামড়ার জুতো কিনেছে, কুকুর গন্ধ পেয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, তার আমি কি করব! আমার জুতো জোড়াও তো পাশে ছিল।

—কিছু মনে করো না বড়দা, তোমার সবক'টা কুকুরই ভীষণ শয়তান। সারা বাড়িতে একটা না একটা অনিষ্ট করে চলেছে। ওই তো ওঘরে সোফার গদীটা ছিঁড়েছে।

বড় মামার মুখটা হঠাৎ খুব করুণ হয়ে গেল। মাসীমা চলে গেছেন। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কে বলেছিলেন, জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!

—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন বড় মামা।

—তাহলে ছাখ, মহাপুরুষের কথা যারা মেনে চলতে চায় তাদের কি অবস্থা হয়। সে একঘরে হয়ে যায়। তাকে ভাই এসে অপমান করে যায়, তাকে তার বোন এসে বলে আদিখ্যেতা। এই যাঃ।

বড় মামা চায়ের কাপটাকে বিষের কাপের মত টেবিলে নামিয়ে রেখে, মহা অপরাধীর মত মাথায় হাত দিয়ে বসে, মুখে চুক চুক শব্দ করতে লাগলেন।

www.BanglaBook.org

—কি হল বড় মামা ?

—আর কি হল, সর্বনাশ হয়ে গেল রে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গেল।

—কি প্রতিজ্ঞা ?

—আজ থেকে আমার চা ত্যাগ করার কথা। চা ত্যাগ, মাছ মাংস ত্যাগ। বিলাসিতা ত্যাগ।

বড় মামা যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন, একটু শান্ত করা দরকার। বললুম—তাতে কি হয়েছে বড় মামা ? ছুটির দিন আপনি বিশ কাপ চা খান, এখনও উনিশ কাপ বাকি। সেই উনিশ কাপ না হয় খাবেন না !

—তাহলে এই কাপটা খেয়ে নেবো বলছিস ? আর সিকি কাপ মাত্র পড়ে আছে। বড় মামা চোঁ করে চা-টা খেয়ে নিলেন। তারপর চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন চুপ করে। অপরাধ করে ফেলেছেন। এখন চোখ বুজিয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

॥ ২ ॥

মেজো মামার ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে আর এক কাণ্ড চলেছে। মেঝের ওপর বেশ বড় করে খবরের কাগজ বিছিয়েছেন। তার ওপর পাশাপাশি দুপাটি চটি। মেজো মামার হাতে একটা স্প্রেয়ার। মুখের চেহারা বেশ কঠিন। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বারকতক স্প্রে করে ছুটে জানালার দিকে চলে গেলেন, পাছে নাকে ঝাঁজ লেগে যায়। মেজো মামার আবার হাঁচির অসুখ আছে। ধুলো, স্প্রে, ফুলের গন্ধ, পাউডার, ধূপের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। বড় মামা মেজো মামার এই ব্যামোর নাম রেখেছেন ঘোড়া রোগ। ঘোড়ারা নাকি এইভাবে ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচোর করে অনবরতই হাঁচে।

মেজো মামা শুনে বলেছিলেন—গো-বৈদ্যেরা এই কথাই বলবে, তবে প্রকৃত ডাক্তাররা এই অসুখের বেশ সভ্যভব্য নাম রেখেছেন—অ্যালার্জি। মানুষের চিকিৎসা করলে তুমিও জানতে, হাওয়েভার দেশে তো মানুষের সংখ্যা খুবই কম তাই ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে করে খাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

মেজো মামার কথা শুনে বড় মামা অবশ্য রাগ করেননি, হাসতে হাসতে বলেছিলেন—গরুরাই গরুদের ভাল চেনে, তাই সারা দেশে তারা মানুষ দেখতে পায় না।

কিন্তু মেজো মামার এ কী কেরামতি!

—মেজো মামা, জুতোয় কি ছারপোকা হয়েছে?

মেজো মামা জানলার কাছ থেকেই বললেন—আগে এদিকে পালিয়ে আয় তারপর বলছি, ওদিকে কি উড়ছে দেখতে পাচ্ছিস না!

—ওতে আমার কিছু হবে না মেজো মামা।

—হলে তখন রক্ষে থাকবে না, বিগব্রাদার তেড়ে আসবে।

মেজো মামা রেগে গেলেই বড় মামাকে বিগব্রাদার বলেন! পূবের জানলা দিয়ে ঘরে বাঁকা হয়ে একফালি রোদ এসে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। সেই রোদের রেখায় অজস্র তেল মেশানো কীটনাশক পদার্থের কণা ভেসে বেড়াচ্ছে। খবরের কাগজে তেলের ছিটে ছিটে দাগ ধরেছে।

জানলার দিকে সরে যেতেই মেজো মামা বললেন—জুতোর গন্ধ মারছি। এরপর ওর ওপর এক টিন পাউডার ঢেলে, একমাস কাগজে মুড়ে ফেলে রেখে দেবো।

—তাতে কিছু হবে মেজো মামা?

—আলবাৎ হবে। ওর বাবা হবে। পাউডারে ঘামের গন্ধ চলে যায় জুতোর গন্ধ যাবে না?

—আমাদের সিনেমার কি হবে মেজো মামা?

—হবে, যাওয়া হবে। আমি তো আর বিগব্রাদারের মত নই, কথায় কথায় ব্লাফ। তুমি রেডি! আমি তো রেডি হয়েই আছি। পাঞ্জাবি চড়াবো, পুরোনো স্লিপারটা পায়ে গলাব, আর বেরিয়ে পড়ব।

—আমিও রেডি। কেবল জুতোর ফিতে বাঁধতেই যা একটু সময় লাগবে।

—তুই চটি পরিস না কেন? চটি কত হাল্কা!

বড় মামা বলেছেন, জুতো ছেড়ে চটি পরলে পা বাইশ শো বাইশ হয়ে যাবে, যেমন আপনার হয়েছে!

—কে বলেছে? বিগব্রাদার! বিগব্রাদার বলেছে—তাই না।

www.BanglaBook.org

মেজো মামার চশমার কাঁচের আড়ালে বড় বড় চোখ আরও বড় বড় হয়ে উঠল। হাতের স্প্রেয়ারটা ঠক্ করে জানলার গবরেটে রাখলেন।

এই রে, সেরেছে রে! আর এক অশান্তি পাকিয়ে উঠল। কেন মরতে বলতে গেলুম। মেজো মামা টেবিলের টানা থেকে একটা স্কেল বের করলেন। স্কেলটা হাতে নিয়ে সোজা বড় মামার ঘরে। আমাকেও পেছন পেছন যেতে হলো। কি থেকে কি হয়ে যায়! সামাল দিতে হবে।

বড় মামা চোখে একটা কালো গগলস লাগিয়ে চুপ করে চেয়ারে বসে আছেন। হাত দু'টো কোলের ওপর নেতিয়ে আছে। মনে হয় ধ্যানস্থ! চশমার আড়ালে চোখ দু'টো বোজানো মনে হয়। ঠিক তাই।

মেজো মামা দুম করে ঘরে ঢুকতেই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে এলি!

মেজো মামা কাজের মানুষ। উত্তর-টুত্তরের ধার ধারেন না। বড় মামার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে ডান পাটা ধরে টানাটানি শুরু করেছেন। স্কেলের ওপর পাটা তুলতে চাইছেন। মাপ নেবেন। বড় মামা চোখ খোলেননি। সেই একই ভাবে বসে থেকে বলছেন—কে সন্তু এলি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না, আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হ, শরীর ভাল থাক, জীবনে উন্নতি হোক; ওভাবে পায়ে খোঁচা মারিসনি। নখটা আজ কাটবি। করছিস যখন দু'পায়েই প্রণাম কর। এক পায়ে প্রণাম করলে গোদ হয় না!

মেজো মামা ঝট করে নিজের পাটাও মেপে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এক সেন্টিমিটার কম। বুঝলে, আমার পায়ের মাপ তোমার চেয়ে এক সেন্টিমিটার কম।

বড় মামা বললেন, তাতে কি হয়েছে, জল পড়লে সব কাপড়ই একটু টেনে যায়। তোমার তো তবু এক সেন্টিমিটারের ওপর দিয়ে গেছে। আমার কি হয়েছে জানো—এই সেদিন যে নতুন পাঞ্জাবিটা করালুম, যেই জলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে টেনে গিয়ে, হাত দুটো উঠে গেল কনুইয়ের কাছে। আর ঝুল? তুমি অবাক হয়ে যাবে, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। তুমি এক কাজ কর না, আমার আর একটা নতুন পাঞ্জাবি—ব্র্যাণ্ড নিউ। হালকা

www.BanglaBook.org

চাপা ফুলের মত রং। ভারি সুন্দর মানাবে তোমাকে। তোমার চেহারাটা পাঞ্জাবিতে খোলে ভাল।

বড় মামা চেয়ার থেকে উঠে কাপড় জামার আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

মেজো মামা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বড় মামা আলমারি খুলে এ তাক সে তাক ঘেঁটে ফিকে হলেদেটে রঙের একটা পাঞ্জাবি বের করলেন। বেশ সুন্দর দেখতে। পাঞ্জাবিটা ঝেড়ে পাট খুলে মেজো মামার হাতে দিয়ে বললেন—এসব জিনিস প্রোফেসারদেরই মানায়। রংটা দেখেছিস? তখন ঝোঁকে পড়ে নিজের জন্যে করিয়েছিলুম। একদিনও গায়ে উঠল না। কখন পরব বল? তুই পর। বেশ মানাবে তোকে। ফর্সা টকটকে চেহারা। মনে হবে ঠিক যেন সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিস।

মেজো মামা পাঞ্জাবিটা হাতে নিলেন। চমৎকার সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। বড় মামা জামাকাপড়ের মধ্যে খালি ধূপের প্যাকেট গুঁজে রাখেন।

মেজো মামা—তোমার পাঞ্জাবি আমার গায়ে হবে কি?

—আলবাৎ হবে। আমাদের দুজনেরই এক হাইট এক বুকের মাপ।

—কেবল পায়ের মাপটেই যা আলাদা।

—তা হতে পারে, কিছু মনে করিসনি, তোর পা দুটো একটু অডসাইজ, অনেকটা তুষার মানবের মত।

—ওইটা তোমার কমপ্লিটলি ভুল ধারণা। তুষার মানবের মত পা হল তোমার। ইয়া বাইশ শো বাইশ।

বড় মামা একটু শব্দ করে হেসে বললেন—এই তো আমার পায়ের ধুলো নিলি। কি মনে হল তোর? মনে হল না যেন গৌরাঙ্গদেবের পায়ে হাত দিচ্ছিস? এসব পা ছবিতে দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পা। তোর পা-টা রামায়ণেই পাবি! তবে এ পক্ষে নয় ও পক্ষে। রাবণ-টাবনের মনে হয় এই রকম পদযুগল ছিল।

মেজো মামার এক হাতে পাঞ্জাবি অন্য হাতে স্কেল। চোখ দুটো আবার বড় বড় হচ্ছে। মেজো মামা বললেন—দেখছো আমার হাতে কি?

www.BanglaBook.org

বড় মামার এতক্ষণে মেজো মামার হাতের স্কেলটার দিকে নজর পড়ল। —স্কেল দিয়ে কি করবি? পেটাবি নাকি?

মেজো মামা যেন একটু লজ্জিত হলেন—ছি ছি, পেটাব কেন? স্কেল দিয়ে কেউ পেটায়! স্কেল হল মাপের জিনিস। তুমি যখন চোখ বুজিয়ে বসেছিলে তোমার পা-টা আমি মেপে ফেলেছি।

—জুতো কেনার জন্যে কেউ স্কেল দিয়ে পা মাপে? ভগবান তোকে কবে একটু সাধারণ বুদ্ধি দেবেন! তোর মাথা বোঝাই অসাধারণ বুদ্ধি। আর আমার এখন জুতো কি হবে? আমার তিন চার জোড়া রয়েছে। জুতো দরকার তোর। আমার ওই কুকুরটা, চার্লসটা, ওর স্বভাবটা বিশেষ ভাল নয় রে। খাস আইরিশ কুকুর হলে হবে কি, পশ্চিমবাংলার আবহাওয়ায় কী রকম বিগড়ে গেল। তা' না হলে তোর জুতোটা ওভাবে চিবোয়! আমি তোকে এক জোড়া দামী স্লিপার প্রেজেন্ট করব। বি ওয়ার দোকানের হাল ফ্যাশানের স্লিপার। কাগজ কেটে মেপে তোর পায়ের মাপটা খালি আমাকে দিয়ে যা। ও, তুই তো আবার মাপ নিতেই জানিস না। স্কেল হাতে ঘুরছিস। দাঁড়া, আমি মাপটা একেবারে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি।

মেজো মামার আবার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে। বড় মামা একটা ফালি কাগজকে ভাঁজ করে করে সরু মত করে মেজো মামার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসেছেন। আমাকে বললেন—টেবিলের ওপর থেকে পেনসিলটা দাও তো! পেনসিলটা হাতে নিলেন। মেজো মামাকে বললেন—নাও, তোমার ডান পা'টা এই কাগজটার ওপর ফেলো।

মেজো মামা একটু ইতস্তত করছেন।

—কি, হল কি তোমার? রাখো না পা-টা, রাখো।

—তুমি গুরুজন। তুমি আমার পায়ে হাত দেবে কী!

—অদ্ভুত তোর কথা! আমি যেমন তোর দাদা তেমনি তোর বন্ধু। আমার চেয়ে বড় বন্ধু তোর কে আছে রে ব্যাটা। নে, পা-টা রাখ? দেখছিস তখন থেকে উবু হয়ে বসে আছি। ভুঁড়িতে টেরিফিক চাপ পড়ছে।

মেজো মামা অবশেষে ডান পা-টা মেঝেতে পাতা ফালি কাগজটার ওপর রাখলেন।

www.BanglaBook.org

—গোড়ালিটা একটু পেছাও। অ্যা অ্যা, ঠিক হয়েছে, এইবার ছাখো তোমার বুড়ো আঙুলটার মাথায় এই পেনসিলের দাগ দিলুম। নাও, পা তোলো।

মেজো মামা পা তুলে নিলেন। বড় মামা কাগজটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এই হোলো তোমার পায়ের মাপ। এইবার আমি লি ওয়ার দোকানে গিয়ে এটা ফেলে দিয়ে বলব—জুতা নিকালো। সব কিছু শিখতে হয় প্রোফেসার! এই কায়দাটা আমি শিখেছি আমার বাবার কাছ থেকে।

—আচ্ছা, এবার তোমার পা-টা ওর ওপর ফেল তো বড়দা। দাঁড়াও তার আগে তোমাকে একটা প্রণাম করি।

মেজো মামা বড় মামাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—এটা আমি কার কাছে শিখেছি জানো? আমার বাবার কাছে।

—তোর আর আমার তো একই বাবা রে।

দু মামা অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কত বড় একটা আবিষ্কার। কিছুক্ষণ পরে দুজনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর ঠিক সেই সময় মাসীমা দুকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বড়মামা বললেন—আঃ জাস্ট ইন টাইম! তুই হাত গুণতে জানিস রে কুশী।

দুই মামাই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ফুড়ুর ফুৎ করে চুমুকে চুমুকে চা চলছে দু ভায়ের। আমেজে কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। বড়মামাকে আমিই মনে করিয়ে দিলুম—বড় মামা, আপনি কিন্তু আজ সকাল থেকে চা খাওয়া ত্যাগ করেছেন।

ঠোঁটের কাছে কাপটা ধরা ছিল। সবে আর একটা চুমুকের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। থেমে গেলেন। কাপটা নেমে এল। বড় মামার মুখটা ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নিলেন।

ইস! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি। প্রায় আধ কাপ খেয়ে ফেলেছি রে।

মেজো মামা বললেন—এতে কিসের কী আছে? চা তো খাবারই জিনিস।

—আমি যে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি রে।

—কেন, তোমার কি লিভার বিগড়েছে? না, রাতে ঘুম হচ্ছে না?

www.BanglaBook.org

—না না, ওসব নয়। ধর্মীয় কারণে, ধর্মীয় কারণে।

—রাখো তোমার ধর্ম। কোন্ ধর্ম চা খেতে বারণ করেছে—এমন সাত্ত্বিক নির্ভেজাল পাতা ফোটানো জল! খেয়ে নাও।

বড় মামা এক চুমুকে চা-টা খেয়ে নিলেন। খালি কাপটা রাখতে রাখতে বললেন—জয় গুরু।

মেজো মামা বললেন—নাও, জামা কাপড় পর। আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যাবে। মর্নিং শো।

—সিনেমা? সিনেমা যে আর দেখবো না রে! দেখলেও ওই চৈতন্য মহাপ্রভু, কি বামাক্ষ্যাপা কিম্বা যুগাবতার জাতীয় ছবি। আমার গুরু পরমানন্দ···

—রাখো তোমার পরমানন্দ। এই নিয়ে তোমার সাতজন গুরু হল। কোন গুরুকেই তো শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারো না।

—না রে, এবার খুব ধরেছি। দুজনেই দুজনকে মোক্ষম ধরেছি। একেবারে কাছিমের কামড়।

—ঠিক আছে, সে তোমরা কামড়াকামড়ি কর। এখন পাঁচ মিনিট সময় দিলুম, রেডি হয়ে নাও। নইলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবো।

হ্যাঁ, বড় মামা বলে, আমি কোমর জড়িয়ে ধরলুম। যেতেই হবে। যেতেই হবে।

তিনজনে পাশাপাশি বসে মজা করে সিনেমা দেখা হল। বড় মামা একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমরা প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। মেজো মামা এক সময় বললেন—কার যেন নাক ডাকছে!

—বড় মামার, মেজো মামা।

আমি বসেছিলুম মাঝখানে। মেজো মামা বললেন—ডেকে দে। আস্তে একটা খোঁচা মার।

বড় মামা চোখ চেয়ে বললেন—কি করব বল? একটা লাইন ইংরিজী বুঝতে পারছি না। অ্যামেরিকানরা কি ভাষায় কথা বলে বল তো? মেজোকে জিজ্ঞেস কর তো, ফাইটিং-টাইটিং কখন হবে?

—এইবার হবে, তুমি জেগে থাকো।

www.BanglaBook.org

বড় মামা সাঁ করে এক টিপ নস্যি নিলেন। পর্দায় তখন সবে একটা প্লেন উড়ছে। শব্দে শব্দ মিলে গেল। তা না হলে ওপাশের লোকটি বড় মামার উপর বিরক্ত হতেন।

বড় মামা হল থেকে বেরিয়ে বললেন—বেশ জম্পেস বইটা।

মেজো মামা বললেন—তুমি আর দেখলে কোথায়? তোমার তো নাক ডাকছিল।

—দূর, নাক ডাকবে কেন? নাকটা বুজে গিয়েছিল। যেই নস্যি নিলুম ছেড়ে গেল। ফাস ক্লাস হয়ে গেল। বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলুম রে মেজো?

—কি আবার হল?

—ওই কুকুরটা। কুকুরটা দেখলি? মেমসাহেবের কোলে ছিল। ওই রকম একটা ল্যাপ ডগ কোথায় পাওয়া যায় বল তো?

আমরা বড় মামার গাড়িতেই এসেছি। গাড়ি স্টার্ট নিল। বড় মামার সেই কথা—একটা ল্যাপ ডগ···

গাড়ি বাজারের রাস্তায় ঢুকতেই বড় মামা ড্রাইভারকে বললেন—লি ওয়ার দোকানের সামনে দাঁড় করাও তো।

লি ওয়ার বউ লম্বা টেবিলে ছুরি দিয়ে আনাজ কাটছিল। ভেতরের ঘরে সেলাই কল চলার খটখট আওয়াজ হচ্ছে। বড় মামা বললেন—সাহেব কোথায়?

চীনেরা সবসময় যেন হেসেই আছে। হাসলে ওদের মুখে কী সুন্দর টোল পড়ে! চীনে মেমসায়েব ওদের দেশের ভাষায় তড়বড় করে কি সব বলতেই ভেতরের ঘর থেকে কাঁচি হাতে ঝকঝকে চেহারার এক চীনে সায়েব বেরিয়ে এলেন। বড় মামা বললে—এই যে তাই চুং, এই মাপের তোমার তৈরি বেস্ট এক জোড়া চটি লাগাও।

চুং সাহেব কাগজটা হাতে নিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা স্কেলের ওপর ফেললেন স্কেলটার একটা দিকের কোণটা উঁচু। মেপে-টেপে স্ত্রীকে বললেন—নাম্বার সেভেন ডায়নামো।

মেজো মামা বললেন—দেখলে তো বড়দা, স্কেল দিয়েই পা মাপে।

—সে তো অ্যালুমিনিয়ামের একটা স্কেল, নট ইওর প্লাস্টিক।

www.BanglaBook.org

মই বেয়ে ওপরে উঠে মহিলা একটা বাকস ছুঁড়ে দিলেন। চীনে সায়েব খপ করে লুফে নিলেন। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছি, মহিলা কি করে খড়ম পায়ে অমন অক্লেশে মই বেয়ে ওপরে উঠলেন। জুতোটা ভারি সুন্দর। বড় মামা মেজো মামার হাতে জুতোটা দিয়ে বললেন—কী, পছন্দ ?

মেজো মামা লাজুক লাজুক মুখে বললেন—বেড়ে দেখতে। একটু শুঁকে দেখবো বড়দা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখ না, এসব পাকা চামড়ার জুতো।

মেজো মামা শুঁকছেন, সায়েব জিজ্ঞেস করলেন—আপনি পরবেন বাবু ?

বড় মামা বললেন—হ্যাঁ, ওই তো পরবে।

সায়েব অবাক হয়ে বললেন—তাহলে কাগজে মাপ এনেছেন কেন ? দেখি, পা দেখি। পা থাকতে কাগজে কেন ?

গাড়িতে বসে বড় মামা বললেন—আই অ্যাম এ ফুল। মেজো মামা বললেন – আই অ্যাম অলসো এ ফুল। দু'মামার মাঝখানে জুতোর বাকস। দুজনে কোরাসে বললেন—আমরা দুজনেই দুটো পাঁঠা। হে হে হে !

BanglaBook.org

৫

বড় মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা। চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, "বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল। একটা বিস্কুট দেওয়া আমার ডিউটি এই নাও। গেট আউট, গেট আউট। না না, ডোন্ট টাচ্ মাই বডি, উঁহুঁ উঁহুঁ, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন ! মোহন ! ইডিয়েট মোহন ?"

মেজো মামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজো মামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে

www.BanglaBook.org

বলছিলেন যেন এইমাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজো মামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে তখন আর কাপ ডিশের খেয়াল থাকে না। বড় মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন, মোহন' করে চিৎকার করছেন, মেজো মামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গেঁথে নাচাচ্ছেন। বড় মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, "বলে এসো তো, মোহন মারা গেছে। আর বলে এসো, ডোণ্ট শাউট।"

মেজো মামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সবচেয়ে বড় সুযোগ। সকালবেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বলবেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ'ভল্যুমটা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো বারো, কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে-উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো, ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো! গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি জন্যে আসা! এসেছি বাগানের আম, জাম, জামরুল, ফলসা খেতে।

বড় মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো। দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছে ছোট টেবিলে দরজার দিকে পিছন ফিরে বড় মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড় বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড় মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচালো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড় মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে বড় মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে

www.BanglaBook.org

চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন'।

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড় মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড় মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, "কোথায় থাকিস রাসকেল! ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে! বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কেন বড় মামা?"

আমার গলা পেয়ে বড় মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, "ও তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে গেলেন?"

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড় মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে! উচ্ছন্নে গেছে!"

"কেন বড় মামা?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী! বড় মামার কুকুর কথা বলে নাকি!

"ও কী করে বলবে বড় মামা! ও কি কথা বলতে পারে?"

"সব পারে, সব পারে, ওর মত পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি। অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কী, তোমার মেজোমামাকেও ছাড়িয়ে যায়!"

আবার মেজো মামাকে ধরে টানাটানি কেন? মেজোতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড় মামা কবে নাকি গোলাপখাস বলে নার্সারী থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাগানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

www.BanglaBook.org

সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এবছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল কাল রাতে। মেজো মামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই ব্যালাব্যাম্ বলে মুখের একটা শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, "বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস! এর নাম তেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল! দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।"

বড় মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড় মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ! কিন্তু মেজোর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন, "জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা! গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়। তবেই না তার টেস্ট। তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।"

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দুভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল, বড় মামার গাছ বড় মামারই থাক, মেজো মামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোক হয়ত সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড় মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজো মামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, "কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।"

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড় মামা বললেন, "ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।"

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড় মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, "মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটা পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনের টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই

www.BanglaBook.org

অকৃতজ্ঞ কুকুর আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।"

বড় মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, "বুঝেছিস? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। না না, নো ন্যাজনাড়া, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।"

লাকি সামনের থাবায় সেইভাবে মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড় মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে শুতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজো মামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে কুকুরকে পেটের উপর ফেলে বড় মামা যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কিছু তো এখনও মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে আর কথা হচ্ছে "হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তুই এবার একদিন মানুষের মতো কথা বলবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে তুই ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে। উহু উহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিত হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে?"

সেই কুকুর কী এমন করল! এই সাতসকালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে! মেজো মামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন, "কী হল হে তোমার! এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন! গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।"

বড় মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, "জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনশাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণিতত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে জানে কিনা। ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর ভগবান এই সব নিয়ে ভেবে ভেবে মরে গেলেন।"

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, "এখুনি আসছি, মেজো মামা।"

"ধ্যাত্! তোর আঠার মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ

www.BanglaBook.org

যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।"

কথা শেষ করেই মেজো মামা, 'মোহন, মোহন' করে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দু'জনে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন।'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল। চীৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড় মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে, রাস্তার দিকের জানালায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম। কেন কুকুরটা ওরকম করছে! সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পুটুক পুটুক ল্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মতো কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরনের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটা কথাও নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায়! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

"আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।" বড় মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি, "সকালেই তোমাকে আমি ভাল কথায় বুঝিয়েছি বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো, ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেল। আমি যতক্ষণ আছি আমার সঙ্গে ঘোরো, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।"

"এই যে মোহন", বড় মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম মোহন

www.BanglaBook.org

মেজো মামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। "ফার্স্ট আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আসবি।"

মেজো মামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "ফার্স্ট সেকেণ্ডের কি আছে রে! তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি।"

বড় মামা বললেন, "বা হে বাঃ, খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্যে কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে!"

"কিমা! কুকুরের কিমা!" মেজো মামা এমনভাবে হাসলেন যেন বড় মামা অদ্ভুত উদ্ভট কোনো কথা বলেছেন। তারপর বড় মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, "জানো না, রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেনস আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি, দারু, হরিদ্রা, তাতে দিবি গোলাপের জল, বড়িটাকে ১৫ মিনিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে।"

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজো মামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, "মূর্খ হয়ে থাকতে চাস! জানিস পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।"

আমি বললুম, "তাই তো হাঁসের মত দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।"

"উল্টে গেল হে, উল্টে গেল", কথা বলতে বলতে মেজো মামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন—"বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।" মেজো মামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চেয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল। বড় মামা এমনিই জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন।

www.BanglaBook.org

নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন দেড় মাইল দূরের বাজার থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না! তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু'মামা আর এক মাসীর কাণ্ডকারখানা চলছে এ বাড়ীতে। বড় মামা ডাক্তার। মেজো মামা প্রফেসার। মাসী সকালের স্কুলের টীচার। বাড়ীতে গরু আছে, পাখী আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝে-মাঝেই বড় মামা মেজো মামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামিমা। বুড়ী দিদিমা। ছেলেদের উপর রাগ করে কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড় মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজো মামা বললেন, "বাব্বা! বড়বাবু কী ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে। কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো ওষুধ আগে না কুকুর আগে?"

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসী এসে গেলে তবু আর একবার মুখরোচক খাবার-দাবার জুটত।

মেজো মামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাবলে দেখছি, উহুঁ ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরী হবার তো কথা নয়! বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন। এসব রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেও পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এলো, লঞ্চে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে!"

হঠাৎ দূরে মোটরবাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানালার কাছে সরে এলুম। মেজো মামা বললেন, "মনে হচ্ছে বড়বাবু!" হ্যাঁ বড়বাবু, লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড় মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো। বড় মামার দশহাত পেছনে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও

www.BanglaBook.org

খ্যাড়াখ্যাট্ খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া এক তাগড়া ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে, ভোলা-ভক্তর সংখ্যা কম নয়।

মেজো মামা বললেন, "সেরেছে! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটরবাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর ওই পিলে-ফাটানো শব্দ! কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!"

মেজো মামা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে। বড় মামা হারেন, কি ভোলা হারে। রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড় মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশী। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা ভীষণ রেগে গেছে, বড় মামাকে হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড় মামা চিৎকার করে বললেন 'শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরকমে গ্যারেজ করে দে।'

মেজো মামা চিন্তিত মুখে বললেন, "কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো। ষাঁড় তো আর গাড়ি নয়।" দুজনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ। নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায়! মজা দেখার জন্যে আশেপাশের বাড়ির জানালা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তিরদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসেল বাজাচ্ছে।

বড় মামা ওদিককার গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীরবেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বড় মামা বললেন, "একটা কিছু কর তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।" বড় মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরুর ফুরুর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড় মামা আবার আসছেন। বড় মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড় মামা বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের

www.BanglaBook.org

পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদামতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড় মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। দু গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে! ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড় মামা ঘুরে এসেছেন, মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড় মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজো মামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজো মামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড় মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধরা গলায় "লাকি লাকি" করছেন। মাসীও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড় মামার বন্ধু পশুচিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামারই বারেবারে এক প্রশ্ন, "বাঁচবে তো, বাঁচবে তো!"

বরাট বলছেন, "বড় একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।"

সন্ধেবেলা লাকি বড় মামার নরম বিছানায় পাখার তলায় ঘুমোচ্ছে। মাসী চিঁড়ে ভাজছেন। মেজো মামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখটা খুব বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে পিট পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড় মামা দুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড় মামা বললেন, "বুঝলি শান্তি! রাগ চণ্ডাল।"

মেজো মামা বললে, "তুমি ঠিক বলেছ। আমরা দুজনেই ভীষণ রাগী!"

বড় মামা বললেন, "বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।"

মেজো মামা বললেন, "মা-ও তাই। বরং বেশিই ছিলেন।"

www.BanglaBook.org

বড় মামা বললেন, "আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।"

মেজো মামা বললেন, "আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।"

বড় মামা মেজো মামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাত মেলা।" দু মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারাদিন পরে লাকি প্রথম দুবার শব্দ করল— ভুক, ভুক। সঙ্গে সঙ্গে দু মামার উল্লাসের চিৎকার, "লাকি, লাকি।" লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, "ভৌ, ঔ ঔ।"

৬

পল্টুকে পল্টুর মা বললেন—সাইকেলটা নিয়ে একবার দেখনা বাবা, পুজোর সময় বয়ে যায়, ভট্‌চায্যিমশাই এখনও কেন আসছেন না। পুজো শেষ হলে তোর বাবা আবার অফিস বেরোবেন।

পল্টু সবে সাইকেল চালাতে শিখেছে। এসব কাজে তার মহা উৎসাহ। সে সাইকেলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির উত্তরদিকের রাস্তাটা এঁকে বেঁকে ফাঁকা মাঠ, কখনও বাগান, কখনও পুকুর, কখনও কাঁচা ড্রেনের পাশ দিয়ে ভট্‌চায্যিমশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেছে। বেশি দূরও নয়। মাইলখানেক পথ। বাঁদিকের ফাঁকা মাঠটাই ছিল পল্টুর সাইকেল শেখার জায়গা। মাসখানেকেই সে নিজেকে সাইকেল একসপার্ট ভাবে। তাকে যিনি সাইকেল শিখিয়েছিলেন সেই বিশুকাকা বলেছেন—প্রায় তৈরি হয়েই গেছ, এখন যত চালাবে তত সাহস বাড়বে তত ব্যালেনস্ আসবে! কখনও ভয় পাবে না। ডোণ্ট গেট নার্ভাস।

পল্টু এমনি ভালই চালায়। তার কেবল দুটো অসুবিধে। প্রথম অসুবিধে হল প্যাডেলে পা রেখে ওঠা, উঠে সিটে বসা। দ্বিতীয় অসুবিধে হল সেই একই ভাবে প্যাডেলে পা রেখে নামা। ওই দুটো সময়ে তার হাত লগবগ করতে থাকে। সাইকেলের গতি সাপের মত এঁকে বেঁকে যায়। সামনে কেউ এসে পড়লে আরও বিপদ। বিপদ পল্টুর যত না, তার চেয়ে বেশি সামনে যিনি পড়বেন তাঁর।

www.BanglaBook.org

ইদানীং পল্টুকে অনেকেই ভয় পায়। নতুন সাইকিল্ট আর ষাঁড় দুটোই সমান বিপজ্জনক। বিশুকাকা বলেছেন—জান পল্টু জল না খেলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, আছাড় না খেলে তেমনি সাইকেল শেখা যায় না। পাড়ার লোকে পল্টুকে আজকাল তালিমারা পল্টু বলে। জামা-কাপড়ের বাইরে তার শরীরের যতটুকু অংশ দেখা যায় তার প্রায় সর্বত্রই ঢ্যারা ঢ্যারা স্টিকিং প্লাস্টার। না পড়লে সাইকেল হয়ত শেখা যায় না সত্যি, তবু পল্টু যেন পতনের রেকর্ড করে ফেলেছে। পল্টুর বাবা বলেছেন—তোকে দেখলেই মনে হয় কেউ যেন তোর ওপর ঘর কাটা-কাটি খেলেছে। শরীরে ক'ইঞ্চি চামড়া আর খালি আছে মেপে দেখেছিস! সবটাই তো স্টিকিং প্লাস্টার, যেন ছাদের ওপর জল ছাদ।

কোন রক না পেলে পল্টু সাইকেলে উঠতে পারে না, রক না পেলে নামতেও পারে না। সাইকেল নিয়ে বেরোতে দেখে পল্টুর বাবা বললেন,—দুর্গানাম জপতে জপতে যাও। দেখো কোনও বিপদ বাঁধিও না। ও রাস্তাটার ডানপাশে বিশাল ড্রেন, সোজা তার মধ্যে ঢুকে বসে থেকো না। বাঁ দিকটার জন্যে ভাবি না, বাগানের বেড়া। বড় বৌ তুমি ওকে না পাঠালেই পারতে। ভট্চাজমশাইকে তো বলাই আছে। হয়ত একটু দেরি হচ্ছে।

—তুমি অত পুতুপুতু কোরো না তো, ব্যাটাছেলেকে একটু ডাকাবুকো হতে হয়, যা দিনকাল পড়েছে। ভট্চাজমশাই বুড়ো মানুষ, হয়ত ভুলেই বসে আছেন! মনে নেই ও মাসের সত্যনারায়ণের সময় কি করেছিলেন! তুমি না গেলে বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়াই চলত সারাদিন।

—আহা ঝগড়া তো হবেই। বুড়ীর যেমন কাণ্ড। খড়ম দিয়ে কয়লা ভাঙ্গতে গেছেন! খড়ম দু আধখানা। মনে নেই, তুমি বললে না, বাবা আপনার পায়ে দেড়খানা খড়ম কেন? আমি আবার সেই দিনই দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে একজোড়া বেলিওলা খড়ম কিনে নিয়ে এলুম।

পল্টু বেরোতে বেরোতে দরজার গোড়া থেকে বললে—কিচ্ছু ভেবো না বাবা, আমি একটু বাঁ দিকেই যা টাল খাই, পড়লে বাগানের বেড়ার দিকেই পড়ব, নর্দমায় পড়ার চানস্ নেই।

www.BanglaBook.org

—তুই হেঁটে যা না বাবা। সকালের রাস্তা, লোক চলাচল বেশি।

—তা হলে সাইকেলটা শুধুশুধু কিনে দিলে কেন?

—সে তোমার মার পাল্লায় পড়ে।

মা বললেন, চুপ কর তো। তোমার বড্ড বকবক করা স্বভাব।

পল্টু নিজেদের বাড়ির রকে সাইকেলে উঠতে উঠতে বললে—বাবারা ভীষণ ভীতু হয়! সব সময় এই কোরো না ওই কোরো না। এই করলে তাই হয়, তাই করলে এই হয় ঘোড়ার ডিম হয়।

কিছু দূরেই যতীশবাবু বাজার করে ফিরছিলেন। পল্টুকে সাইকেলে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি মুদির দোকানের রকে উঠে পড়লেন। হরিসাধন ওজন করতে করতে বললে—কি হল কাকাবাবু?

—প্রাণটা বাঁচাই ভাই। সেই মারাত্মক ছেলেটা আসছে। সেদিনে ধাক্কা মেরে আমার ছ'লিটার কেরোসিন তেল নর্দমায় ফেলে দিয়েছে।

—একপক্ষে ভালই করেছে, নর্দমায় তেল পড়ে না, তবু আপনার তেলে মশা একটু কমবে।

যতীশবাবু খেপে গেলেন তোমার আর কি বল, মুদির ছেলে নারঙ্গি বসে বাজায় সারেঙ্গি।

পল্টু কিন্তু এসব কথার কিছুই শুনতে পেল না। সে সিটে বসেছে, বাঁ পা-টা তখনও রকে। ডান পা-টা প্যাডেলে। বাঁ পা দিয়ে ঠ্যালা মেরে সাইকেলটা ছাড়ার আগে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে নিচ্ছে। বাঁ পায়ের ঠ্যালাটা বোধহয় একটু বেমক্কা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধার ছেড়ে কোনাকুনি লগবগ করতে করতে সামনের চাকাটা তুলে দিল রাস্তার ওপাশে ঘুমন্ত একটা কুকুরের ন্যাজে। কুকুরটার এমনিতেই পাড়ায় তেমন সুনাম নেই। তার ওপর সারারাত ঘেউ ঘেউ করার পর সবে একটু ঘুমিয়েছে। তাও রাস্তার একপাশে ছাই গাদায়। কুকুরটা বেঁকে খ্যাঁক করে উঠল। পল্টু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাঁ দিকে হ্যাণ্ডেলটা বাঁকাবার। প্রায় সামলে এনেছিল। কুকুরের ধমকানিতে বেসামাল হয়ে হুড়মুড় করে বাঁদিকে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা ন্যাজের যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করছে। সাইকেলটা পল্টুর পাশ বালিশ হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

যতীশবাবু দেখলেন এই সুযোগ। ছোকরা ঠেলেঠুলে উঠতে উঠতেই তিনি পাশ কাটিয়ে পালাতে পারবেন। পল্টুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, দু চাকায় তোমার চলবে না বাপু। বাবাকে একটা তিন চাকা কিনে দিতে বল।

ধুলোটুলো ঝেড়ে পল্টু সাইকেলটা নিয়ে কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে। আগের মত আর লাগে না। পড়ে পড়ে শরীর শক্ত হয়ে গেছে। তবু বাঁ পায়ের ওপর দিকটা চেনের দাঁত লেগে বেশ জখম হয়েছে। সে আবার রকের কাছে ফিরে এল। আগের কায়দাতেই সাইকেলে উঠল। এবার আর ভগবানকে ডাকা নয়। ভগবান নেই। ভগবান থাকলে এতদিনে সমস্ত স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। অঙ্কের স্যারের মারের হাতটা একটু কমত। প্যাডেলে পা রেখে বিশুকাকার মত সাইকেলে উঠা নামাটা রপ্ত হয়ে যেত।

পল্টু এইবার সাবধানে স্টার্ট দিল। যাক এবারে কোনও বিপদ হল না। রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। মোড়ের মাথায় বেল বাজানোর নিয়ম। নিয়মে কোনও ভুল হয় নি। সে আইন মতই কাজ করেছিল। বেআইনী ব্যাপার করল কিশোরী। তার দামড়া মোষটাকে সামনে রেখে সে পেছন পেছন আসছে বালতি হাতে। মোষে আর গাড়ীতে কতটুকু তফাৎ! কিশোরীর হাতে একটা হর্ন থাকা উচিত ছিল। কি হচ্ছে বোঝার আগেই, পল্টু দেখল তার মুখ যেদিকে সেদিকে সে যাচ্ছে না, সে তুলকি চালে পেছন দিকে চলেছে। সাইকেলের সিট থেকে সোজা মোষের পিঠে। কিশোরীর গ্রাহ্যই নেই। সে যেমন গান গাইছিল সেই রকমই গান গাইছে—আরে রামুয়া চলে আগেরে ভাই, লছমনুয়া চলে পিছে, হাঁড়ুমাঁড়জী থক গইলবা, সীতামায়ী রোয়ে! মোষের পিঠে বসে বসেই পল্টু দেখলে তার সাইকেলটা পাশের একটা বাড়ির দেয়ালে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে।

—এই কিশোরী, কিশোরী আমাকে নামিয়ে দাও।

—আরে রামুয়া চলে আগেরে ভাই, লছমনুয়া রে—

—আরে এই কিশোরী···

—কাঁহা সে আগইলবা রে তু!

www.BanglaBook.org

—কিশোরী নামিয়ে দাও, তোমার মোষের গায়ে বেজায় গন্ধ। আমার প্যান্টে গোবর।

গোবর বলেই পল্টুর খেয়াল হল গরুর গোবর হয়, মোষের তো গোবর হবে না, মোবর হবে। কিশোরী হাতের তালুর খইনিটা মুখে ফেলে সেই হাতেই পল্টুকে মোষের পিঠ থেকে নামিয়ে নিল।

পল্টু সাইকেলটাকে তুলল। হ্যাণ্ডেলটা একটু বেঁকে গেছে। সামনের চাকাটাকে দুপায়ের ফাঁকে রেখে হাতের চাপে ঠিকঠাক করে নিল। এখন আবার একটা রক চাই তবেই সে সিটে বসতে পারবে। দুটো বাড়ির পরেই একটা রকঅলা বাড়ী। পল্টু সেই পর্যন্ত সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বিশুকাকা ঠিকই বলেছিলেন—মাস খানেক সাইকেলটাকে শুধু হাঁটাবি। সাইকেলের সঙ্গে গল্প করবি। স্বভাবটা বোঝার চেষ্টা করবি। এইভাবেই ভাব ভালবাসা হবে। আর সাইকেল চালাবার সময় ভুলেই যাবি যে সাইকেলে আছিস। তা না হলেই হাত লগবগ করবে। পড়ে যাবার ইচ্ছে হবে। সাইকেল আর সাহস দুটো শব্দেরই প্রথম অক্ষর স।

পল্টু গুরুজনদের উপদেশ ভীষণ মেনে চলে। তবু সব ব্যাপারেই কেন যে সে তাল রেখে চলতে পারে না মাঝে মাঝে ভাবলে কূল কিনারা করতে পারে না। সাহস তো ভয় কম নয়। ভয়টা কিসের! বিশুকাকা বলেছেন, সাইকেল যখন চালাবি, মনে করবি, তুই যেন হাড়গোড় ভাঙা দ। সেই ভাবেই পল্টু চালাবার চেষ্টা করছে। করলে কি হবে, সাইকেলের হাতলে তার মুঠো দুটো এমন শক্ত হয়ে আছে, মনে হচ্ছে, হাতলটা যেন পালাতে চাইছে, আর সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে আছে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে সাদা, ন্যাজ মোটা একটা বেড়াল বেরিয়ে এল। বেড়ালটা রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে। পল্টু ভেবেছিল বেড়ালটা পার হয়ে যাবে তাই সে বাঁ দিক দিয়ে পাশ কাটাতে গেল। পল্টু ভীতু নয়, ভীতু বেড়ালটাই। বেড়ালটা হঠাৎ ব্যাক করল। যে ঝোপ থেকে বেরিয়েছিল সেই ঝোপেই ঢুকতে চাইল। কে বলে বেড়াল বুদ্ধিমান প্রাণী! তা না হলে কেউ রাস্তা পার হতে হতে ওইভাবে বোকার মত পেছিয়ে আসে ধাঁ করে। সোজা পল্টুর সামনের চাকায় এসে আটকে গিয়ে আধপাক ঘুরে ওপরে ঝুলতে

www.BanglaBook.org

লাগল। সেই পাকে একটা পা জড়িয়ে গেছে। পল্টু গেল গেল শব্দে বাঁ দিকে কেতরে গিয়ে একটা বেড়ার ওপর পড়ে গেল। বেড়ালটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। কী চীৎকার! দু চারজন লোক জড় হয়ে গেল।

এক বৃদ্ধা বোকার মত প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ বাবা, মা ষষ্ঠীর বাহনকে কেউ ওইভাবে চাকায় বেঁধে নিয়ে যায়? ছি ছি আজকালকার ছেলেপুলের মুয়ে আগুন! আমাদের কালে বেড়াল ছাড়তে যেতুম বস্তায় পুরে, মুখ বেঁধে। তাও ঠিক ফিরে আসত। হরিদাসীটাকে বস্তায় পুরে আমার কত্তা নদীর ওপাড়ে ছেড়ে এসেছিল, ওমা, তিন দিন পরে দেখি ঠিক ফিরে এসে উঠোনে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। বিশ্বাস কর বাবা, বয়েস হয়েছে মিথ্যে বলব না। কত্তা বললে, ওটা আর একটা বেড়াল। কী বলে, হরিদাসীকে আমি চিনি না! সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ন্যাজ, সেই মিঁয়াও ডাক, সেই ছোঁচকা স্বভাব! রান্না ঘরে কিছু রাখার উপায় নেই। ঠিক ঢাকা খুলে খেয়ে নেবে। বললে কিনা আর একটা বেড়াল! মানুষের যমজ হয়, বেড়ালের যমজ হয় নাকি!

—কি বলছ দিদিমা? বেড়ালের যমজ নয় চারমজ হয়। বিষ্ণু ঘরামী দিদিমাকে জ্ঞান দিল। জমায়েতে নন্দকিশোর ছিল। রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। কাজে যাচ্ছিল বোধহয়, হাতে পাটা, কর্নিক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। সে প্রশ্ন করল—চারমজটা কি রে বিষ্ণু?

—বেড়ালের একসঙ্গে চারপাঁচটা বাচ্চা হয়!

দিদিমা রেগে গিয়ে বললেন—বয়েস হল তিন কুড়ি দশ, তুই আর আমায় শেখাসনি। বেড়ালের একসঙ্গে সাতটা বাচ্চা হতে দেখেছি আমি। সাতটা সাত রকম। বুঝেছিস ড্যাকরা!

পাশের একটা বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। পট্টবস্ত্র পরা পৈতেধারী ভীষণ চেহারার একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন। চোখ দুটো যেন লাল জবা।

—সাত সকালে এখানে কিসের তামাসা? কিসের তামাসা শুনি? জানিস না এটা আমার পুজোর সময়। ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল আমার। বুড়ো দামড়া সব, জানিস আমার হার্টের ব্যামো আছে। জানিস আমি পাঁশকুড়ো থানার দারোগা ছিলুম একটানা সাত বছর। সব পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবো।

www.BanglaBook.org

আবার বেড়াল ডেকে ইয়ারকি হচ্ছে! কে বেড়াল ডাকছে রে?

—আজ্ঞে কত্তামশাই বেড়ালেই বেড়াল ডাকছে।

—বেড়াল নিয়ে তোরা কি কচ্ছিস?

—আজ্ঞে আমরা করিনি। বেড়ালটা সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে গেছে!

—অ্যাঁ, বেড়াল কি সুতো, সাইকেলের চাকা কি লাটাই যে জড়িয়ে যাবে, দেখি সব সরে দাঁড়া। আমাকে দেখতে দে।

পাঁশকুড়ো থানার এক্স-দারোগা এগিয়ে গেলেন। বেড়ালটা স্পোকে জড়িয়ে একফালি সাদা ন্যাকড়ার মত ঝুলছে। পল্টু অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

দারোগাবাবু উঁকি মেরেই বললেন—আরে এ তো দেখছি সেই ছেলেটা। সেদিন আমাকে বাজারের রাস্তায় গুঁতিয়ে দিয়েছিল। আরে এ তো দেখছি আমাদের বেড়ালটা! সাইকেলের চাকায় বেড়াল বেঁধে ইয়ারকি হচ্ছে। অ্যাঁ, ইয়ারকি হচ্ছে। যা খুশী সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে নিয়ে পালালেই হল, তাই না, মগের মুল্লুক পেয়েছ?

—আজ্ঞে পালাতে পারিনি বাবু। আপনার বেড়াল তো, চোর ধরা বেড়াল।

—ওহে ছোকরা, বেড়াল খুলে দাও। তা না হলে ভারতীয় দণ্ডবিধির পাঁচ ধারায় তোমাকে আমি ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, ঘুইরে ছেড়ে দিন।

—ঘুইরে নয়, ঘুইরে নয়, বল ঘুরিয়ে।

—আমরা ঘুইরেই বলি, বাপ ঠাকুদ্দার কাল থেকে বলে আসছি।

—বেশ করেছিস। নাও হে ছোকরা বেড়াল খোল। আজ তোমাকে বাগে পেয়েছি। সেদিন খুউব ধাক্কা মেরেছিলে। একবার সরি পর্যন্ত বলার দরকার মনে করনি। অভদ্র কোথাকার। আজ তোমাকে কে বাঁচায় দেখি।

পল্টু আগেই একবার বেড়ালটার সামনের পা দুটো ধরে টেনে খোলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। অতটুকু ছোট্ট প্রাণী হলে কি হয়। কি ফ্যাঁসফ্যাঁসানি। পল্টু অসহায়ের মত মুখ করে বলল খুলতে যে দিচ্ছে না। কেবল কামড়াতে আসছে। ফ্যাঁস ফোঁস করে।

www.BanglaBook.org

—কামড়ায় কামড়াক ! বেড়াল কি আমি জড়িয়েছি মানিক ? তুমি যে ভাবে জড়িয়েছ সেই ভাবে খুলে দেবে।

ভীড়ের মানুষ উপদেশ দিলেন— চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘোরাও না খোকা, এখুনি খুলে যাবে।

পল্টু চাকাটাকে উল্টো দিকে অল্প একটু ঘোরাতেই, বেড়ালটা মর্মভেদী একটা চিৎকার ছাড়ল। এতক্ষণ ন্যাজটা তবু ঝুলছিল, ঘোরাবার ফলে সেটাও জড়িয়ে গেল পাকে পাকে।

— বিষ্ণুর বুদ্ধিটা একবার দেখেন কত্তামশাই, ন্যাজটাও জইড়ে গেল।

পাঁশকুড়ো থানার ভূতপূর্ব দারোগা হুঙ্কার ছাড়লেন—ওসব ইয়ারকি আমি বরদাস্ত করব না। ওই সাইকেল আমি বাজেয়াপ্ত করে রেখে দেবো।

নতুন ঝকঝকে সাইকেল। সবে পল্টুকে পল্টুর বাবা কিনে দিয়েছেন। খুশি হয়েই কিনে দিয়েছেন। পরীক্ষার ফল ভাল করার পুরস্কার। সেই সাইকেল কিনা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! পল্টু মরিয়া। যা থাকে বরাতে। দুটো পা-ই চুলের বিনুনির মত পাকিয়ে গেছে। সেই পাকের মাঝখানে স্পোক। পল্টু একটা থাবা ধরে উল্টো পাকে খোলার চেষ্টা করতেই বেড়ালটা ফ্যাঁস ফোঁস করে হাতে কামড় বসিয়ে দিল। রক্তারক্তি ব্যাপার।

—দমকলে খবর দেন কত্তা।

—কি যে বল হরিপদ, দমকলে খবর দিতে হয় আগুন লাগলে। এ হল মেকানিকের কাজ।

পল্টুর মনে হল, মেকানিক নয়, এ জট খুলতে পারেন একমাত্র অঙ্কের মাষ্টার মশাই। মাষ্টার মশাই বলেন না, আগে অঙ্কটার দিকে ভাল করে তাকাবে, তাকালেই প্রসেসটা মাথায় এসে যাবে, তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চল। সাল করার কায়দা।

যে বাড়িটা থেকে দারোগাবাবু বেরিয়েছিলেন, সেই বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে এক মহিলা খ্যানখেনে গলায় চিৎকার করে উঠলেন—হল কী তোমার ? কতক্ষণ আমি ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব ? আমার অন্য কাজ কর্ম নেই না কি !

www.BanglaBook.org

দারোগাবাবু ওপর দিকে চেয়ে ততোধিক উঁচু গলায় বললেন--যতক্ষণ দাঁড়াতে বলব ততক্ষণ দাঁড়াবে। এদিকে দেখেছ, তোমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সুখী সাইকেলের চাকায় আটকে গেছে। সামনের পা দুটো বিনুনি হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে উঠলেন—কোন মুখপোড়ার সাইকেল। কে করলে। ওমা আমার সুখীরে!

ভদ্রমহিলা এমন ডুকরে কেঁদে উঠলেন যেন তাঁর স্বামী মারা গেছেন। সকলেই বারান্দার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।—ওরে আমার সুখীরে! কী সব্বোনাশ হল রে!

স্ত্রীর কান্না দেখে দারোগাবাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল—আমার স্ত্রীর হার্টের ব্যামো আছে, যদি মারা যায় তোমার নামে আমি ক্রিমিন্যাল কেস করব। যাবজ্জীবন করে ছেড়ে দোবো। ওরে কে আছিস গোলাপীকে ডাক তো।

—তাকে এখন পাচ্ছেন কোথায় কর্তাবাবু। সে তো কাল রাত থেকে জ্বরে প্রলাপ বকছে।

—তার ছেলেকে ডাক।

—ছেলে তো একমাস হল বাপের ছেঁড়া গরম কোট নিয়ে বোম্বে পালিয়েছে হিরো হবার লোভে।

—তার কারখানার যে কোনো কর্মচারীকে ডাক।

—একমাস হল তার কারখানা তো বসাকবাবুরা কিনে নেছে।

—ইয়ারকি হচ্ছে! সবেতেই তোদের বাগড়া। ডাক যতীশকে, কামারশালের যতীশকে ডাক।

—তা ডাকতে পারি। এই তো নজদিকেই আছে। একটু আগেই তো দেখছিলুম বটতলায় বসে বিঁড়ি ফোঁকা করছে।

—কিচ্ছু শুনতে চাই না, উসকো পাকাড়কে লে আও। বারান্দায় আর এক মহিলা এসেছেন। দ্বিতীয় মহিলা দারোগাবাবুর স্ত্রীকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন—মা, তুমি কেঁদো না মা, কেঁদো না মা। তোমার আবার হাঁপানী আছে, এখুনি টান উঠবে। কেঁদো না মা, কেঁদো না।

www.BanglaBook.org

পল্টু সেই থেকে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। হাতের কবজি বেয়ে সামান্য রক্তের ধারা নেমে রোদে শুকিয়ে গেছে। সে কেবল মাঝে মাঝে মুখে চুকচুক শব্দ করে বেড়ালটাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। এ কি সেই বেড়াল, ভোলালেই ভুলবে। উঃ কী ভাবে জড়িয়েছে দেখো।

ভীষণ জোরে বিড়ি টানতে টানতে ময়লা চেহারার একটি লোক দারোগাবাবুর সামনে এসে খুব রুক্ষ গলায় বললে—কী বলছেন, বলছেন কী? পল্টু দেখলে লোকটিকে সে চেনে। চেনে এই কারণে, লোকটি তার বাবাকে খুব সম্মান করে। কেন করে পল্টু তা জানে না। দারোগাবাবু বললেন—যাও তোমার যন্তরপাতি নিয়ে এস: ওই ছোঁড়ার সাইকেলের স্পোক কেটে বেড়ালটাকে উদ্ধার করতে হবে।

যতীশ এতক্ষণ পল্টুকে দেখেনি, পল্টুকে দেখেই যতীশ বললে—আরে খোকাবাবু: তোমার সাইকেল। দেখি কি হয়েছে। আরে বেড়াল জড়িয়ে গেছে। টেনে বের করে ফেলে দাও না।

পল্টু করুণ গলায় বললে—গায়ে হাত দিতে দিচ্ছে না যে যতীশ কাকা। এই দেখ আঁচড়ে দিয়েছে।

—সরো দেখি, ও এলেবেলে হাতে হবে না, লোহা পেটানো হাত চাই।

দারোগাবাবু যতীশকে দাবড়ে উঠলেন—যোতে, আমার বেড়ালের চোট হয়ে যাবে! তুই হ্যাক-স দিয়ে স্পোক কাট। বেশী পাকামো করে মরবি না। ছোঁড়াটা কে রে? তোকে যতীশ কাকা বলছে!

—ছোঁড়াটা কে, বলে দিলে আর ছোঁড়া বলবেন না, বলবেন ছেলেটি।

—হ্যাঁ তোর যেমন কথা। কে এমন তালেবর আছে রে এ পাড়ায়।

—আছে আছে, আপনিও জানেন কে আছে, এস. ডি. ও. সাহেবের ছেলে।

—অ্যাঁ! এতক্ষণ তা'লে বলিসনি কেন হতভাগা!

ভীড়ের দিকে তাকিয়ে যারা মজা দেখছিল তাদের ভীষণ দাবড়ে দিলেন—এটা দোল, না দুর্গোৎসব! সব দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে হতচ্ছাড়ার দল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন—গলা দিয়ে আর একটু শব্দ বেরোলেই মুখে গামছা ভরে দে বিমলা।

www.BanglaBook.org

যতীশ বললে—তাহলে যন্তর-টন্তর নিয়ে এসে স্পোকগুলো সব কেটে ফেলি। তারপর এস. ডি. ও. সাহেব যা পারেন করবেন।

যতীশ চলে যাচ্ছিল, দারোগা সাহেব তার ওপর-হাতটা ধরে ফেলে বললেন—খোকার নতুন সাইকেল, শখের সাইকেল, স্পোকগুলো কেটে ফেললেই হল, না! খুব মজা! ইয়ারকি পেয়েছিস? বেড়ালটাকে ছাড়িয়ে দে। ঘেয়ো, নেড়ি, একটা বেড়াল। তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা। কী নাম বাবা তোমার? একটু ছায়ায় সরে দাঁড়াও না। আমি তোমার কাকাবাবু হই বাবা।

পল্টুর মনে হল—ভদ্রলোকের বয়স তার বাবার বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। পল্টুর তাই ইচ্ছে হল কাকাবাবু সম্বোধনটা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। পল্টু বললে—আজ্ঞে আপনি আমার কাকাবাবু হতে যাবেন কেন? আপনি আমার জ্যাঠামশাই।

—না, না, না, তা কি করে হয়। তোমার বাবা বয়সে ছোট হলেও সম্মানে কত বড়। আমি তোমার কাকাবাবু। চলো চলো, ভেতরে চলো, একটু মিষ্টিমুখ করবে চলো। আজকাল আমার মাথাটার কি যে হয়েছে। কখন কাকে কি কথা বলে ফেলেছি! সবই হরির ইচ্ছা! প্রভু হে মধুসূদন! ওরে যোতে, বেড়ালটা খোল বাবা। না খুলতে পারিস পা দুটো কেটে বাদ দে।

—কত্তামশাই, সাইকেলটাকে বরং ঠ্যালা গাড়িতে চাপিয়ে একবার মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে হয়।

—মেডিকেল কলেজে এ কেস নেবে না রে বাবা, ভেটেনারি হসপিট্যালে নিয়ে গেলে যদি কিছু হয়।

—তবে আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। দাঁড়ান।

যতীশ হেঁকে উঠল—ও দিদিমা, দিদিমা গেলে কোথায় গো?

—কী বলছিস! চেল্লাচ্ছিস কেন, আমি কী কানের মাথা খেয়েছি!

—দিদিমা, তোমার ফুলটুসি বাড়িতে আছে? কত্তামশাই আপনার বেড়ালটা মেনি না হুলো!

—নাম শুনলি সুখী আবার জিজ্ঞেস করছিস মেনি না হুলো?

—ফুলটুসিটাকে একবার আনতে পার?

www.BanglaBook.org

—তাকে এখন পাবো কোথায়। এই সময় সে একটু বেড়াতে বেরোয়। তারও তো আত্মীয়স্বজন আছে। খবরটবর নিতে যায়।

—যাও না একবার, বাড়িতে গিয়ে দেখো-না, যদি পাও কোলে করে নিয়ে এস।

—তুই যা না, ওই তো আমার বাড়ি। আমাকে আবার হাঁটাবি কেন? আমি পুকুরে পানিফল তুলতে যাচ্ছি। ওমা ওই তো আমার ফুলটুসি! দেখ দেখ কি রকম পাখি ধরতে বেরিয়েছে।

যতীশ পেছন থেকে আস্তে আস্তে ফুলটুসি পালাবার আগেই খপ করে ধরে ফেলল। দারোগাবাবু খুব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন—কী করতে চাইছিস যোতে।

—ছাখেন না, কি মজাটা একবার হয়!

যতীশ ফুলটুসিকে চাকায় আটকানো বেড়ালটার সামনে নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলটুসির পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেল। ন্যাজটা ফুলে খাড়া হয়ে উঠল। গলা দিয়ে গোঁড়র গোঁড়র শব্দ বেরোচ্ছে। সুখীও ফুলছে। যন্ত্রণার চীৎকারটা রাগের চীৎকার হয়ে গেল। একটানে স্পোকে জড়ানো ন্যাজটা নিজে নিজেই খুলে ফেলে দুপাশে পটাক পটাক নাড়াতে শুরু করল। ফুলটুসি ফ্যাঁস করে একটা থাবা চালিয়ে দিল। সুখীর নাকের পাশে লেগেছে। সুখী মিঞাও করে প্রচণ্ড একটা শব্দ করে, একটানে একটা পা খুলে ফেলল। কিছু লোম ছিঁড়ে স্পোকে আটকে রইল। ফুলটুসি সুখীকে বেকায়দায় পেয়ে মেরে দিল আর এক থাবা! সুখী সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পা ছাড়িয়ে নিয়ে পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ধপাস করে চাকা থেকে মাটিতে নেমে এল। ফুলটুসি ভেবেছিল সুখী বুঝি নক আউট হয়ে গেছে। সুখী হল দারোগা বাড়ির বেড়াল। তার প্যাঁচ ফুলটুসি জানত না। সুখী আর একটা পাশ ফিরেই মাটি থেকে সোজা লাফিয়ে উঠল ফুলটুসির গলার কাছে। পরমুহূর্তেই হৈ হৈ ব্যাপার! সুখী প্রতিপক্ষের গলা কামড়ে ধরে ঝুলছে। ঝটাপটি, লাঠালাঠি! দুজনে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ, তালগোল পাকাতে পাকাতে আসছে আর যাচ্ছে!

বুড়ী দিদিমা চীৎকার করে কাঁদছেন—ওরে আমার ফুলটুসি রে, ওরে যোতে মুখপোড়া রে!

www.BanglaBook.org

দারোগাবাবু চীৎকার করছেন—চিয়ার আপ সুখী, চিয়ার আপ!

পল্টু যখন বাড়ি ফিরে এল তখন পুজো প্রায় শেষ! পুরোহিতমশাই সত্যনারায়ণের কথা পড়ে শোনাচ্ছেন। পল্টুর রাস্তা দিয়েই কখন নারায়ণ হাতে নামাবলি গায়ে গুটি গুটি চলে এসেছেন পুরোহিতমশাই, পল্টু দেখতেও পায়নি!

পল্টুর মা বললেন—এই যে ধেড়েকেষ্ট এদিকে এসে পায়ে চাপা দিয়ে বস! এখুনি শান্তিজল দেবেন।

পল্টুর বাবা ফিসফিস করে বললেন—আশ্চর্য ছেলে তুমি!

পল্টুর ছোট বোন মার কানে কানে বললে—ওর প্যান্টের পেছনে একধাবড়া গোবর মা!

বাবা শুনে বললেন,—মাথায় ছিল এইবার প্যান্টে এল!

ভট্টাচায্যিমশাই উঠে দাঁড়িয়ে আম্রপল্লব দিয়ে শান্তিজল ছিটোচ্ছেন—ওঁ আপদ শান্তি ওঁ বিপদ শান্তি ওঁ শান্তিরেব শান্তি।

BanglaBook.org

৭

সুব্রতবাবু সাহেব ছিলেন। এখনো তাই আছেন। এক সময় বনবিভাগে বড় চাকরি করতেন। এখন একটা বিশাল অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে রিটায়ার করেছেন। আমাদের পাড়াতেই তাঁর ছোটমত হলদে রঙের সেই বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় কুকুরটাকে নিয়ে প্রায় সারাদিনই একভাবে বসে থাকেন। কখনো তাঁকে ধুতি পরতে দেখিনি। বেশির ভাগই খাঁকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জির কাপড়ের বুকখোলা এক ধরনের জামা পরে থাকেন। বুকে চুল। তার ওপর সোনালী রঙের ছোট্ট ক্রশ ঝোলে। সুব্রতবাবু কিন্তু খ্রীস্টান নন। তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ছেলে ব্রাহ্মণ, সুব্রতবাবুর গলায় কিন্তু পৈতে নেই। সারা জীবন জঙ্গলে ঘুরে সব কুসংস্কার নাকি কেটে গেছে!

পায়ে হাওয়াই চটি, মুখে একটা পাইপ। সেটা কখনও ধোঁয়া ছাড়ে। কখনও নিভে থাকে। কোলে থাকে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন। বইটা পড়েন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা সেই ম্যাগাজিন ঢেকে

www.BanglaBook.org

রাখে। লেখাটেখা কিছুই দেখা যায় না। কোলের ওপর ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের ওপর ভুঁড়ি। তার ওপর আফ্রিকার জঙ্গলে ঢাকা থলথলে একটা বুক। সেই বুকের ওপর যীশুখ্রীষ্ট। তার ওপর তিন থাক ঘাড়। ঘাড়ের ওপর বুল ডগের মত ভীষণ একটা মুখ। সেই মুখে মোটা একটা পাইপ। চোখে এই পুরু ফ্রেমের একটা চশমা।

সুব্রতবাবু পাড়ায় কারুর সঙ্গে মেশেন না। বলেন, আমার স্ট্যাণ্ডার্ডের লোক কোথায়! প্রতিবেশীরা বলেন, তা ঠিক। এটা তো জঙ্গল নয়। জংলী মানুষ ছাড়া ও জিনিস মিশবে কার সঙ্গে। সুব্রতবাবুর আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। সকলে তাঁকে জাঁদরেল বলে উল্লেখ করেন। জাঁদরেলের বাড়ি, জাঁদরেলের কুকুর, ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী।

সুব্রতবাবুর কুকুরের নাম অ্যালবার্ট। এই অ্যালবার্টের জ্বালায় সকালে আমরা কেউ ঘুমোতে পারি না। ভোরের ঘুমটা কত মিষ্টি। পাশ বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে ফিকে অন্ধকারে একবার চোখ মেলেই কি ভাল লাগে আর একবার ঘুমিয়ে পড়তে। দিনের প্রথম পাখিটি তখন হয়তো সবে ডাকতে শুরু করেছে। সেই সুখের ঘুমটা আমাদের গেছে। সুব্রতবাবু আর তাঁর কুকুর অ্যালবার্ট সেই কাকভোরে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন। সেকী এলাহী ব্যাপার!

জাঁদরেল সাহেবের হাতে কালো লিকলিকে ছড়ি। হাফপ্যাণ্ট, ফুল মোজা, হাণ্টার বুট পরে, মুখে পাইপ লাগিয়ে সুব্রতবাবু, সামনে অ্যালবার্ট। জিভটা ঝুলছে হ্যা-হ্যা করে। পেছন পেছন আসছে গোটা কতক নেড়িকুকুর। দূর থেকেই তাদের ঘেউ ঘেউ। কাছে যাবার সাহস নেই। অ্যালবার্ট থামে তো তারাও থামে। অ্যালবার্ট চলে তো তারাও চলে।

প্রথমে বাড়ি থেকে বেরিয়েই অ্যালবার্টের প্রাতঃকৃত্য। বিলিতী কুকুর আবার বাঙলা বোঝে না। প্রথম ল্যাম্পপোস্টে সে মূত্র ত্যাগ করবে। এই কাজটি সহজে করবে না। পাড়ার অর্ধেক মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে তবে কাজটি সমাধা করবে। সুব্রতবাবু সমানে চিৎকার করবেন, পিস্ পিস্। কুকুরের গলা আর মালিকের গলা প্রায় সমান। কুকুরের গলার তবু একটা বিউটি আছে, মালিকের গলা যখন চড়ার দিকে ওঠে ভেঙে আটখণ্ড হয়ে যায়। বেশি

www.BanglaBook.org

চিৎকার আবার সহ্য হয় না। পিস্, পিস্, বারকতক পিস্, পিস্ করেই দমকা কাশতে থাকেন। সাংঘাতিক বুনো কাশি। চলেছে তো চলেছে, থামতে আর চায় না।

দাদা আর আমি এক বিছানায় ঘুমোই। দাদা একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। দাদা বিছানায় উঠে বসে বললে—এ হল বন-বিভাগের কাশি, এ জিনিস কি শহরে, লোকালয়ে সহ্য হয়! লোকটাকে নিয়ে কি করা যায় বল তো?

—পিস্ মানে কি? দাদা।

—পিস্ আর হিস্ এক মানে। কুকুরকে ইংরেজী কায়দায় হিসি করানো হচ্ছে।

কাশির সময় মালিকের মুখ দিয়ে পিস্ পিস্ বেরোয় না। অ্যালবার্ট সেই সময়টায় ল্যাম্পপোস্টটাকে খুব ভাল করে শুঁকতে থাকে—ফোঁস, ফোঁস, ফিস। তারপর যদি দয়া হয় একটা পা তুলে একটু জল বিয়োগ করে মালিকের দিকে তাকিয়ে ন্যাজ নাড়তে থাকে। জাঁদরেল সাহেব তখন বলেন—ভেরি গুড। এরপরই শুরু হবে বল খেলা। প্যান্টের পকেট থেকে একটা বল বেরোবে। ময়দানের বেওয়ারিশ মাঠে সেই বল, কুকুর আর কুকুরের মালিক মিলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বলটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়েই বলবেন—অ্যালবার্ট ক্যাচ ইট, ব্রিং ইট হিয়ার। কুকুর অমনি বলটা মুখে করে দৌড়ে আসবে। ঘণ্টাখানেক পাড়া একেবারে ফেটে পড়বে—ক্যাচ্ ইট, হোল্ড, ব্রিং ইট, ব্র্যাভো ব্র্যাভো। ইংরেজীর ফোয়ারা। মাঝে মধ্যে দু চারটে নেড়িকুকুর বিলিতী কুকুরের খেলা দেখতে এলে খেল আরও জমে ওঠে। অ্যালবার্ট বল ভুলে একবার করে স্বজাতির দিকে বিজাতীয় আক্রোশে তেড়ে যাবে, তারাও দু কদম পিছিয়ে গিয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। জাঁদরেল সাহেব নেড়িদের পরিষ্কার বাংলায় বোঝাতে থাকেন—ওরে তোরা প্রাণটা নিয়ে পালা, জার্মানীর কুকুরের সঙ্গে বাঙ্গালী কুকুর, পারবি না রে বাবা, এর জাতই আলাদা, মাংস ছাড়া ভাত খায় না, দুধ ছাড়া ব্রেকফাস্ট করে না। অ্যালবার্ট চলে এসো, লেট আস প্লে। প্লে হোয়াইল ইউ প্লে, ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক।

www.BanglaBook.org

সত্যবাবু আমাদের পাড়ার আর এক প্রবীণ মানুষ। তিনিও বড় চাকরি করতেন। অনেকদিন হল অবসর গ্রহণ করেছেন। স্পষ্টবক্তা এবং সজ্জন ধার্মিক মানুষ। ওই খোলা মাঠটাকে তিনদিকে গোল করে ঘিরে যে কটা বাড়ি আছে তার একটায় তিনি থাকেন। সত্যবাবু একদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণের সময় জাঁদরেল সাহেবকে স্পষ্টই বললেন—এই যে আপনি সাত সকালে মাঠে কুকুরের সার্কাস করেন এর ফলে পাড়ার শিশুদের কত ক্ষতি হচ্ছে জানেন? সকাল হল লেখাপড়ার সময়। একটু পরেই সব স্কুলে যাবে, ওই দেখুন জানালায় সব কচি কচি মুখ, পড়া ছেড়ে আপনার কুকুরের কেরামতি দেখছে।

জাঁদরেল সাহেব পকেট থেকে পাইপ বের করে ঠোঁটে লাগালেন। পাইপ ছাড়া কথা বলতে পারেন না। সাহেবী অভ্যেস। তারপর সত্যবাবুর দিকে তাকিয়ে দুবার কাঁধ ঝাঁকালেন।

সত্যবাবু বললেন—আমার অভিযোগের কিন্তু কোনও জবাব পেলুম না।

সুব্রতবাবু হেসে বললেন—আমার কাঁধই জবাব দিয়ে দিয়েছে মিস্টার··· মিস্টার···

সত্যবাবু ধরিয়ে দিলেন—বোস।

সুব্রতবাবু বললেন—মিস্টার বোস। একে বলে রিপ্লাই ইংলিশ স্টাইল।

—তার মানে? আমি বাংলায় এত কথা বললুম, পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে, বললুম একজন বাঙালীকে, আপনি তার কোন জবাবই দিলেন না, উল্টে বলছেন—রিপ্লাই ইংলিশ স্টাইল। কে মশাই বুঝবে আপনার বিচিত্র কায়দা-কানুন? বড় মজার লোক তো আপনি।

সুব্রতবাবু পাইপ-চাপা ঠোঁটে বললেন—আপনি শ্রাগিং জানেন না। সায়েবরা যেই কাঁধ ঝাঁকায় তখনই বুঝতে হবে জবাবটা হল—হু কেয়ারস্? ড্যাম ইট! শিশুদের যদি ট্রেনিং দিতে না পারেন, দোষটা আমার নয় মিঃ বোস, দোষ আপনাদের আপ-ব্রিংগিংগসের। সুব্রতবাবু খুব ডাঁটে মুখ ঘুরিয়ে কুকুরকে বললেন—অ্যালবার্ট রান আফটার দি বল। পকেট থেকে বল বের করে একটা ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সত্যবাবু খুব অপমানিত হয়েছেন। মুখটা রাগে লাল। তবু বললেন—আপনি তো মশাই খুব অসামাজিক জীব।

www.BanglaBook.org

দূর থেকে সুব্রতবাবু বললে—হু কেয়ারস্ ফর ইওর হেলিজ সমাজ। উই নিউ এ লিটল একসারসাইজ। ওপেন এয়ারে ব্যায়াম আমার এবং আমার কুকুরের জন্যে প্রয়োজন। নাথিং ক্যান স্টপ ইট। অ্যালবার্ট···।

সত্যবাবু অপমানটাকে সহজে হজম করে নিতে পারলেন না। সপ্তাহের শেষে রাত ভোরে আমার আর দাদার ঘুম ভেঙে গেল। দাদা বিছানায় বসে বসেই বললে—মাঠে এ আবার কার গলা রে!

কান খাড়া করে শুনলুম—লালী ওঠ, লালী বোস। লালী ওঠ, লালী বোস।

দাদা মাঠের দিকের জানালাটা খুলেই বললে—দেখে যা, দেখে যা বিল্টু।

মাঠে সত্যবাবু। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। সাদা ফুল হাতা পাঞ্জাবি। হাতে একটা স্টিক। আর এক হাতে চেনে বাঁধা মাঝারি মাপের বাদামী রঙের একটা কুকুর। কুকুরটা ফ্যাল ফ্যাল করে সত্যবাবুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে, আর সত্যবাবু ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন—লালী ওঠ, লালী বোস। লালীর ওঠ বোস করার সামান্যতমও ইচ্ছে নেই।

দাদা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল—জ্যাঠামশাই, ওটা কার কুকুর?

—মালিক যার কুকুর তার।

—কি কুকুর জ্যাঠামশাই?

—নির্ভেজাল নেড়ি। চিনতে পারছো না? তোমাদের বাড়ির সামনেই তো ঘুরতো। কয়েকদিন খাইয়ে দাইয়ে, চান করিয়ে, চেন পরিয়ে এর ভোল পাল্টে দিয়েছি। এখন চলছে ব্যায়াম আর ট্রেনিং। লালী, লালী, লালী ওঠ, লালী বোস।

সত্যবাবু লালীকে নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি হল বল তো, জ্যাঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হল না কি? এই বয়েসে একটা নেড়ির গলায় বগলস পরিয়ে এ আবার কি?

খেলাটা জমে উঠল মিনিট পনের পরে। কুকুর ছাড়াই জাঁদরেল সাহেব তাঁর ইউনিফর্ম পরে মাঠে নেমে এলেন। বেশ উত্তেজিত। হাত দুটো পেছন দিকের কোমরে। হাতে একটা ছোটো স্টিক। মাঝে মাঝে প্যান্টের পেছন দিকে মেরে ফ্যাট ফ্যাট শব্দ করছেন।

www.BanglaBook.org

সত্যবাবু তখন লালীকে নতুন প্যাঁচ শেখাচ্ছেন—জাম্প আপ, জাম্প আপ।

সত্যবাবুর সব নির্দেশেই লালীর এক অ্যাকশান, পটাপট স্যাজ নেড়ে চলেছে।

জাঁদরেল সায়েব এগিয়ে এসে বললেন—হোয়াট ইজ দিস ?

সত্যবাবু নির্বিকার গলায় বললেন—দেখতেই পাচ্ছেন ? লালী ওঠ, লালী বোস।

—এই মাঠে আমি আর আমার কুকুর রোজ সকালে প্র্যাকটিস করি।

—সো হোয়াট ? আজ থেকে আমি আর আমার কুকুর করব।

—নো, নো, দ্যাট কান্ট বি। ইউ আর এ ট্রেসপাসার।

সত্যবাবু হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত জোর গলায় বললেন—মাঠটা আপনার ?

জাঁদরেল সায়েব একটু থতমত খেয়ে গেলেন। স্টিকটা বেশ কয়েকবার ফ্যাট ফ্যাট করে সায়েব বললেন—জানেন একে বলে জেলাসী, ইংরেজীতে বলে জেলাসী।

—বাংলাটা দয়া করে বলে দিন। আমি আবার বাঙালী।

—হিংসা, হিংসা। তা না হলে সাত-সকালে কেউ একটা নেড়ির গলায় চেন বেঁধে এসব করে ? আরে মশাই পেডিগ্রীড ডগ ছাড়া কুকুর কখনও কথা শোনে না। সে শুনবে আমার কুকুর।

—পেডিগ্রীটা কি জিনিস ?

—ও তাও জানেন না, বংশ, বংশ। জাত কুকুর না হলে ট্রেণ্ড-আপ করা যায় না।

—দেখাই যাক না। ও স্বাধীনতাটা আমারই থাক। বিলিতী কুকুরও তো বিলেতের নেড়ি। নেটিভরা যদি হাফপ্যান্ট পরে সায়েব হতে পারে, নেড়িও বগলস পরে বিলিতী হতে পারে।

—আমার কুকুর নিয়ে যদি মাঠে নামি বিপদে পড়ে যাবেন মশাই। কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে।

—নামুন না। কে বারণ করছে ! সাধারণের মাঠ। আপনারও যেমন রাইট আছে আমারও তেমনি রাইট আছে।

www.BanglaBook.org

—তখন কিন্তু আফশোষ করবেন না, মাইণ্ড ইট !

—চ্যালেঞ্জ তো আমি গ্রহণ করেইছি। অনর্থক কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ? লালী ওঠ, লালী বোস।

দাদা বললে—বাঃ বেশ জমেছে। কিন্তু নেড়ি কি পারবে রে অ্যালসে-সিয়ানের সঙ্গে ? অ্যাঃ লালীর আজ নির্ঘাত মৃত্যু !

জাঁদরেল সায়েব দ্বিতীয়বার মাঠে নামছেন, মুখে পাইপ, এক হাতে লাঠি, এক হাতে চেনে বাঁধা ইয়া তাগড়া বাঘের মত বিলিতী কুকুর। কুকুরটা জিভ বের করে হ্যা হ্যা করে এগিয়ে চলেছে।

সত্যবাবুর হাতে ধরা লালী ল্যাজ নাড়া ভুলে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সত্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন—চেন বাঁধা অবস্থায় হবে, না খোলা অবস্থায় হবে ?

জাঁদরেল সায়েব কি যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নেড়িটাকে রোজ চান করান ?

—না তো।

—পাউডার মাখান ?

—পাউডার ! না তো। নেড়ির আবার অত কি !

গায়ে টিক্‌স আছে ?

—থাকতে পারে।

—অ্যান্টি-র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া আছে ?

—সে আবার কি ?

—ধ্যার মশাই, তাহলে লড়াই হবে কি করে ! আমার কুকুরকে আমি জেনেশুনে রাস্তার একটা ইতর কুকুরের সঙ্গে লড়তে দিই কোন আক্কেলে ! বলা তো যায় না, এক আধটা কামড় বসালেই রোগে ধরে যাবে।

—তাহলে লড়তে দেবেন না, বাড়ি নিয়ে যান।

—আরে মশাই, আমি তাহলে কোথায় যাবো ?

—জাহান্নামে।

—কেস করব।

www.BanglaBook.org

—করুন।

—লড়াই করব।

—আমার সঙ্গে, না আমার কুকুরের সঙ্গে। হয় নিজে লড়ুন, না হয় আপনার কুকুরকে লড়তে দিন।

—দেখে নোবো।

—নেবেন।

জাঁদরেল সায়েব তাঁর কুকুরটাকে টানতে টানতে বাড়ির দিকে চললেন। সত্যবাবু নির্বিকার মুখে আবার শুরু করলেন, লালী ওঠ, লালী বোস।

৮

আমার দাদা, অহিদা, ব্যারাকপুরে নতুন বাড়ি করেছেন। চারপাশে বাগান। একতলা হলদে বাড়ি। ছাদে অ্যালুমিনিয়াম রঙের জলের ট্যাঙ্ক। টেলিভিশনের অ্যান্টেনা। একপাশে খানিকটা অংশ চারদিক তারের জাল দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে নানা রঙের গাছ। এক-একটা টবে ছোট-ছোট চৌকো টিকিট, কাঠি দিয়ে মৌটুশির মতো মাটিতে পোঁতা। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব নাম—অ্যাকুইলেগিয়া, অ্যাসপিডিস্ট্রা, ক্যালানা ভালগারিস, গোদেতিয়া, গ্লোকসিনিয়া। ওই জালঘরে ঢোকার গেটে একটা টিনের ফলকে লেখা—যারা ফুল ভালবাসে, তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে! আর একটা ফলকে লেখা—ফুল মানে ফল নয়। অন্য আর একটা ফলকে লেখা—ফুলের আকাঙ্ক্ষা করো, ফলের নয়।

নিজে আর্টিস্ট, যা খুশি তাই লিখতে পারেন। আঁকতে পারেন। যেমন বাড়িতে ঢোকার গেটের বাইরে লিখে রেখেছেন—কুকুর নেই। কুকুর শব্দটা পড়েই লোকে ভাবে, লেখা আছে—কুকুর হইতে সাবধান। ঢোকার আগে গেটের আঙটা বাজিয়ে চিৎকার করে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন, "কুকুর বাঁধা আছে তো?" বসার ঘরের জানালা খুলে অহিদা তখন ভারী গম্ভীর গলায় বলেন, "আর একবার পড়ে ছাখো।"

প্রভাতবাবু একদিন সকালে ওইভাবে বেকায়দায় পড়ে, পরে ঢুকতে

www.BanglaBook.org

ঢুকতে, একটু রাগ-রাগ গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা তোমার কী কায়দা অহি! কুকুর নেই, সেটা লিখে জানাবার কী আছে হে!" মোটা চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে অহিদা বলেছিলেন, "একটাই কারণ কাকা, পড়লে পুরোটাই পড়বেন, বুঝলে পুরোটাই বুঝবেন। শুধু মলাট দেখেই বিচার করবেন না। ক মানেই কৃষ্ণ নয়, কাকও হতে পারে, কঙ্কালও হতে পারে, কালিও হতে পারে!"

বাথরুমের বাইরে লিখে রেখেছেন—বাথরুম। শোবার ঘরে—বেডরুম। রান্নাঘরে—কিচেন। "এসব কেন লিখেছেন অহিদা, বোঝাই তো যাচ্ছে বাথরুম, বেডরুম, কিচেন"। অহিদা বললেন, "কটা লোক বোঝে হে, স্নানঘর, শোবারঘর, রান্নাঘর, খাবার-ঘরের মর্ম! ঘরে ঘরে গিয়ে ছাখো, বাথরুমে পা দিতে পারবে না। শোবার ঘরটা খেলাঘর, বসার ঘর! খাটে পাতা বিছানা লণ্ড-ভণ্ড। ধুলো-বালি কিচকিচ করছে। বসার ঘরটাকে মনে হবে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। রান্নাঘরটাকে করে রাখবে গোয়ালঘর। চলতে ফিরতে মনে করিয়ে দাও। সব সময় চোখের সামনে নোটিস লটকে দাও।"

আমার এই দাদা, অহিদা, যেমন ছবি আঁকতে ভালবাসেন, তেমনি খেতে ভালবাসেন। খেতে ভালবাসেন বলে রাঁধতেও ভালবাসেন। রাঁধতে ভালবাসেন বলে বাজার করতে ভালবাসেন। সুখে থাকলে, আনন্দে থাকলে মানুষের চেহারা ভাল হয়। প্রথমে মুখটা গোল হতে থাকে। বেলুন আস্তে আস্তে ফোলালে যেমন হয়। ভাঙা গাল, চোয়ালের হাড়, সব ভরাট হতে থাকে। গলার কণ্ঠা ক্রমশ চাপা পড়তে থাকে। ঘাড়টা ক্রমশ বেড়ে-ওঠা-কলাগাছের মতো গোল থেকে আরও গোল হতে থাকে। অহিদার চেহারা বরাবরই ভাল। তারপর ভালতর থেকে ভালতম হয়ে এখন ভাল-ভালতর, ভাল-ভালতর, ভালতম হয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কী মজা, রোগা হলে লোকে বলবেন, আহা তোমার শরীরটা কী হয়ে গেছে! আবার মোটা হলেও বলবেন, কী হচ্ছে তোমার শরীরটা! প্রতিবেশী প্রভাতবাবু দেখা হলেই বলবেন, "কী হচ্ছে অহি। এরপর তো একটা আয়নায় তোমার কুলোবে না হে, জোড়া আয়না লাগিয়ে মুখ দেখতে হবে।"

অহিদার নজর লাগবে না। লাগলেও কিছু হবে না। কী আর কমবে!

www.BanglaBook.org

সাগর থেকে ঘটিখানেক জল তুলে নিলে সাগরের কী হবে! সে হবে আমাদের। কেউ যদি বলেন, তোর চেহারাটা বেশ চকচক করছে, তাহলেই আমার মা আড়ালে ডেকে কড়ে আঙুলটা কামড়ে গায়ে একটু নুন ছিটিয়ে দেবেন।

এখন নিজের চেহারাটা যখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেকেই বয়ে বেড়াতে হয়, তখন বাজার বওয়া, কি কাঁধের পাশে সামান্য একটা ঝোলা ব্যাগ বওয়াও কষ্টকর ব্যাপার। নিজেরটা নিয়েই অস্থির, তার ওপর আবার আলু, পটল, ট্যাড়স, ড্রয়িং বোর্ড, তুলি, রং, জামা, কাপড়, চটি, চুল, দাড়ি। সেই জন্যেই নেপাল থেকে আনিয়েছেন বাহাদুরকে। বাহাদুর সব পারে।

ছাদের বাগান আর নীচের বাগানে চারাগাছে জল দিতে পারে। এমন ভাবে পারে, একটা চারাও উল্টে পড়বে না। মাঝখান-থেকে-চেরা একটা বাঁশ এমন কায়দায়, ফ্যাট ফ্যাট করে বাজাতে পারে যে সেই শব্দ শুনলে মানুষের ঘুম এসে যাবে, আর যে-সব পাখি বীজ চারা নষ্ট করে, তারা ফররর ফররর করে উড়ে পালাবে। বাহাদুর মোটর গাড়ির টায়ার কাঁধে তুলতে পারে। দুকাঁধে, হাতের ফাঁক দিয়ে দুটো টায়ার ঝুলিয়ে শিস্ দিতে দিতে দু মাইল দূরের বাজার থেকে ঘুরে আসতে পারে। একটা বড় খাট একাই তুলতে পারে। পারে না কেবল অহিদাকে তুলতে।

কী করে বলছি পারে না? দেখেছি বলেই বলতে পারছি। অহিদা ব্যারাকপুর স্টেশনে একদিন পা মচকে পড়ে গেলেন। অহিদার দোষ নেই। একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা। মহৎ কাজ! অসুবিধে হল, গাড়ির হর্ন থাকে, অহিদার তো হর্ন নেই। গাড়ির একেবারে চাকার তলায় কিছু পড়লে ড্রাইভার দেখতে পায় না, অহিদার একেবারে ভুঁড়ির তলায় প্ল্যাটফর্মে কুকুরটা শুয়ে ছিল। কী করে দেখবেন! বাহাদুর চেঁচাচ্ছে, "কুত্তা বাবু, বাবু কুত্তা।" কুকুর ঘুমুলেও তার অনুভূতিটা তো আর ঘুমিয়ে পড়ে না। সে ভেবেছে মালবোঝাই লরি আসছে। অহিদার শেষ পদক্ষেপটা কুকুরটার পেটের ওপরেই পড়ত, যদি না কুকুরটা বিদ্যুৎ-গতিতে অহিদার পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করত। পালাবে কোথায়! সামনে কোঁচা, পেছনে ঝুলন্ত কাছা। কুকুরটা আকারেও তেমন বড় নয়। অহিদার কাছায়-কোঁচায়

www.BanglaBook.org

জড়ামড়ি হয়ে, জালে-পড়া শেয়ালের মত ঝটপট করছে, সঙ্গে কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ। বাহাদুর বলছে, "উতার দিজিয়ে, উতার দিজিয়ে।" পেছন থেকে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলছেন, "ঝেড়ে ফ্যালো খোকা, ঝেড়ে ফ্যালো খোকা!"

অহিদা নীচের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন, পায়ের ফাঁকে ব্যাপারটা কী হচ্ছে! দেখতে তো পাচ্ছেন না! ভুঁড়ির জন্যে দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। পুরো ঘটনাটাই খুব দ্রুত ঘটছে। কুকুরটা মুক্তির চেষ্টায় শেষ ঝট্‌কাটা বোধহয় একটু জোরেই দিতে পেরেছিল। কাছাটা খুলে গেল। অহিদার কাছা এবার কুকুরটার পেছনের পায়ে জড়িয়ে কুকুরের কাছা হয়ে গেছে। কুকুর ভাবছে, অহিদা তার কাছা টেনে ধরেছেন। যে-দিকে কুকুরের মুখ অহিদার মুখ তার উল্টো দিকে। কুকুরটা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে তিন পায়ে। একটা পা কাছায় আটকে উঁচু হয়ে আছে। অহিদা কখনও রাগেন না বা উত্তেজিতও হন না। ধীর গলায় শুধু বলছেন, "এই কী হচ্ছে, কী হচ্ছে।" কুকুরটা শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতে পারত কাছা ছাড়িয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। কোথা থেকে একটা মুশমুশে কালো কুকুর টিনের বেড়া গলে সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হয় জাতভাইয়ের দুর্গতিতে কোনো সাহায্য করা যায় কিনা দেখতে এসেছিল। অহিদার কাছায় জড়ানো কুকুরটা কিন্তু অন্যরকম ভেবে বসল। ভয়ে আবার উল্টো দিকে দে দৌড়। নিমেষে অহিদার কাছাতে, কোঁচাতে, কুকুরের ল্যাজেতে কী হয়ে গেল। হিমগিরির পতন। অহিদা পড়ে গেলেন। আমাদের পড়া এক রকম, অহিদার পড়া আর এক রকম। আমাদের ওপর দিকটা তো তেমন ভারী নয়। অহিদার পড়া মানে, নিজের পায়েই নিজে পড়া। ওপরের অতটা গুরুভার সহসা নেমে এল নিজের পায়ে! সেইদিন দেখলুম, বাহাদুর সব তুলতে পারে, পারে না কেবল নিজের বাবুকে। অহিদা অবশ্য পরে গর্ব করে বলেছিলেন, "যে-বাবুকে চাকর তুলে ফেলে সে-বাবু বাবুই নয়।" তখন অবশ্য বাহাদুরকে খুব গালাগালি দিয়েছিলেন, "এর আগের বাহাদুর হাতি তুলে ফেলত, তুই ব্যাটা কোথাকার বাহাদুর!" অহিদার বাড়িতে যেই কাজ করতে আসে, তার নামই বাহাদুর।

www.BanglaBook.org

সেই বাহাদুর রাগ করে কলকাতায় চলে গেছে। প্রথমদিন বাহাদুর-শূন্য অবস্থায় অহিদার খুব অসুবিধে হয়েছিল। অহিদার চেয়ে অসুবিধে হয়েছিল বৌদির। দুটো প্রেসার কুকার, দুটো ডবল গ্যাস-উনুন, একটা কেরোসিন স্টোভকে কাজে নামিয়েও তিনি অহিদাকে সামলাতে পারেন না। খেতে ভালবাসেন। অনবরতই খেতে চান। খাই-খাই। একটু এদিক-ওদিক হলেই রাগ। অতবড় একটা মানুষ রেগে গেলে কী রকম শব্দ হয়। বৌদি আবার শব্দ সহ্য করতে পারেন না। অহিদা রেগে গেলেই হিন্দি, ইংরেজী, বাংলা নয়, একেবারে ফরাসী ভাষায় চলে যান—"স্তুপিদ স্তুপিদ! ভুজ্যাত অ্যা মেসাঁ, মেসাঁ।" নল দিলে জল বেরোলে বেশ জমপেশ করে একটা কিছু গুঁজে দিলে জল বেরোন বন্ধ হয়। গর্ত দিয়ে শেয়াল বেরোলে মাটি চাপা দিতে হয়। ফুটো দিয়ে ইঁদুর বেরোলে ইঁট পুরে দিতে হয়। অহিদার মুখ দিয়ে ফরাসী বেরোলেই বেশ নরম, গরম, তুলতুলে, মুচমুচে, ভরাট কিছু খাবার গুঁজে দিতে হয়। তা না হলেই, ভুজ্যাত ভুজ্যাত!

সারাদিন এইভাবে সংসার চালাতে গিয়ে রাতের দিকে বৌদির শরীরে আর শক্তি থাকে না। রাতের খাওয়া শেষ করেই বৌদি ধপাস করে যেই বিছানায় পড়েন, অমনি ঘুম। বৌদি ঘুমোলেই অহিদার যত খুটখাট শুরু হয়ে যায়। চাপা আলো জ্বেলে ইজিচেয়ারে বসে বিদেশী বই পড়ছেন। সাবেক আমলের পিয়ানোর ধুলো ঝেড়ে, বেঠোভেনকে স্মরণ করে, টুংটাং করছেন। যেমন কায়দায় বসা, তেমনি কায়দায় বাজানো! মনে মনে ভাবছেন, সেনোটা বাজাচ্ছি! ভেতর থেকে তিড়িং করে যেই একটা ইঁদুর লাফিয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা বন্ধ করে, বাজানোর টুল থেকে উঠে পড়লেন। দরকার নেই বাবা, মাউস!

কোনো-কোনো দিন চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বেলে কী সব করেন! নোট জাল নয় তো? আধঘণ্টার মধ্যেই প্রেশার কুকার ফিইস্ করে ওঠে। চোখ বুজে, নিজের দু কানে আঙুল দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভাবেন নিজের কান চাপা দিলেই স্ত্রীর কানে এই বিচ্ছিরি শব্দটা ঢুকবে না, ঘুম ভাঙবে না, ইচ্ছেমতো রান্না করে খাবার অপরাধটা ধরা পড়বে না। শব্দটা বন্ধ হলে

www.BanglaBook.org

কুকারটা ওভেন থেকে নামিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যান। ভারী পর্দাটা অল্প একটু ফাঁক করে প্রায় অন্ধকার ঘরে দেখে নেন, স্ত্রী জেগে উঠেছে কি না!

নাঃ গভীর ঘুম। ঘুমোও, ঘুমোও! মোটা হয়ে যাচ্ছি বলে ডাক্তার কম খেতে বলেছেন! তাই না! মোটা হচ্ছি আমি হচ্ছি, কার তাতে কী!

পর্দাটা ফেলে দিয়ে বাইরের দালানে দাঁড়িয়ে অহিদা, দু হাতের বুড়ো আঙুল দুটো পুরুষ্ট কলার মত শূন্যে তুলে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে একপাক নেচে নেন। কলা দেখান ডাক্তারকে আর আমার সাবধানী ঘুমন্ত বৌদিকে।

সেদিন শনিবার। সন্ধের দিকে বৃষ্টি হয়ে বেশ একটু শীত শীত ভাব। খেতে বসে অহিদা আর একটা ফিশ-ফ্রাই চেয়েছিলেন। বৌদি ধমকে বলেছিলেন, "আর আধখানাও না! নেহাত শনিবার বলে একটা দিয়েছি তোমাকে!" ভাল মানুষের মতো মুখ করে অহিদা খাবার টেব্‌ল থেকে উঠে পড়লেন। বুঝতেও দিলেন না, কী করবেন পরে, কী প্ল্যান আছে মাথায়।

তেমন গরম নেই বলে বৌদির কাঁথাটাও কম। অন্যদিন শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আজ মুখের কাছে একটা বই ধরে রেখেছেন। অহিদা উশখুশ করছেন, একবার চেয়ারে বসছেন, একবার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হচ্ছেন। কখনও বাগানে বেরিয়ে হাততালি দিয়ে পেয়ারাগাছ থেকে বাদুড় ওড়াচ্ছেন! বৌদি একবার বললেন, "কী ছোট ছেলের মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছ, শুয়ে পড়ো না।"

গম্ভীর গলায় অহিদা বললেন, "তোমার মতো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম পায় না। রাত বাড়লে তবেই আমার মাথায় ভাল ভাল প্ল্যান আসে, ছবির আইডিয়া আসে।"

"তবে তাই আসুক। আমার বাবা শুলুম আর ঘুমোলুম।"

"ভাল!"

মুখের সামনে বিলিতি ম্যাগাজিন খুলে, অহিদা কালো ঝকঝকে একটা রকিং চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছেন। আর মনে মনে ভাবছেন, ঘুমোও না বাপু, ঘুমোও। না ঘুমোলে কিছু করতে পারছি না!

www.BanglaBook.org

রাত এগারোটা নাগাদ বৌদি ঘুমিয়ে পড়লেন। অহিদা ভাল করে দেখে নিলেন। সারাদিনের সেই বিরক্ত মুখ নয়। ভাঁজটাজ মিলিয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। ডানদিকে বাঁদিকে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে অহিদা খুশি খুশি মুখে বললেন, "ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়েছে! খুকু ঘুমুলো পাড়া জুড়োল "

ট্যাং ট্যাং করে বারোটা বাজল। রান্নাঘরে অহিদার প্রেশার কুকারও ফিইস করে উঠল। শব্দটা থামতেই দরজা খুলে পা টিপে টিপে অহিদা বেরিয়ে এলেন। খেতে বসার আগে দেখতে হবে তো ঘুমটা বেশ গভীর হল কি না! অহিদা গুটিগুটি এগোচ্ছেন, পেছনে-পেছনে গুটিগুটি এগোচ্ছে ঘি আর গরম মশলার গন্ধ।

ওদিকে ছাদের সিঁড়ির দিক থেকে আর-একটা লোকও গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। অহিদা প্রথমটা লক্ষ্য করেননি। চোখে চশমা নেই। ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। অহিদাকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটি থেমে পড়েছে। অহিদা নিজের কায়দায় দম বন্ধ করে এগিয়েই চলেছেন। কোনোদিকে নজর নেই, নজর ঘরের দিকে, পর্দার দিকে।

অহিদার বিশাল পালোয়ানের মতো চেহারা। তার ওপর ওইভাবে গুটিগুটি চিতাবাঘের মতো হেঁটে আসা, যেন এখুনি লাফিয়ে পড়বেন ঘাড়ের ওপর। লোকটি থেমে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল পালাবে। তবে চোর হলেও সে শুনেছে, সব লোকেরই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সে যেই পালাতে যাবে, অমনি চিৎকার উঠবে 'চোর চোর'। অবশ্য দু-একটা বাড়িতে সে এমনও দেখেছে, শুয়ে শুয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ বের করে দেখছে, চোর সব নিয়ে পালাচ্ছে, খুব চেষ্টা করছে 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না, একেবারে সরু পিঁপড়ের মতো গলায়, 'চো চো' করছে।

কিন্তু এ লোকটাকে তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভয়টয় পেয়েছে বলেও মনে হয় না। পালাতে গেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে! এদিকেও মরেছি, ওদিকেও মরেছি। তারচে পায়ে পড়ে দেখি। মোটাসোটা সাহসী বাবুদের দয়ামায়া সময়-সময় থাকে। গলাটাকে কান্না-ভাঙা করে, 'বাভুউ-উ

www.BanglaBook.org

আর কোওরবোনা' বলে লোকটা ঝপাং করে অহিদার দু-পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

এইরকম একটা ঘটনার জন্যে অহিদা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সারা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। নিজে আর নিজের স্ত্রী। হঠাৎ কোথা থেকে আর একটা লোক এসে হাজির হল! অহিদা থতমত খেয়ে গেলেন। মহা উৎপাত দেখছি। ভেউ-এ-উ করে চিল্লিয়ে ঘুমটা ভাঙাবে, খাওয়াটা পণ্ড হবে। শুধু পণ্ড হবে না, চিরকালের মত চুরি করে রান্না করে যা খুশি তাই খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। রান্নাঘরে চাবি পড়ে যাবে। অহিদা মাটিতে 'অহল্যা উদ্ধারের' মতো পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন। হিসহিসে গলায় বললেন, "স্যুপ! আর একটা কথা বললেই গলায় ঠ্যাং তুলে দোব।"

পায়ের কাছেই লোকটা পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলে, হ্যাঁ, একটা পায়ের মতো পা! ওই পা গলায় ওঠা, আর গলার ওপর দিয়ে একটা গাড়ির চাকা চলে যাওয়া একই কথা! তবু মিন-মিনে গলায় বললে, "আমি চেঁচাব কেন বাবু। আমার কি চেঁচানো শোভা পায়!"

অহিদা জামার কলারের পেছন দিকটা ধরে, বেড়ালছানাকে যেভাবে তোলে, সেইভাবে মেঝে থেকে লোকটাকে তুলে, সোজা রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। রোগাপটকা লোক, তেমন ভারী নয়। ঝুলতে-ঝুলতেই লোকটা বলছে, "চেঁচাবেন তো আপনি। চোরের মার বড় গলা হলেও চোরেদের গলা খাটোই হয়। তা বাবু, আর যাই করেন, নর্দমায় ফেলবেন না!"

অহিদা লোকটাকে রান্নাঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ভেতর থেকে ছিটকিনিটা তুলে দিলেন, "নে, এবার প্রাণ খুলে বকবক কর। আমি ততক্ষণ খেয়ে নিই! এরপর আর কখন খাব! রাত তো প্রায় ভোর হয়ে এল! এই তিনদিনেই তুই এত রোগা হয়ে গেলি কী করে? নে, এখন রাগ করে চলে যাবার ঠ্যালা বোঝ্। সাতদিন তেড়ে খাওয়াদাওয়া করলে তবেই আবার 'বাহাদুর' হবি। হি হি, এখন একেবারে চামচিকি?"

প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা খুলেছেন অহিদা। গন্ধে জিভে জল এসে

www.BanglaBook.org

যায়! লোকটা বুঝতেই পারছে না এই মোটামতো লোকটা কী সব বলছে! ভীষণ লোভও হচ্ছে! চোর হয়ে সারা জীবন শুধু প্রহারই খেতে হল, ভাল খাবার আর জুটল কোথায়? মাঝে মধ্যে অবশ্য বড় বড় লোকের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে হেঁসেলটা আগে হাঁটকেপাঁটকে দেখে। ধ্যুর! বড়লোকেরা ভীষণ হিসেবি। যা বাঁচল সব ঠাণ্ডা বাক্সে পুরে দিল। দরজা খুললেই আলো জ্বলে ওঠে, হিম-ঠাণ্ডা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে! কী আছে ভেতরে? বোতল-বোতল জল, তরকারিতে দেবার বাটা মশলা, এক বোতল হলদে সিরাপ, দু-একটা ফল, ছোট্ট এক বাক্স মিষ্টি, ছোটো ছোটো বরফের টুকরো, সাদা ফ্যাকফ্যাকে মুরগির ঠ্যাং একটা, এক চাকা মাছ, তরকারির ঘাঁটাঘাঁটা তলানি, গন্ধেই বমি আসে। গরিবদের হেঁসেলে তবু কিছু ভাল খাবার থাকে! মুশকিল, চুরি করতে হলে গরিবের বাড়িই ঢুকতে হবে। এ লোকটা তাহলে কী! গরিব না বড়লোক! মনে হচ্ছে খেয়েই ফতুর। ইশ্ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম আজ!

অহিদা ইতিমধ্যে কাঁচের প্লেটে করে ডিমের খিচুড়ি রেখেছেন লোকটার সামনে। "নে, বাদলা-বাদলা আছে, ঝপাঝপ মেরে দে। মনে আছে তো আমাদের সব আগের কোয়দা! সব ধুয়ে-মুছে তকতকে করে রেখে দিতে হবে। সকালে তোর মাইজি যদি টের পায়, ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল, চিরকালের মতো খাওয়ার বারোটা! কী, কীরকম হয়েছে? ফাস ক্লাস! কী, বল! আর একটু ঝাল হলে ভাল হত!"

বাইরে খুট করে একটু শব্দ হতেই, অহিদা ঝট্ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলেন: সব চুপচাপ। নাঃ কিছু না, আলোটা জ্বেলে দিলেন: "ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম রে, ভেবেছিলুম তোর বৌদি বুঝি বাথরুমে যাচ্ছে। না আঃ, ইঁদুর-টিঁদুর হবে। ও ঘুম তো সহজে ভাঙার নয়?"

লোকটা ভয়ে-ভয়ে খাচ্ছে, কৌতূহল আর চাপতে পারছে না, শেষে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, আপনিও কি চোর?"

www.BanglaBook.org

আঙুল চুষতে চুষতে অহিদা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন একনজর, তারপর ডান হাতের মোটা আঙুলটা চোরটার দিকে ইঙ্গিত করে দমকা হাসি চেপে বললেন, "ধরেছিস ঠিক! ধরেছিস ঠিক। হাটের সঙ্গে চুরি", বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, দু কদম এগিয়ে গেলেন লোকটার দিকে, ঝুঁকে পড়ে মুখটা দেখলেন, "এ কী রে! তুই তো দেখছি নয়া লোক! তুই তো বাহাদুর নোস!" তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক করে বল তুই কে! গুপ্তচর? স্পাই? কে তোকে এ-বাড়িতে চাকরি দিয়েছে এবং কবে থেকে? আমার বৌ?"

"আজ্ঞে না! কেউ চাকরি দেয়নি! আমি গুপ্তচরও নই, চোর। চুরি করতে এসেহেছিলুম বাবুহু।" লোকটা ধড়াস করে অহিদার পায়ে পড়ল, "আমি অপরাধী বাবু! আমাকে ক্ষমাহ করুন।" ভেউ ভেউ করে লোকটা কেঁদে ফেলল।

লোকটার কান্না শুনে অহিদা ভীষণ বিরক্ত হলেন, "পা ছাড়, পা ছাড়। পায়ে ধরে সাধু হবে ভেবেছ! জানিস, আমি যদি এখুনি 'চোর চোর' করে চেঁচাই তোর কী অবস্থা হবে!"

"পিটিয়ে শেষ করে দেবে বাবু। তবে জেনে রাখুন, তাহলে আপনিও ধরা পড়ে যাবেন!"

অহিদা খুব চিন্তিত হলেন, "তা যা বলেছিস! তাহলে তোর যা নেবার নিয়ে চলে যা। আমি ততক্ষণ এসব ধুয়ে-মুছে রাখি। দে, তোর ডিশটা দে! যাক, চুরি তো তুই করবিই, তার আগে বলে যা, রান্নাটা কেমন হয়েছে!"

"ডিশটিশ আপনাকে ধুতে হবে না। আমি সব ধুয়ে দিচ্ছি।"

"দিচ্ছি কেন বলছিস, বল নিচ্ছি! তবে জেনে রাখ, তুই চুরির 'চ'ও শিখিসনি। এই সময় কেউ কারুর বাড়িতে চুরি করতে যায় গবেট? বিলেতে লোকে এই সময় বেড়াতে বেরোয়। বুঝলি কিছু? চুরি করতে গেলে অত হাঁকপাঁক চলে না! ধৈর্য চাই। দে, ডিশটা দে, ধুয়ে দি!

"না, আমি ধুচ্ছি!" লোকটা সিঙ্কের কাছে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে। অহিদা কৌটো-টৌটো ঠিকঠাক জায়গায় তুলে রাখতে-রাখতে জিজ্ঞেস

www.BanglaBook.org

করলেন, "তোর নাম কী রে! ও! নাম তো আবার বলবি না। ঠিক নাম তো তুই নিজেই জানিস না! কাগজে দেখেছি তো, কোর্টে যখন কেস ওঠে তখন তো শুধুই ওরফে মন্টু ওরফে পল্টু ওরফে জন ওরফে নিয়াজ আলি ওরফে বকু সর্দার ওরফে ছকুলাল…"

"না, বাবু না। আমার আসল নাম শুনলে হাসবেন, তাই বলব না।"

"বল না।"

"আমার নাম সাধু।"

"ভালই তো রে! খারাপ নাম কী! চোরে আর সাধুতে তফাত কতটুকু! কেউ সাধু চোর, কেউ চোর সাধু!"

ঠ্যাং ঠ্যাং করে দুটো বাজল দূরের ঘড়িতে। অহিদা বললেন, "একটু হাত চালা বাবা! এবার আমার নিজেরই ভয় ভয় করছে। আমার বৌ যদি উঠে পড়ে, তখন কিন্তু রক্ষে থাকবে না। 'চোর চোর' করে চেঁচাবে, লোকে তোকে ধরেই পেটাবে।"

সাধু নামক চোরটি তোয়ালে দিয়ে ডিশ মুছতে মুছতে বললে, "আপনার বাবু কোনো বুদ্ধি নেই। বৌদি আমাকে চোর বলে বুঝতেই পারবেন না। চোরের সঙ্গে মালিকের এই রকম সম্পর্ক হয় নাকি? মনে করবেন চাকর।"

"চাকর? রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি চাকর ছিল না, হঠাৎ রাত বারোটার সময় চাকর এসে গেল। এ কি কারখানা নাকি, সকালের শিফ্‌টে একরকম লোক, রাতের শিফ্‌টে আর-এক-রকম। অত বোকা ভেবেছিস নাকি আমার বৌকে?"

"বোকা আপনি! রাগ করবেন না!"

"প্রমাণ কর, তা না হলে রেগে যাব কিন্তু।"

"আপনি বলবেন, সকালে তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম; অমুকবাবু কি তমুকবাবু, যা হয় একটা চেনা নাম বলে দেবেন, একজন লোক দেবে বলেছিল, আসার কথা ছিল অনেক আগেই, ট্রেন লেট করায় তুমি শুয়ে পড়ার পর এল।"

"বিশ্বাস করবে?"

www.BanglaBook.org

"আলবাত্ করবে, যদি মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস থাকে আর সেইভাবে বলতে পারেন, নিশ্চয়ই করবে।"

"তারপর কাল সকালে তুই যখন চলে যাবি সব মালপত্তর নিয়ে তখন আমার অবস্থাটা কী হবে, ভেবে দেখেছিস?"

"তা বটে! তাহলে এক কাজ করুন বাবু, 'চোর চোর' করে চেঁচান। এখন তো সব ধোয়া-মোছা হয়ে গেছে, আপনার তো কোনো ভয় নেই বাবু, লোকে এসে আমাকেই পেটাবে। অনেকদিন জেলেও যাইনি। এদিকে ব্যাঙ্কে সব লকার হয়ে গেছে, সোনাদানা তেমন পাওয়াও যায় না, বাজার বড় মন্দা। যাই, কিছুদিন থেকে আসি।"

হঠাৎ রান্নাঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। অহিদা দরজার দিকে পেছন ফিরে ছিলেন। দেখতে পাননি, সাধু চোর দেখেছিল। সে একগাল হেসে ছুটে গিয়ে, অহিদার স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "ট্রেন লেট ছিল মা, আসতে দেরি হয়ে গেল।"

বৌদি ঘুম-চোখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক। আরব্যরজনী নাকি! ফটফট করে আলো জ্বলা সব কিছু ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। লোকটাই বা কে, দাদাই বা কী করছেন! সময়টাই বা কত! চোর সাধু বললে, "আপনি আমাকে সাধু বলেই ডাকবেন মা! বাবু আমাকে রান্নাঘর, কাজকর্ম সব দেখিয়ে দিয়েছেন! কাল থেকে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেও চলবে। আমার হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, সে আর ভুলবে না।"

রান্না নিয়ে বড়াই করলে অহিদার সহ্য হয় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, "ছাখ্ সাধু, বাড়ছিস বাড়, তা বলে সীমা ছাড়িয়ে যাসনি! রান্নায় তুই আমাকে হারাতে পারবি? কেন মিথ্যে বলছিস! হয়ে যাক চ্যালেঞ্জ।"

"চ্যালেঞ্জ!"

বৌদি থামিয়ে দিলেন, "আহাহা, চুপ করো। এ লোকটা কে?"

"আজ্ঞে আমি সাধু। নতুন কাজের লোক। বাবু বলেন নি। আজ আমার জয়েন করার কথা!"

www.BanglaBook.org

অহিদা গম্ভীর গলায় বললেন, "ও হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি, এ সাধু। থাকবে। কাজ করবে। কাজের লোক। তা দেখিয়ে-টেখিয়ে দিলুম। ভোর থেকেই লেগে যেতে পারবে!"

বৌদি হাই তুলে বললেন, "বাব্বা বাঁচা গেছে, ভগবান মেলে তো লোক মেলে না। কটা বাজল? তোমরা শোবে না? সারারাত পেঁচার মত জেগে থাকবে নাকি?"

বৌদি চলে গেলেন। অহিদা চাপা গলায় বললেন, "তুই শুধু চোর না, মিথ্যেবাদী। জানিস, চোরের চেয়ে মিথ্যেবাদী আরও খারাপ। কাল সকালে আমার কী অবস্থা হবে?"

"কী আবার হবে! সকলেই জানে, চাকররাই শেষে সব ফাঁক করে পালায়!"

"তা বলে, যেদিন এল সেইদিনই পালাল?"

"বলুন, যে-রাতে এল সেই রাতেই পালাল। রাতেরাতেই কাজ শেষ!"

"যাঃ, কী যে করলি না। একেই বলে যে, আমি কোনো কম্মের নই। এরপর কী বলবে তুই ভাবতে পারিস? তুই লুকিয়ে থাকতে পারতিস। তুই যখন অভিনয়ই করলি, অন্যভাবে করতে পারতিস, ওই ছুরিটা তুলে নিয়ে আমার পেটের কাছে ধরে বলতে পারতিস, 'একটুও নড়েছ কি মরেছ, আমি চোর।' তাহলে আমার বৌ বুঝতে পারত, আমি তোকে বীরের মতো ধরতে এসে বিপদে পড়েছি।"

"বাঃ, আপনাকে চুরির দায় থেকে বাঁচালুম, দোষ হল আমার!"

"তুই তো আমি যেভাবে বললুম সেভাবেও বাঁচাতে পারতিস।"

"তাহলে তো আমি নিজেই চোর হয়ে যেতুম।"

"তুই তো চোরই, নামটাই যা সাধু। শোন, তুই চুরি কর ক্ষতি নেই, তবে সাত আটদিন পরে কর। দিন সাতেক থেকে যা, তোর কোনো কষ্ট হবে না।"

সাধু কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে, "তবে তাই হোক। আমার ঘুম পাচ্ছে! কোনটা শোবার ঘর?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অহিদা বাহাদুরের ঘরটা সাধুকে খুলে দিলেন। নিজেই আলো জ্বাললেন। ওই ছাখ চৌকি, বিছানাটা খুলে নে। ওই ছাখ নাইলনের মশারি, পেড়ে নে। জানালাগুলো খুলে দে, বেশ হাওয়া আসবে।

সাধু সব দেখে-টেখে বললে, "জীবনে এরকম ঘরে ঘুমিয়েছি? এ তো লাটসাহেবের ঘর। যান, শুয়ে পড়ুন।"

অহিদা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "পালাবি না তো? দেখিস বাবা, অনুরোধ রাখিস। সাতটা দিন শুধু অপেক্ষা কর। তোর চুরির জন্যে এর মধ্যে আমি ভাল ভাল জিনিস এনে রাখব।"

"লোভ দেখাবেননি বাবু। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা,। শুয়ে পড়ুন।"

সাধু শুয়ে পড়ল। অহিদা নিজের ঘরে ঢুকতেই অহিদার স্ত্রী ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, "তুলে নিলুম।"

"সে আবার কী?"

"অপদার্থ বলেছিলুম, তুলে নিলুম। একটা কাজের মতো কাজ করেছ। লোকটা যেমন ভদ্র, তেমনি চটপটে। কাল সকালে চায়ের জন্যে খোঁচাখুঁচি করে ঘুম ভাঙাবে না।"

অহিদা শুয়ে পড়লেন। কানটা সজাগ। ভয়! "খুটখাট শব্দ হলেই লাফিয়ে গিয়ে ধরব। এবার তুমি চোর!" হাই উঠল। ঘুমোলে চলবে না। পাশের ঘরেই চোর। আবার হাই। মনে মনে বললেন, "পালাসনি সাধু!"

রাত অনেক। নিস্তব্ধ বাড়ি অহিদার নাক ডাকছে!

BanglaBook.org